MARRIAGE

OF

HINDU WIDOWS

BY

ÍŚWARACHANDRA VIDYÁSÁGARA.

FOURTH EDITION.

CALCUTTA:

PRINTED BY PITÁMBARA VANDYOPÁDHYÁYA

AT THE SANSKRIT PRESS.

62, AMHERST STREET.

1872.

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না

এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৯।

বিজ্ঞাপন

এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্রিত হইল। এবারে নূতন বিজ্ঞাপন যোজিত করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, কোনও বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, বিজ্ঞাপনস্থলে কিছু বলিতে হইল। ঐ বিশিষ্ট হেতু নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

২। কেহ কেহ স্থলবিশেষে স্পষ্ট বাক্যে, স্থলবিশেষে কৌশলক্রমে, ব্যক্ত করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর এই পুস্তকের রচনামাত্র করিয়াছেন; যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অন্যদীয়; অর্থাৎ, তিনি নিজে সে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিংবা সে সকল প্রমাণ তত্তৎ গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত, করিতে পারেন নাই; এ দুই বিষয়ে তিনি আমার অথবা অমুকের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; ইত্যাদি। এই সকল কথা শুনিয়া, আমার কতিপয় আত্মীয় অতিশয় অসন্তুষ্ট হন; এবং নিরতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে এই অনুরোধ করেন, যখন পুস্তক পুনরায় মুদ্রিত হইবেক, সে সময়ে, পুস্তকসঙ্কলন বিষয়ে তুমি যাঁহার নিকট যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছ, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে হইবেক; তাহা হইলে, কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবেক না।

৩। ইতিপূর্ব্বে সামান্যাকারে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম,

দ্বিতীয় পুস্তক সঙ্কলনকালে শ্রীযুত তারানাথতর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, অনবধানবশতঃ, অন্যান্য মহাশয়দিগের কৃত সাহায্যের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। এই অনবধান যে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ ও দোষাবহ হইয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অতএব, এস্থলে লব্ধ সাহায্যের সবিস্তর পরিচয় দিলে, যে কেবল পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়গণের অনুরোধরক্ষা হইতেছে, এরূপ নহে; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠানজন্য প্রত্যবায়েরও সম্পূর্ণ পরিহার হইতেছে।

৪। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভুতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমার প্রার্থনা অনুসারে, নিম্ননির্দ্দিষ্ট প্রমাণ গুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

১। যত্তু মাধবঃ যস্তু বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎ পুরা। ন ক্বাপ্যন্বাহিতিঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ কর্কভাষ্যদেবজানীশ্রীঅনন্তভাষ্যাদিসকলতচ্ছাখীয়গ্রন্থবিরোধাদ্বহ্বনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্। ৪৫ পৃ০।

২। মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। ৪৬ পৃ০।

৩। কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। ৪৬ পৃ০।

৪। ননু মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ। সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রতমিদং স্মৃতম্। ৪৬ পৃ০।

৫। অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধ-গামিন্যান্তু প্রাতস্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমাধবাদয়ো ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণেত্যাদি সামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়-বিধবাক্যবৈয়র্থ্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। ৪৬ পৃ০।

৬। নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্মবৈ-বর্ত্তাদিবচনাদ্দিবাপারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্ত-মিতি বাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণী-ব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জয়িত্বা মহানিশা-মিতি সংবৎসরপ্রদীপধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা-দৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশ্যপি তৎ কার্য্যং বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্ব্বিষয়ত্বা-পত্তেঃ। ৪৭ পৃ০।

৫। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত তারানাথতর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

১। নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থপ্রণয়নাৎ। ৪৩ পৃ০।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আমার প্রয়োজনোপযোগী বোধ করিয়া, বিনা প্রার্থনায়, এই প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

২। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ ১৪৪পৃ০।

৩। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥ ১৪৪পৃ০।

৪। তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥ ১৪৫ পৃ০।

৫। শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥ ১৪৫ পৃ০।

৬। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৈস্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৪৫ পৃ০।

এই পুস্তক সঙ্কলনের কিছু কাল পূর্ব্বে, উল্লিখিত বচনগুলি কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি, তাহা সহসা স্থির করিতে না পারিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি এই বচনগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

৭। স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥ ১৮২ পৃ০।

আমার প্রার্থনা অনুসারে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই বচনটি বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

৬। উল্লিখিত বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য, আমার প্রার্থনা অনুসারে, আদিপুরাণ গ্রন্থ দুই বার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, এবং পরাশরভাষ্যধৃত

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥ ৩৫ পৃ০।

এই বচন আদিপুরাণে নাই, ইহা অবধারিত করিয়া দেন।

৭। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র অতি সুপাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামগতি ন্যায়রত্ন, আমার প্রার্থনা অনুসারে, কোনও কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া, প্রমাণবিশেষের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ে আমার সংশয়াপনোদন করিয়াছিলেন। সুশীল সুবোধ স্থিরমতি রামগতি, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, এক্ষণে বহরমপুরস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। রামকমল, দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের সকলকে শোকার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্, অসাধারণ বিদ্যানুরাগী ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, অনেক অংশে বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বাঙ্গালাভাষার সবিস্তর উন্নতি সম্পাদন করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই।

৮। প্রমাণসঙ্কলনবিষয়ে আমি যাঁহার নিকট যে সাহায্য

লাভ করিয়াছিলাম, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম; এবিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্য লই নাই ও পাই নাই। এই পুস্তকে সমুদয়ে ২১৫টি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তম্মধ্যে কেবল ১৩টি অন্যদীয়। উপরিভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, অন্যদীয় ত্রয়োদশ প্রমাণের মধ্যে, ৬টি শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর ৭টি শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আর, এই পুস্তকে যে সকল যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিজের উদ্ভাবিত, সে বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্য গ্রহণের অণুমাত্র আবশ্যকতা ঘটে নাই। এক্ষণে, যে সকল বন্ধুর অনুরোধ বশতঃ এই বিজ্ঞাপন লিখিত হইল, তাঁহাদের অসন্তোষকলুষিত চিত্ত প্রসন্ন হইলেই, আমি নিশ্চিন্ত হই ও নিস্তার পাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২৯ । ১লা জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। যে উদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক; কারণ, যাঁহারা যথার্থ বুভুৎসুভাবে এবং বিদ্বেষহীন ও পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, কলিযুগে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে তাঁহাদের অনেকেরই সংশয়চ্ছেদন হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় বিধবাদিগের পাণিগ্রহণ পর্য্যন্তও হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

অনেকানেক দূরস্থ ব্যক্তি, পত্র দ্বারা ও লোক দ্বারা, অদ্যাপি পুস্তক প্রাপ্তির অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত পুনরায় মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রায় তদ্রূপই মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল দুই এক স্থান অস্পষ্ট ছিল, স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, এবং দুই এক স্থান অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ছিল, বিস্তারিত হইয়াছে।

আমি পূর্ব্ব বারে ব্যস্ততাক্রমে নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় পুস্তক সঙ্কলনকালে, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

আমার পুস্তক সঙ্কলিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে

দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি, সচেষ্ট হইয়া, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। ঐ ব্যবস্থাপত্র অবিকল * মুদ্রিত এবং পুস্তকের শেষে যোজিত হইল। উহাতে ৺ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

৺ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া গণ্য। তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মলঙ্গানিবাসী দত্ত বাবুদিগের বাটীর সভাপণ্ডিত। শ্রীযুত ঠাকুরদাস চূড়ামণি ও শ্রীযুত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তও এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেবের সভাসদ। শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশও বহুজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ। ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর

---

* কেবল ব্যবস্থা অংশেই অবিকল হইয়াছে, এমন নহে; অক্ষরাংশেও অবিকল হইয়াছে; অর্থাৎ ব্যবস্থা অথবা স্বাক্ষর যাহা যেরূপ অক্ষরে লিখিত আছে, অবিকল সেইরূপ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং, ব্যবস্থাদায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা, স্বাক্ষর করি নাই বলিয়া, অনায়াসে অপলাপ করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ, যাঁহারা তাঁহাদের হস্তাক্ষর চিনেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অমুক অমুক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে।

করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বেই কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর, এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাসের সংগৃহীত ব্যবস্থা শ্রীযুত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত, এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের স্বহস্তলিখিত। কিছু দিন পরে, যখন ঐ ব্যবস্থাপত্র উপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয়, তখন শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষার নিমিত্ত, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার করেন এবং বিচারে জয়ী স্থির হইয়া, এক জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এক জন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন; আর এক জন, বিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়া, ঐ ব্যবস্থার প্রামাণ্যরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, এই উভয়েই এক্ষণে, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসক জানিয়া, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রানুযায়িনী ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং

তাঁহারাও সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম করা হয় নাই। আর যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধানুসারেই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম হইতেছে না।

যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহাদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা-কর্ত্তা, এবং তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা করিয়াই, এ দেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা আশ্বিন। সংবৎ ১৯১৪।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক
মহাশয়গণ সমীপেষু।

প্রশ্ন। নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না এ বিষয়ের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তরং। মন্বাদিশাস্ত্রেষু নারীণাং পতিমরণানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যসহমরণপুনর্ভবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্ম্মতয়া বিহিতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যসহমরণরূপাদ্যকল্পদ্বয়েঽসমর্থায়া অক্ষতযোন্যাঃ শূদ্রজাতীয়মৃতভর্ত্তৃকবালায়াঃ পাত্রান্তরেণ সহ পুনর্ব্বিবাহঃ পুনর্ভবণরূপবিধবাধর্ম্মত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তস্যা দ্বিতীয়ভর্ত্তৃভার্য্যাত্বং সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধং ভবতীতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদাং বিদাম্মতং।

অত্র প্রমাণম্। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বেতি শুদ্ধিতত্ত্বাদিধৃতবিষ্ণুবচনং। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে

ইতি, সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা। পৌন-র্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি চ মনুবচনং। সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতীতি কুল্লূকভট্টব্যাখ্যানম্॥ নোদ্বা-হিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনরিতি বচনন্তু "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ইতি নিয়োগমুপক্রম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপরং ন সামা-ন্যতো বিধবাবিবাহনিষেধকমন্যথা পুনর্ভবণপ্রতিপাদকবচন-য়োর্নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তিরিতি দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চেত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃতবৃহন্নারদীয়বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্ত-কন্যা প্রদীয়তে ইতি তদ্ধৃতাদিত্যপুরাণীয়বচনঞ্চ সময়ধর্ম্ম-প্রতিপাদকতয়া ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকং। সত্যামপ্যত্র বিপ্রতিপত্তৌ প্রকৃতেঽক্ষতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাৎ দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ। দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য বৈ ইতি মদনপারিজাতধৃতবচনেন সহ তয়োরেকবাক্যত্বেঽক্ষতযোন্যা বালায়াঃ পুনর্ব্বিবাহং ন তে প্রতিষেদ্ধুং শক্নুতঃ প্রত্যুতঃ ক্ষতযোন্যা বিবাহনিষেধক-তয়া ব্যতিরেকমুখেনাক্ষতযোন্যাঃ পুনর্ব্বিবাহমেব দ্যোতয়ত ইতি।

জগন্নাথঃ
শরণম্ ।
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণাম্ ।

শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি ।

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্ ।

শ্রীরামঃ
শরণম্ ।
শ্রীরামতনু দেবশর্ম্মণাম্ ।
শ্রীরামঃ ।
শ্রীঠাকুর্দাস দেবশর্ম্মণাম্ ।
শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মণাম্ ।

রামচন্দ্রঃ
শরণং ।
শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ
শরণং ।

শ্রীঠাকুর দাস শর্ম্মণাম্ ।

কাশীনাথঃ
শরণং ।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্ ।

শ্রীশঙ্করো জয়তি ।

শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাম্ ।

ব্যবস্থার অনুবাদ

প্রশ্ন।—নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাকর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অক্ষমা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিতেছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে ঐরূপ বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্বিবাহানন্তর ঐ বালিকা দ্বিতীয় ভর্ত্তার শাস্ত্রানুমত ভার্য্যা হইবেক কি না এ বিষয়ে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—মনুপ্রভৃতির শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ ও পুনর্ব্বিবাহ বিধবাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে। সুতরাং যে শূদ্রজাতীয় অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ এবং যথাবিধানে বিবাহ সংস্কার হইলে সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া গণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের এই মত।

ইহার প্রমাণ।—মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

শুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতিধৃত বিষ্ণুবচন।

পতিবিয়োগ হইলে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা সহগমন।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ মনুবচন॥

যে নারী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয় অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি অথবা গতপ্রত্যাগতা হয় অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে পরে পুনরায় পতিগৃহে আইসে তাহার পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি। কল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা।

সেই স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি হইয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় পতির সহিত সেই স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ মনুবচন॥

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বিবাহের উল্লেখ নাই।

এই যে বচন আছে তদ্দ্বারা নিয়োগের অঙ্গ যে বিবাহ তাহারই নিষেধ হইতেছে কারণ নিয়োগ প্রকরণ আরম্ভ করিয়া এই বচন লিখিত হইয়াছে। নতুবা সামান্যতঃ বিধবাবিবাহের নিষেধক নহে। যদি বিধবা-বিবাহের নিষেধক বল তাহা হইলে যে দুই বচনে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি আছে সেই দুই বচনের স্থল থাকে না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ। উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয় বচন।

দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান।

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তকন্যা প্রদীয়তে। উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্যপুরাণবচন।

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি দত্তা কন্যার দান।

এই দুই বচন সময়ধর্ম্মবোধক একবারেই বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে। যদি এই মীমাংসায় আপত্তি থাকে তথাপি মদনপারিজাতধৃত—

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ।
দত্তক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য বৈ॥

দেবরদ্বারা পুত্রোৎপত্তি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ বিবাহিতা ক্ষতযোনি কন্যার অন্য পাত্রে পুনর্দ্দান।

এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে ঐ দুই বচন অক্ষতযোনি কন্যার পুনর্ব্বিবাহ নিবারণ করিতে পারে না বরং মদনপারিজাতধৃত বচন ক্ষতযোনির বিবাহনিষেধ দ্বারা অক্ষতযোনির পুনর্ব্বিবাহের বোধকই হইতেছে।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে ঢাকা প্রদেশে অধুনা বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে; সুতরাং, তথায় অনেক পুস্তকের সবিশেষ আবশ্যকতা হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বারের মুদ্রিত পুস্তক সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; এজন্য, পুনরায় মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ব বারে, এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থাপত্র অক্ষর প্রভৃতি সর্ব্বাংশে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল; এ বারে অনাবশ্যক বিবেচনায় আর সে রূপে অবিকল মুদ্রিত করা গেল না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। সংবৎ ১৯১৯।

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে তত দূর পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু, এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, এ বিষয়ে, ইতিপূর্ব্বে, এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্য ক্রমে, ইদানীন্তন পণ্ডিতেরা বিচারকালে, জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, স্ব স্ব মত রক্ষা বিষয়ে এত ব্যগ্র হন, যে প্রস্তাবিত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে দৃষ্টিপাত মাত্র থাকে না। সুতরাং, পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র করিয়া বিচার করাইলে, যে কোনও বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবেক, তাহার প্রত্যাশা নাই। পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বোক্ত বিচারে, উভয় পক্ষই আপনাকে জয়ী ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত স্থির করিয়াছেন; সুতরাং, ঐ বিচারে কিরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। বস্তুতঃ, উল্লিখিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের কিছু মাত্র মীমাংসা হয় নাই। তথাপি, ঐ বিচার দ্বারা এই এক মহৎ ফল দর্শিয়াছে যে তদবধি অনেকেই, এ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। অনেকের এই ঔৎসুক্য দর্শনে, আমি সবিশেষ যত্ন সহকারে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলাম; এবং, প্রবৃত্ত হইয়া যত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে, দেশের চলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া, প্রচারিত করিতেছি। এক্ষণে, সকলে পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠ ও বিচার করিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে এ দেশে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবেক। কিন্তু, বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোনও ক্রমে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব, বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এ দেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যে শাস্ত্রের সম্মত হইলে বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক, অথবা যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির হইবেক, সে শাস্ত্র কি। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলই এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় তাহার নিরূপণ আছে। যথা,

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ১। ৪ ॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ১। ৫ ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা।

ইঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র (১)। ইঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় লোকে সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। সুতরাং, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মত কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব, বিধবাবিবাহ, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত হইলেই, কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে; আর, ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেই, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

এক্ষণে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ১। ৫৮ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসহেতু, সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য; দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অন্য; কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য।

অর্থাৎ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকেরা যে সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন, পর পর যুগের লোক সে সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে সমর্থ নহেন; যেহেতু, উত্তরোত্তর যুগে যুগে মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইতেছে। ত্রেতাযুগের লোকদিগের সত্যযুগের ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগের লোকদিগের সত্য অথবা ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, অবলম্বন করিয়া চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কলিযুগের লোকদিগের সত্য, ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, ইহা স্থির হইতেছে, কলিযুগের লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে

---

(১) এতদ্ব্যতিরিক্ত, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি কতিপয় ঋষির প্রণীত শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

অক্ষম। এক্ষণে, এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলিযুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই। অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও যুগভেদে ধর্ম্মভেদ নিরূপণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কতকগুলি ধর্ম্ম নিরূপণ করা মাত্র আছে; কিন্তু যুগে যুগে মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, তাহার নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে সে সমুদয়ের নিরূপণ আছে। পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে,

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম, গোতমনিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ, ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সত্য যুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান্ গোতম যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, ত্রেতাযুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান্ শঙ্খ ও লিখিত যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, দ্বাপরযুগের লোকেরা সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। আর, ভগবান্ পরাশর যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, কলিযুগের লোকদিগকে সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক (২)। অতএব, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভগবান্

---

(২) এস্থলে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদি সত্যযুগে কেবল মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতাযুগে কেবল গোতমপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বাপরযুগে কেবল শঙ্খ ও লিখিত প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, আর কলিযুগে কেবল পরাশর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য হয়; তবে অন্যান্য ঋষির প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র কোন সময়ে গ্রাহ্য হইবেক। ইহার উত্তর এই যে যথাক্রমে মনু, গোতম, শঙ্খ লিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের শাস্ত্র।

পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং কলিযুগের লোকদিগকে তাঁহার নিরূপিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক।

পরাশরসংহিতার যে রূপে আরম্ভ হইতেছে, তাহা দেখিলে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিতে পারে না। যথা,

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥
তৎ শ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
নচাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমম্॥
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্॥
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্॥
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ॥
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ॥

ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যে যে অংশ ঐ ঐ প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহা ঐ ঐ যুগে গ্রাহ্য।

ব্যাসঃ সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃপরম্ ॥
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ॥
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥
অত্রের্ব্বিষ্ণোশ্চ সাংবর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥

পূর্ব্বকালে কতকগুলি ঋষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সত্যবতী-নন্দন! কলিযুগে কোন ধর্ম্ম ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর, আপনি তাহা বলুন। ব্যাসদেব, ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, আমি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব। এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। তখন ঋষিরা, ব্যাসদেবের সমভিব্যাহারে, পরাশরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব ও ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে পরাশরকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও স্তব করিলেন। মহর্ষি পরাশর প্রসন্ন মনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আত্মকুশল নিবেদন করিলেন। অনন্তর, ব্যাসদেব কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনকার নিকট মনুপ্রভৃতিনিরূপিত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বিস্মৃত হই নাই। সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম জন্মিয়াছিল, কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। অতএব চারি বর্ণের সাধারণ

ধর্ম্ম কিছু বলুন। ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি পরাশর বিস্তারিত রূপে ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেও কলিধর্ম্মকথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা॥

অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বে পরাশর যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে চারি বর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠানক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব; অর্থাৎ, লোকে কলিযুগে যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেক, এরূপ ধর্ম্ম কহিব।

এই সমুদায় দেখিয়া, পরাশরসংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, এ বিষয়ে আর কোনও আপত্তি অথবা সংশয় করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক, বিধবাদিগের বিষয়ে পরাশরসংহিতাতে কিরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুইমাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।

কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল। এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইলে, তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা হইবেক কি না। পরাশরসংহিতাতেই এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরাশর কলিযুগে তিন প্রকার পুত্র মাত্র বিধান করিয়াছেন। যথা,

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ (৩)।

ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র (৪)।

---

(৩) চতুর্থ অধ্যায়।

(৪) এই বচনে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম এই চতুর্বিধ পুত্রের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু নন্দপণ্ডিত, দত্তকমীমাংসাগ্রন্থে, এই বচনের ব্যাখ্যা করিয়া, কলিযুগের নিমিত্ত, ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই ত্রিবিধ পুত্র মাত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমিও তদনুবর্ত্তী হইয়া এই বচনের ব্যাখ্যা লিখিলাম।

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ। নচৈবং ক্ষেত্রজোঽপি পুত্রঃ কলৌ স্যাদিতি বাচ্যং তত্র নিয়োগনিষেধেনৈব তন্নিষেধাৎ অস্তু তর্হি বিহিতপ্রতিষিদ্ধত্বাদ্বিকল্প ইতি চেন্ন দোষাষ্টকাপত্তেঃ। কথং তর্হ্যত্র ক্ষেত্রজগ্রহণমিতি চেৎ ঔরসবিশেষণত্বেনেতি ক্রমঃ তথাচ মনুঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদিতশ্চ যঃ। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকমিতি। দত্তকমীমাংসা।

পরাশর কলিযুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম ত্রিবিধ পুত্রের বিধি দিতেছেন, পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেছেন না। কিন্তু, যখন বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রকেও পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, ঐ পুত্রকে ঔরস, দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইবেক। উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না; কারণ, যদি পরের পুত্রকে শাস্ত্রবিধানানুসারে পুত্র করা যায়, তবে বিধানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, তাহার নাম দত্তক অথবা কৃত্রিম হইয়া থাকে। কিন্তু, বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র পরের পুত্র নহে; এই নিমিত্ত, উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের যে লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে ঘটিতেছে না। কিন্তু ঔরস পুত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঘটিতেছে। যথা,

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্ত্রিমঃ সুতঃ॥ ৯। ১৬৮॥(৫)

মাতা অথবা পিতা, প্রীতমনে, শাস্ত্রের বিধানানুসারে, সজাতীয় পুত্রহীন ব্যক্তিকে যে পুত্র দান করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুত্র।

সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়স্তু কৃত্রিমঃ॥ ৯। ১৬৯॥ (৫)

গুণদোষবিচক্ষণ, পুত্রগুণযুক্ত যে সজাতীয় ব্যক্তিকে পুত্র করে, সেই পুত্র কৃত্রিম পুত্র।

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্॥ ৯। ১৬৬(৫)

বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই ঔরস পুত্র এবং সেই মুখ্য পুত্র।

বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র, এই লক্ষণ বিবাহিতা সজাতীয়া বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে। অতএব, যখন পরাশর কলিযুগে বিধবার বিবাহের বিধি দিতেছেন এবং

---

(৫) মনুসংহিতা।

দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে কেবল তিন প্রকার পুত্রের বিধান করিতেছেন, এবং যখন বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের লক্ষণ ঘটিতেছে না, কিন্তু ঔরস পুত্রের লক্ষণ সম্পূর্ণ ঘটিতেছে; তখন তাহাকে অবশ্যই ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা কোনও ক্রমে পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা ব্যবহার ছিল। যদি কলিযুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে পরাশর কলিযুগের পুত্রগণনাস্থলে অবশ্যই পৌনর্ভবের গণনা করিতেন। গণনা করা দূরে থাকুক, পরাশরসংহিতাতে পৌনর্ভব শব্দই নাই। অতএব, কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।

কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রান্তরে কলিযুগে এ বিষয়ের নিষেধক প্রমাণান্তর আছে কি না। কারণ, অনেকে কহিয়া থাকেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধবাবিবাহের বিধান ছিল, কলিযুগে এই বিষয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন পরাশরসংহিতাতে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্মের মধ্যে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কর্ম্ম, এ কথা কোনও ক্রমেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধবাদীরা কোন শাস্ত্র অনুসারে এরূপ কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ উহাকেই কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান। অতএব, এ স্থলে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃহন্নারদীয়।

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥ (৬)

সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয় স্ত্রী বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থানগমন, গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন।

এই সকল বচনের কোনও অংশেই বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না। যাঁহারা, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, এই ব্যবহারের নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান ; তাঁহারা ঐ নিষেধের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া, পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে, তাহাকেই কন্যা দান করিত। যথা,

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥১।৬৫॥(৭)

কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায় ; দান করিয়া হরণ করিলে, চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, দত্তা কন্যাকেও পূর্ব্ব বর হইতে হরণ করিবেক, অর্থাৎ তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া, উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, অগ্রে এক বরে কন্যা দান করিয়া, পরে সেই বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, তাহাকে কন্যা দান করার এই যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল, বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে।

---

(৬) উদ্বাহতত্ত্ব।

(৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

অতএব, ঐ নিষেধকে কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। আর, যখন পরাশর-সংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন কষ্টকল্পনা করিয়া বৃহন্নারদীয়ের এই বচনকে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলা কোনও মতে সঙ্গত বোধ হইতেছে না।

আদিত্যপুরাণ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা॥
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ (৮)॥

দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসংক্ষেপ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকীর সংসর্গে দোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্রমধ্যে দাস, গোপাল ও অর্দ্ধসীরীর অন্ন ভোজন, অতি দূর তীর্থ

(৮) উদ্বাহতত্ত্ব।

যাত্রা, শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উন্নত স্থান হইতে পতন, অগ্নিপ্রবেশ, বৃদ্ধাদির মরণ, মহাত্মা পণ্ডিতেরা, লোকরক্ষার নিমিত্তে, কলির আদিতে, ব্যবস্থা করিয়া, এই সকল কর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

এই সকল বচনেরও কোনও অংশে বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না। দত্তা কন্যার দান, এই অংশের নিষেধকে যে বিধবা-বিবাহের নিষেধ বলা যাইতে পারে না, তাহা বৃহন্নারদীয়ের ঐরূপ বচনাংশের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের যে নিষেধ আছে, তদ্দ্বারাই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত; যখন কলিযুগে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ হইয়াছে, তখন পৌনর্ভবকেও পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিবার নিষেধ সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। বিবাহ করা পুত্রের নিমিত্তে; যদি বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পৌনর্ভবের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হইল, তখন সুতরাং বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ হইল। এই আপত্তি আপাততঃ বলবতী বোধ হইতেছে, এবং পরাশরসংহিতা না থাকিলে, এই আপত্তি দ্বারাই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইতে পারিত। যাঁহারা, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ করিতে যত্ন পান, বোধ করি পরাশরসংহিতাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা ব্যবহার ছিল, যথার্থ বটে। কিন্তু পূর্ব্বে কলিযুগের বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা বিষয়ে যে আলোচনা করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র, পৌনর্ভব নহে। অতএব, যদি তাদৃশ পুত্র পৌনর্ভব না হইয়া ঔরস হইল, তবে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্রের পুত্রত্ব নিষেধ দ্বারা কিরূপে কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইতে পারে।

বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণবচনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, তদনুসারে ঐ সকল বচন কোনও মতেই কলিযুগে বিধবাবিবাহের

নিষেধবোধক হইতেছে না। যদি নিষেধবাদীরা, ঐ ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন, অর্থাৎ বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের ঐ সকল বচনকে বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া আগ্রহ প্রদর্শন করেন, তবে এক্ষণে এই কথা বিবেচ্য হইতেছে যে পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের বিধি আছে, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ আছে, ইহার মধ্যে কোন শাস্ত্র বলবৎ হইবেক; অর্থাৎ, পরাশরের বিধি অনুসারে বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, অথবা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে বিধবাবিবাহকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করা যাইবেক। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, ইহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধস্থলে তাহাদের বলাবল বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ (৯)

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ।

অর্থাৎ, যে স্থলে কোনও বিষয়ে বেদে একপ্রকার কহিতেছে, স্মৃতিতে অন্যপ্রকার, পুরাণে আর একপ্রকার; সে স্থলে কর্ত্তব্য কি; অর্থাৎ, কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলা যাইবেক; কারণ, মনুষ্যের পক্ষে তিনই শাস্ত্র; এক শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে, অন্য দুই শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয়; এবং শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিলে, মনুষ্য অধর্ম্মগ্রস্ত হয়। এই নিমিত্ত, ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিতেছেন, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে না চলিয়া, বেদ অনুসারে চলিতে হইবেক; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া, স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। অতএব দেখ, প্রথমতঃ, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণবচনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

(৯) ব্যাসসংহিতা।

তদ্দ্বারা কোনও মতেই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, যদিই ঐ সমস্ত বচনকে কথঞ্চিৎ বিধবাবিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার, তাহা হইলে পরাশরসংহিতার সহিত বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের বিরোধ হইল; অর্থাৎ পরাশর কলিযুগে বিধবা-বিবাহের বিধি দিতেছেন, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ কলিযুগে বিধবা-বিবাহের নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পরাশরসংহিতা স্মৃতি, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ পুরাণ। পুরাণকর্ত্তা স্বয়ং ব্যবস্থা দিতেছেন, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়া, স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক। সুতরাং, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণে যদিই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, তথাপি তদনুসারে না চলিয়া, পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে, তদনুসারে চলাই কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে।

অতএব, কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল। এক্ষণে, এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক, শিষ্টাচার কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। (১০)

কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ।

অর্থাৎ, শাস্ত্রে যে ধর্ম্মের বিধান আছে, মনুষ্যকে তাহা অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইবেক; আর যে স্থলে শাস্ত্রে বিধি অথবা নিষেধ নাই, অথচ শিষ্টপরম্পরায় কোনও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, তাদৃশ স্থলেই, শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন করিয়া, সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানতুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক।

---

(১০) বশিষ্ঠসংহিতা।

অতএব, যখন পরাশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা কোনও ক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। বশিষ্ঠ, শাস্ত্রের বিধির অসদ্ভাব স্থলেই, শিষ্টাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব বিধবাবিবাহ কলিযুগে যে সর্ব্ব প্রকারেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্য কালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা-পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।

পরিশেষে, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া, দেখুন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃতবিদ্যালয়।
১৬ মাঘ। সংবৎ ১৯১১।

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয় পুস্তক।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রস্তাব যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকে, পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন, আস্থা বা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না; সুতরাং, পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সে সমুদায় নিতান্ত ব্যর্থ হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া, আমি আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও অধিকাংশই, অনধিক দিবসে, বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিগৃহীত হয়। যখন এরূপ গুরুতর আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন এই প্রস্তাবের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, আমার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া, আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে

অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেন, ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ, বিভব ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়া গণ্য। যখন এই প্রস্তাব প্রধান প্রধান লোকদিগের পাঠযোগ্য, বিচারযোগ্য ও উত্তরদানযোগ্য হইয়াছে, তখন ইহা অপেক্ষা আমার ও আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি ঘটিতে পারে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়েরা উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন। কেহ কেহ, বিধবাবিবাহ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়াছেন; এবং বিচারকালে ধৈর্য্যলোপ হইলে তত্ত্বনির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক, যথার্থ অযথার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে তদ্রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক। যেহেতু, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া, তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোনও প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, অনেকেই, আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পরে, কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই, ঐ বিষয়কে এক বারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। অধিকন্তু, বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া, অনেক মহাশয়ই, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেক স্থলেই স্বস্বধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন, এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ

বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ, কোনও ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক, মুনিবাক্যের বিপরীত ব্যাখ্যা লিখিয়া, সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে প্রচার করিবেন, কেহ আপাততঃ এরূপ বোধ করিতে পারেন না।

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না। যাহা হউক, সকলের এক প্রকার প্রবৃত্তি নহে; সুতরাং, সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু, এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালীভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাসবাক্য ও কটূক্তি আছে, তাঁহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। অনেকের এবংবিধ উত্তরদান প্রণালী দর্শনে, আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু, একটি উত্তর পাঠ করিয়া, আমার সকল ক্ষোভ এক কালে দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই; এক বর ঐ উত্তর লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাসরসিকতা ও কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোকে একবাক্য হইয়া, সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রদান করুন না কেন, আমি উত্তরদাতা মহাশয়দিগের সকলের নিকটেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহাদের সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উত্তরদানে প্রবৃত্ত না হইলে,

সর্ব্বত্র ইহাই প্রতীয়মান হইত, এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরদান দ্বারা অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাঁহারা, অগ্রাহ্য করিয়া, উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, আমি কত ক্ষোভ পাইতাম, বলিতে পারি না। তাঁহারা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন নানা ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যত দূর পারেন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক। এক্ষণে, সেই কয়েকটি আপত্তির মীমাংসা হইলেই, কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কি না, সে বিষয়ের সকল সংশয় নিরাকৃত হইতে পারিবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব উত্তরপুস্তকে বিস্তর কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল কথাই প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বোধ হইয়াছে, সেই সকল কথার যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিবিষ্ট চিত্তে, এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল শ্রম সফল হইবেক।

১—পরাশরবচন

বিবাহিতাবিষয়, বাগ্দত্তাবিষয় নহে।

কেহ কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের অভিপ্রায় এই যে, যদি বাগ্দত্তা কন্যার বর অনুদ্দেশাদি হয়, তাহা হইলে তাহার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে; নতুবা, বিবাহিতা বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নহে। (১)

এ স্থলে এই বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারে কি না। পরাশর লিখিয়াছেন,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

---

(১) ১ আগড়পাড়ানিবাসী
শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।।
২ কোননগরনিবাসী
শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
৩ কাশীপুরনিবাসী
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন।
শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।
৪ আরিয়াদহনিবাসী
শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার।
৫ পুটিয়ানিবাসী
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
৬ সয়দাবাদনিবাসী
শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন।
শ্রীযুত রামগোপাল তর্কালঙ্কার।
শ্রীযুত মাধবরাম ন্যায়রত্ন।
শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার।
৭ জনাইনিবাসী
শ্রীযুত জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন।
৮ আন্দুলীয় রাজসভার সভাপণ্ডিত
শ্রীযুত রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত।
৯ ভবানীপুরনিবাসী
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
১০ শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি।
শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি।
শ্রীযুত হারাধন কবিরাজ।

পরাশর এই বচনে যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তত্তৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে, উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদ্ ঘটিলে, বিবাহিতা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, এই অভিপ্রায় স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়, কষ্ট কল্পনা দ্বারা শব্দের অর্থান্তর কল্পনা না করিলে, অভিপ্রায়ান্তর প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে, শব্দের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কষ্ট কল্পনা দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এ স্থলে তাদৃশ কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না। এই নিমিত্ত, ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য, বিধবাবিবাহের বিদ্বেষী হইয়াও, পরাশরবচনকে বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা,

পরিবেদনপর্য্যাধানয়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরিবেদন ও পর্য্যাধানের ন্যায়, প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠানে শ্রেয়োঽতিশয়ং দর্শয়তি

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন,

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করে।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলমনুগমনে দর্শয়তি

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন,

মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশরবচন, মাধবাচার্য্যের মতে, বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক না হইলে, তিনি বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল, পর বচনের এরূপ আভাস দিতেন না; কারণ, পূর্ব্ব বচন দ্বারা বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধি প্রতিপন্ন না হইলে, বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল, পর বচনের এই আভাস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।

নারদসংহিতা দৃষ্টি করিলে, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগদত্তা বিষয়ে কোনও ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যথা,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ॥
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে॥ (২)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর, তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী, যদি সন্তান হইয়া থাকে, চারি বৎসর, নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও,

(২) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোনও সংবাদ না পাইলে, পূর্ব্বোক্ত কাল নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব, এমন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা দোষাবহ নহে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি আছে, তাহা কোনও মতেই বাগ্দত্তা বিষয়ে সম্ভবিতে পারে না। কারণ, অনুদ্দেশ স্থলে, সন্তান হইলে একপ্রকার কালনিয়ম, আর সন্তান না হইলে আর একপ্রকার কালনিয়ম, দৃষ্ট হইতেছে। বাগ্দত্তা বিষয়ে এই বিবাহবিধি হইলে, সন্তান হওয়া না হওয়া এ কথার উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি বল, নারদসংহিতার বচন বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ-প্রতিপাদক হইতেছে বটে, কিন্তু নারদসংহিতা সত্যযুগের শাস্ত্র, কলি যুগের শাস্ত্র নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা কলিযুগে বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পুন-র্ব্বার বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারদসংহিতা সত্য যুগের শাস্ত্র, যথার্থ বটে। কিন্তু নারদবচনে যে কয়েকটী শব্দ আছে, পরাশরবচনেও অবিকল সেই কয়েকটী শব্দ আছে; সুতরাং নারদবচন দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, পরাশরবচন দ্বারাও অবশ্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইবেক। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, যুগভেদে শব্দের অর্থভেদ হয়। সত্য যুগে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, কলি যুগেও সেই শব্দের সেই অর্থই থাকিবেক, সন্দেহ নাই। সুতরাং, নারদবচনে ও পরাশরবচনে যখন শব্দাংশে বিন্দু বিসর্গেরও ব্যত্যয় নাই, তখন অর্থাংশেও কোনও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। ফলতঃ, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন উভয় সংহিতাতেই একরূপ আছে, সুতরাং উভয় সংহিতাতেই, নিঃসন্দেহ, একরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবেক, তদ্বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি করিতে উদ্যত হওয়া কেবল অপ্রতিপত্তি লাভ প্রয়াস মাত্র। অতএব নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্দত্তা কন্যা বিষয়ে ঘটিতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে।

যাঁহারা পরাশরের বিবাহবিধায়ক বচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, কোনও কোনও

বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, পরাশরের বচনকে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিলে, ঐ সকল বচনের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু বাগ্‌দত্তার বিবাহের বিধি নানা বচনে প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত বিরোধ পরিহারার্থে বাগ্‌দত্তাবিবাহবিধায়ক বচনসমূহের সহিত একবাক্যতা করিয়া, পরাশরবচনকে বাগ্‌দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক। তাঁহাদের মতে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের সহিত ঐক্য ও অবিরোধ হয়। পরাশরবচনকে বাগ্‌দত্তা-বিষয় বলিলেই সকল বচনের সহিত অবিরোধ ও ঐক্য হইল, এই স্থির করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পরাশরবচনের বিধবাবিবাহবিধায়কত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যেমন কোনও কোনও বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ কাশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তারও পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥ (৩)

বাগ্‌দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে, অগ্নিপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূকন্যা বর্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্ত কন্যা, বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায়, পতিকুল দগ্ধ করে।

দেখ, কাশ্যপ যখন বাগ্‌দত্তা কন্যাকেও বিবাহে বর্জনীয়া পক্ষে নিক্ষেপ করিতেছেন ও পুনর্ভূ সংজ্ঞা দিতেছেন, তখন বাগ্‌দত্তারও বিবাহ সুতরাং

---

(৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল। কাশ্যপ বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই তুল্য রূপ বর্জ্জন করিবার বিধি দিতেছেন। যদি, কোনও বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ আছে বলিয়া, পরাশরবচনকে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বলা যাইতে না পারে, তবে কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ সত্ত্বে, বাগ্দত্তারই পুনর্ব্বার বিবাহ-বিধায়ক কি রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব, বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ কিরূপে হইল।

যদি এ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়াস না পাইয়া, নিম্নলিখিত প্রকারে চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

কাশ্যপ প্রভৃতির বচনে এ বিষয়ে যে সকল বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহাতে কোনও যুগের কথা বিশেষ করিয়া লিখিত নাই; সুতরাং, সকল যুগের পক্ষে সে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ হইতেছে। এ বিষয়ে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া যে বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহা কলিযুগের পক্ষে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ হইতেছে। যখন কলিযুগের জন্যে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ স্বতন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তখন সামান্য বিধি নিষেধের সহিত বিশেষ বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধের প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক। কারণ, বিশেষ বিধি নিষেধ দ্বারা সামান্য বিধি নিষেধের বাধই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, এ বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহাদেরই ঐক্য ও অবিরোধ সম্পাদনে যত্ন পাওয়া উচিত; এবং সেই বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধ সিদ্ধ হইলেই, কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের বিবাহ বিহিত অথবা নিষিদ্ধ, তাহা স্থির হইতে পারিবেক।

প্রথমতঃ, যে সকল শাস্ত্রে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে। যথা,

আদিপুরাণ।

ঊঢায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্। (৪)

(৪) পরাশরভাষ্যধৃত।

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

ক্রতু।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।

ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥ (৪)

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলুধারণ কলিযুগে করিবেক না।

বৃহন্নারদীয়।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না।

আদিত্যপুরাণ।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।

কলিযুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।

এই রূপে আদিপুরাণ, ক্রতুসংহিতা, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে সামান্যাকারে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। (৫) কিন্তু পরাশর সংহিতাতে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে ও পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

এই রূপে পাঁচ স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে।

---

(৪) পরাশরভাষ্যধৃত।

(৫) প্রতিবাদী মহাশয়েরা দত্তাপদের বিবাহিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র; এই নিমিত্ত, এস্থলে আমিও, তাঁহাদের সন্তোষার্থে, দত্তা শব্দের বিবাহিতা অর্থ লিখিলাম।

এক্ষণে, কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে, আমার মতে এইরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যথা,—আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে বিবাহিতার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে; পরাশর অনুদ্দেশাদি স্থলে তাহার প্রতিপ্রসব করিতেছেন; অর্থাৎ আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের নিষেধ করিতেছেন; কিন্তু পরাশর, পাঁচটী স্থল ধরিয়া, কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি দিতেছেন। সুতরাং, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ থাকিলেও, পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে ঐ পাঁচ স্থলে বিবাহ হইতে পারিবেক; ঐ পাঁচ ভিন্ন অন্য স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ খাটিবেক। সামান্য বিধি নিষেধ ও বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলের নিয়মই এই যে, বিশেষ বিধি নিষেধের অতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি নিষেধ খাটিয়া থাকে। সুতরাং, পরাশর কলিযুগে যে পাঁচ স্থল উল্লেখ করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিতেছেন, তথায় ঐ বিধি প্রতিপালন করিতে হইবেক, তদতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ স্বামী দুঃশীল, দুশ্চরিত্র অথবা নির্গুণ হইলে ইত্যাদি স্থলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবেক; অর্থাৎ সেই সেই স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবেক না। এইরূপ মীমাংসা করিলে, বিধি ও নিষেধ উভয়েরই স্থল থাকিতেছে, কাহারও বৈয়র্থ্য ঘটিতেছে না। দেখ, প্রথমতঃ,

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা॥
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা। (৬)

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেষ্টাচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

---

(৬) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥ (৭)

কুলশীলবিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, যথেষ্টাচারী, চিররোগী, অথবা বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির সহিত যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাকে এবং সগোত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক। (৮)

---

(৭) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠবচন।

(৮) শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

এই বচন কি বলিয়া বাগ্দত্তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। এবচনের অর্থ এই যে, কুলশীলবিহীন ক্লীব পতিতাদিকে দত্তা হইলেও, কন্যাকে তাদৃশ ব্যক্তি হইতে হরণ করিবেক, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক, এবং সগোত্র কর্ত্তৃক ঊঢ়া কন্যাকেও হরণ করিবেক। কুলশীলহীনাদি স্থলে দত্তা পদ আছে, সুতরাং সে স্থলে বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে; কিন্তু সগোত্র কর্ত্তৃক ঊঢ়াকে হরণ করিবেক, এ স্থলে ঊঢ়া শব্দেও কি বাগ্দত্তা বুঝাইবেক। দত্তা শব্দে বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়ই বুঝাইতে পারে; কিন্তু ঊঢ়া শব্দে কোনও কালে বিবাহসংস্কৃতা ভিন্ন বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে না। যখন এই বচনের এক স্থলে স্পষ্ট ঊঢ়া শব্দ আছে, তখন স্থলান্তরের দত্তা শব্দেও বিবাহিতা বুঝিতে হইবেক। সুতরাং, এই বচন বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়ে ঘটিতেছে, বাগ্দত্তার বিষয়ে ঘটিতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত বিধবাবিবাহবাদ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই বচনের অর্থ লিখেন নাই, কিন্তু বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে সংবাদজ্ঞানোদয় পত্রে যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই বচনের নিম্ননির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। যথা,

বাগ্দানানন্তর, বরের কুল নাই শ্রবণ করিলে, ও শীলতা নাই শ্রবণ করিলে, ও পণ্ডাদি দোষ জ্ঞাত হইলে, ও পতিত জ্ঞাত হইলে, ও অপস্মারি ও পতিত জানিতে পারিলে, ও কোনও রোগবিশিষ্ট জ্ঞান হইলে, ও বেশধারী অর্থাৎ নেটো জানিতে পারিলে, ও সগোত্র জ্ঞান হইলে, সেই কন্যাকে পিতা অন্য বরকে দিবেন ইতি তাৎপর্য্যার্থ।

এ স্থলে ন্যায়রত্ন মহাশয়, সগোত্রোঢ়াশব্দের ঊঢ়া শব্দটী গোপনে

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ (৯)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

এই রূপে, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ ও নারদ যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া, সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীল-হীন, যথেষ্টাচারী, চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্ত্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে, অথবা মরিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন। তৎপরে,

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎ-পাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥

কলিযুগে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তা কন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলুধারণ করিবেক না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।

কলিযুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।

এই রূপে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যতঃ কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ করিতেছেন। তদনন্তর পরাশর,

---

রাখিয়া, কেবল সগোত্র এই মাত্র অর্থ লিখিয়াছেন। যদি ভ্রমক্রমে সগোত্রোঢ়া শব্দের সগোত্র এই অর্থ লিখিয়া থাকেন, তবে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। কিন্তু, যদি অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার বাসনায়, ইচ্ছা পূর্ব্বক ঊঢ়া শব্দ গোপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে।

(৯) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

পাঁচটী স্থল ধরিয়া, আদিপুরাণ প্রভৃতিকৃত সামান্য নিষেধের প্রতিপ্রসব করিতেছেন, অর্থাৎ পাঁচ স্থলে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন ; প্রথমতঃ, কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তা মুনির বচনে, কয়েক স্থলে, সামান্যতঃ, সকল যুগের পক্ষে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল। তৎপরে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, সামান্যাকারে, কলিযুগের পক্ষে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। তদনন্তর, পরাশরসংহিতাতে, অনুদ্দেশাদি পাঁচটী স্থল ধরিয়া, কলিযুগের পক্ষে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে। সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান্ হয়, অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে। প্রথমতঃ, কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা, সামান্যতঃ, কোনও যুগের উল্লেখ না করিয়া, কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। ঐ বিধি, সামান্যতঃ, সকল যুগের পক্ষেই খাটিতে পারিত। কিন্তু, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, কলিযুগের উল্লেখ করিয়া, নিষেধ হইয়াছিল ; সুতরাং, ঐ নিষেধ কলিযুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ। এই নিমিত্ত, কাত্যায়ন প্রভৃতির সামান্য বিধি, কলিযুগে না খাটিয়া, কলিযুগ ভিন্ন অন্য তিন যুগে খাটিয়াছে। এবং আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, স্থলবিশেষের উল্লেখ না করিয়া, কলিযুগে সামান্যতঃ সকল স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। কিন্তু পরাশর, অনুদ্দেশাদি পাঁচটী স্থল ধরিয়া, কলিযুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন ; সুতরাং, পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত, আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্য স্থলে খাটি-বেক। অর্থাৎ, স্বামী পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেষ্টাচারী,

চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, প্রব্রজিত, মৃত, সগোত্র, দাস, অন্য-জাতীয় ইত্যাদির মধ্যে অনুদ্দেশ, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব, পতিত এই পাঁচ স্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি খাটিবেক; তদতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ কুলশীলহীন, যথেষ্টাচারী, চিররোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় ইত্যাদি স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ খাটিবেক।

সামান্য বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক।

এস্থলে, বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু,

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া॥ (১০)

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চ যজ্ঞ, ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম করিবেক না, অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক।

এস্থলে, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও, জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে। অর্থাৎ, জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে, অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে, বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে।

কিঞ্চ,

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১০৩॥ (১১)

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা-বন্দন না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক।

---

(১০) শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালিবচন।

(১১) মনুসংহিতা। ২ অধ্যায়।

কিন্তু,

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ (১২)

সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না; করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়।

দেখ, মনুসংহিতাতে, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, সন্ধ্যাবন্দনের নিত্য বিধি ও তদতিক্রমে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ দ্বারা সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে। অর্থাৎ, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অনুসারে, সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে।

বেদে নিষেধ আছে,

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।

কোনও জীবের প্রাণ হিংসা করিবেক না।

কিন্তু বেদের অন্যান্য স্থলে বিধি আছে,

অশ্বমেধেন যজেত।

অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করিবেক।

পশুনা রুদ্রং যজেত।

পশু বধ করিয়া রুদ্রযাগ করিবেক।

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।

পশু বধ করিয়া অগ্নি ও সোম দেবতার যাগ করিবেক।

বায়ব্যং শ্বেতমালভেত।

শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া, বায়ু দেবতার যাগ করিবেক।

দেখ, বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, অন্যান্য স্থলের বিশেষ বিধি দ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ, বিশেষবিধিবলে অশ্বমেধ রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,

---

(১২) তিথিতত্ত্বধৃত ব্যাসবচন।

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।

অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥ ৫। ৪১॥

মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম, এই কয়েক স্থলেই পশু হিংসা করিবেক, অন্যত্র করিবেক না।

অর্থাৎ এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসা করিবেক, এতদতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ শাস্ত্র অনুসারে পশুহিংসা করিবেক না।

দেখ, যেমন এই সকল স্থলে, সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে, এবং তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে, সেইরূপ, সামান্যাকারে কলিযুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ থাকিলেও, পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে, অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থলে, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত হইতেছে। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ আছে, পরাশরসংহিতাতে পাঁচটী স্থল ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে; সুতরাং, এই পাঁচ ব্যতিরিক্ত স্থলে বিবাহের নিষেধ খাটিবেক। এ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে, এইরূপ মীমাংসা করাই সর্ব্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

২—পরাশর বচন

কলিযুগবিষয়, যুগান্তর বিষয় নহে।

মাধবাচার্য্য, পরাশরসংহিতার বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিষয়ক বচনের ব্যাখ্যা লিখিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ। তথাচাদিপুরাণম্
ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুমিতি॥

পরাশরের এই পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হইবেক, যে হেতু আদিপুরাণে কহিতেছেন, বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, এবং কমণ্ডলু-ধারণ, কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, মাধবাচার্য্য এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত কি না। এ স্থলে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য কি, তাহাই সংহিতার অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্য্যের আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সংহিতা।

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥

অনন্তর, এই হেতু, ঋষিরা পূর্ব্ব কালে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারুবনস্থিত আশ্রমে একাগ্র মনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! এক্ষণে কলিযুগ বর্ত্তমান, এই যুগে কোন ধর্ম্ম, কোন শৌচ ও কোন আচার মনুষ্যের হিতকর, তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন।

ভাষ্য।

বর্ত্তমানে কলাবিতি বিশেষণাৎ যুগান্তরধর্ম্মজ্ঞানানন্তর্য্যম্।

অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, ঋষিরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য।

অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদেকদেশাধ্যায়িনো নাশেষধর্ম্মজ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তরধর্ম্মমবগত্য ন কলিধর্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি।

এই হেতু ইহার অর্থ এই যে, যে হেতু একদেশ অধ্যয়ন করিলে অশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না, এবং অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম জানিলে কলিধর্ম্ম জানা হয় না, এই হেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কলিযুগের আরম্ভ হইলে পর, ঋষিরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, পরিশেষে কলিযুগের ধর্ম্ম অবগত হইবার বাসনায়, ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া, কলিধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সংহিতা।

তৎ শ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সশিষ্যোঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥

শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত, অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য তেজস্বী, শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ, মহাতেজা ব্যাস ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে ধর্ম্ম বলিব; এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন।

ভাষ্য।

নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্যায়মাশয়ঃ সম্প্রতি কলিধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে তত্র ন তাবদহং স্বতঃ কলিধর্ম্মতত্ত্বং জানামি অস্মৎপিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে। যদি পিতৃপ্রসাদান্মম তদভিজ্ঞানং তর্হি স এব পিতা প্রষ্টব্যঃ নহি মূলবক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকা যুজ্যত ইতি।

আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি, ব্যাসদেবের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রতি তোমরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু আমি পিতার নিকট কলিধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াছি। এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ। এই নিমিত্তই, কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ, অর্থাৎ পরাশরপ্রণীত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম, ইহা পরে বলিবেন। যখন আমিও পিতার প্রসাদেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছি, তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে, পরম্পরা স্বীকার করা উপযুক্ত নয়।

ভাষ্য।

এবকারেণান্যস্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্ত্যন্তে। যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশরস্যাস্মিন্ বিষয়ে তপোবিশেষবলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ। যথা কাণ্বমাধ্যন্দিনকাঠককৌথুমতৈত্তিরীয়াদি-শাখাসু কাণ্বাদীনামসাধারণত্বং তদ্বদত্রাবগন্তব্যম্। কলিধর্ম্মসম্প্রদায়ো-পেতস্যাপি পরাশরসুতস্য যদা তদ্ধর্ম্মরহস্যাভিবদনে সঙ্কোচঃ তদা কিমু বক্তব্যমন্যেষামিতি।

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে, অন্য স্মৃতি-কর্ত্তাদিগের নিবারণ হইতেছে। যদিও মনুপ্রভৃতি কলিধর্ম্মজ্ঞ বটেন; তথাপি, তপস্যাবিশেষ প্রভাবে, পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ। যেমন, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, কাঠক, কৌথুম, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে কাণ্ব প্রভৃতি কতিপয়ের প্রাধান্য আছে, সেইরূপ কলিধর্ম্ম বিষয়ে, সমস্ত স্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে, পরাশরের প্রাধান্য আছে। ব্যাসদেব, কলিধর্ম্মের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াও, যখন পরাশরসত্ত্বে স্বয়ং কলিধর্ম্মকথনে সঙ্কুচিত হইতেছেন, তখন অন্য ঋষিদিগের কথা আর কি বলিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে মনুপ্রভৃতি সকল স্মৃতিকর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ, এবং পরাশরস্মৃতি কলিধর্ম্ম-নিরূপণের প্রধান শাস্ত্র।

সংহিতা

যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহং বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব॥

হে ভক্তবৎসল পিতঃ! যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন,

এবং আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন ; আমি আপনকার অনুগ্রহপাত্র।

এই রূপে, ব্যাসদেব, ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য

ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র কো ধর্ম্মো ভবতা বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিতং পরিশেষয়িতুমুপন্যস্যতি।

সংহিতা

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদঙ্গিরসস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈব চ॥
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥

মনুপ্রভৃতিনিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে তুমি কোন ধর্ম্ম জানিতে চাও, যেন পরাশর ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া, ব্যাস জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন,

আমি আপনকার নিকট মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বিস্মৃত হই নাই। সে সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম।

ভাষ্য

ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি।

সংহিতা

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥

এক্ষণে, ব্যাসদেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সকল ধর্ম্ম সত্যযুগে জন্মিয়াছিল, কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে; অতএব, আপনি চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

ভাষ্য

বিষ্ণুপুরাণে

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।

আদিপুরাণেঽপি

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ কলৌ যুগে।
পাপপ্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরাস্তথা॥

অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রয়াসসাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মোঽত্র বুভুৎসিতঃ।

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, কলি যুগে মনুষ্যের চারি বর্ণের ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না।

আদিপুরাণেও কহিয়াছেন, সত্যযুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না; যেহেতু, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

কলিযুগে কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব; এই নিমিত্ত, পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, মনুপ্রভৃতিনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম; কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসাধ্য; এই নিমিত্ত, ব্যাসদেব পরাশরকে, মনুষ্যেরা কলিযুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে, এরূপ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সংহিতা

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যাসদেবের প্রার্থনা শুনিয়া, পুত্রবৎসল পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সংহিতা

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।

পরাশরেরও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়।

ভাষ্য

পরাশরগ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ।

কলিযুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে; যে হেতু, সকল কল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য; কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে মান্য করিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য, এবং কলিযুগের ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মত প্রধান।

এক্ষণে, সকলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরাশরের যে কয়েকটি বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কয়েকটি আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল, তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

এই রূপে, যখন কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে, তখন ঐ সংহিতার আদ্যোপান্ত গ্রন্থই যে কলিধর্ম্মনির্ণায়ক, তাহা সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক। আর, সমুদায় গ্রন্থ কলিধর্ম্মনির্ণায়ক স্বীকার করিয়া, কেবল বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বচনটিকে অন্য যুগের বিষয়ে বলা কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যখন কলিযুগের আরম্ভ হইলে পর ঋষিরা,

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, কলিযুগের ধর্ম্ম ও আচার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরাশর, আদ্যোপান্ত কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যে কলিভিন্ন অন্য অন্য অতীত যুগের কেবল একটি ধর্ম্ম বলিবেন, ইহা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। অতএব, পরাশর বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ যে কেবল কলিযুগের নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে মাধবাচার্য্যই নিজে, বচনের আভাস দিয়া ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনিরূপণ করা পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, এই মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং, যাহা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, এবং মাধবাচার্য্যেরই নিজ আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যারও অনুযায়ী নহে, এরূপ ব্যবস্থাকে কি রূপে সঙ্গত বলা যাইতে পারে।

মাধবাচার্য্য বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন, বিবাহবিষয়ক বচনকে যুগান্তরবিষয় বলিলে, ঐ তিন আভাসও কোনও ক্রমে সংলগ্ন হয় না। যথা,

কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন,

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে ইত্যাদি।

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন,

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ইত্যাদি।

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন,

মনুষ্যশরীরে ইত্যাদি।

মাধবাচার্য্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম, কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কলিযুগের ধর্ম্ম; সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের কোনও সংস্রব থাকিতেছে না। অর্থাৎ, পরাশর স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাভিপ্রায়ে; কলিযুগের বিধবাদিগের নিমিত্ত, কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের বিধান করিয়াছেন। যদি যুগান্তর বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া, মাধবাচার্য্য কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসক্তিই না রাখিলেন, তবে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া,

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে অধিক ফল, ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক বচনের এই আভাস কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। মাধবাচার্য্যমতে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য কলিযুগের ধর্ম্ম। সুতরাং, কলিযুগে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত; পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল; সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল; এই তিন কথার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই তিনই যে এক যুগের বিষয়ে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। অতএব, যদি পুনর্ব্বার বিবাহকে কলিধর্ম্ম না বলিয়া যুগান্তরের ধর্ম্ম বল, ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকেও যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক। আর, ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকে কলিধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, পুনর্ব্বার বিবাহকেও কলিধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক। নতুবা, এরূপ পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়ত্রয়ের একটিকে যুগান্তরবিষয় বলা, আর অপর দুটিকে কলিযুগবিষয় বলা, নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। ফলতঃ, মাধবাচার্য্য, বিবাহবিধিকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায় দূরে থাকুক, আপনি যে আভাস দিলেন, তাহাই পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হইল কি না, এ অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

মাধবাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, কলিযুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মনিরূপণই অভিপ্রেত। পরাশরও, বিবাহ অনায়াসসাধ্য বলিয়া, সর্ব্বসাধারণ বিধবার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তৎপরে, ব্রহ্মচর্য্য তদপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, সে স্বর্গে যাইবেক, এই বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহক্ষম স্ত্রীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সহগমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী সহগমন করিবেক, সে অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিবেক, এই বলিয়া সর্ব্বশেষে সহগমনসমর্থ স্ত্রীর পক্ষে সহগমনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্ম্মকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট দুই কষ্টসাধ্য ধর্ম্মকে কলি-

যুগের পক্ষে রাখিয়াছেন। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলিযুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মনিরূপণই অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্যের এই কথা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ, যে কলিকালের লোকের ক্ষমতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের লোকের অপেক্ষা, কত শত অংশে হ্রাস হইয়া গিয়াছে, কষ্টসাধ্য দুই ধর্ম্মকে সেই কলিকালের পক্ষে রাখিলেন, আর অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মটি যুগান্তরবিষয়, কলিযুগের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, এই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকদিগের অধিক ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা যে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে অধিকারী ছিলেন, সেই অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে কলিযুগের অল্পক্ষমতাশালী লোকে অধিকারী নহেন, এ অতি বিচিত্র কথা। বস্তুতঃ, যখন কলিযুগের লোকদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকদিগের অপেক্ষা, অনেক ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এবং যখন পরাশর, কলিযুগের ধর্ম্ম লিখিতে আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণ বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্ম্মের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তখন বিবাহধর্ম্ম সেই কলিযুগের বিধবার জন্যে অভিপ্রেত নহে, এই ব্যবস্থা কোনও মতেই যুক্তিমার্গানুসারিণী, অথবা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়িনী, হইতে পারে না।

পরাশরবচনের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, তাহা ভট্টোজিদীক্ষিতের লিপি দ্বারাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

> নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদিপরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থপ্রণয়নাৎ। (১৩)

নষ্টে মৃতে এই পরাশরবচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কারণ কলিযুগের

(১৩) চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা। বিবাহপ্রকরণ।

অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতা সঙ্কলন করা হইয়াছে।

মাধবাচার্য্যের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায়বিরুদ্ধ এবং স্বয়ং তিন বচনের যে আভাস দিয়াছেন তাহারও বিরুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতেছে না। এক্ষণে তিনি, যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারও বলাবল বিবেচনা করা আবশ্যক; তাহা হইলে, ঐ ব্যবস্থা কত দূর সঙ্গত, তাহা প্রতীয়মান হইবেক।

পরাশরের বিবাহবিষয়ক বচন যে অন্য যুগের বিষয়ে, কলিযুগের বিষয়ে নহে, ইহা মাধবাচার্য্য সংহিতার অভিপ্রায়, বা বচনের অর্থ, অথবা তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই; কেবল আদিপুরাণের এক বচন অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই বোধ হয়, যদিও পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং যদিও তাহাতে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে; কিন্তু আদিপুরাণে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব, পরাশরের ঐ বিধিকে কলিযুগের বিষয়ে না বলিয়া যুগান্তরবিষয়ে বলিতে হইবেক। কিন্তু ইহাতে দুই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ, আদিপুরাণের নাম দিয়া যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদিপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ কর, ঐ বচন দেখিতে পাইবে না। বিশেষতঃ, আদিপুরাণ যে প্রণালীতে সঙ্কলিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঐরূপ বচন তন্মধ্যে থাকাই অসম্ভব। সুতরাং, মাধবাচার্য্যের ধৃত বচন অমূলক বোধ হইতেছে। অমূলক বচন অবলম্বন করিয়া, যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐ ব্যবস্থা কি রূপে প্রামাণিক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই ঐ বচনকে আদিপুরাণের বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তদ্দৃষ্টে পরাশরবচনের সঙ্কোচ করা উচিত কর্ম্ম হয় নাই। প্রথমতঃ, পরাশরসংহিতা স্মৃতি, আদিপুরাণ পুরাণ। প্রথম পুস্তকে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, (১৪) স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই বলবতী হইবেক; অর্থাৎ, সে স্থলে, পুরাণের মত গ্রাহ্য না করিয়া, স্মৃতির মতই গ্রাহ্য করিতে হইবেক। তদনুসারে, পুরাণের বচন দেখিয়া, স্মৃতিবচনের সঙ্কোচ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ,

---

(১৪) ১৪ পৃষ্ঠ দেখ।

পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, (১৫) তদনুসারে সামান্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেও, আদিপুরাণের বচনানুসারে পরাশরবচনের সঙ্কোচ না হইয়া, পরাশরের বচনানুসারে আদিপুরাণের বচনেরই সঙ্কোচ করা সম্যক্ সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ হয়। আদিপুরাণের বচন সামান্য শাস্ত্র, পরাশরবচন বিশেষ শাস্ত্র। সামান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের বাধ অথবা সঙ্কোচ না হইয়া, বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

অতএব দেখ, মাধবাচার্য্য পরাশরের বিবাহবিধিকে যে যুগান্তর-বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রথমতঃ সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতেছে; দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং যে আভাস দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে; তৃতীয়তঃ, যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অমূলক হইতেছে; চতুর্থতঃ, ঐ প্রমাণ সমূলক হইলেও, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতি প্রধান এই ব্যাসকৃত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে; পঞ্চমতঃ, বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয়, এই সর্ব্বসম্মত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকারেই যুগান্তর-বিষয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইতেছে।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ বিবেচনা না করিয়া, গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য অতিপ্রধান পণ্ডিতও বটে এবং সর্ব্বপ্রকারে মান্যও বটে; কিন্তু তিনি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ছিলেন না, এবং তাঁহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রমাণ হয় না। যে যে স্থলে তদীয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তদুত্তরকালের গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,

যত্তু মধাবঃ যস্তু বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎ পুরা।
ন ক্বাপ্যন্বাহিতঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ
কর্কভাষ্যদেবজানীশ্রীঅনন্তভাষ্যাদিসকলতচ্ছাখায়গ্রন্থ-
বিরোধাদ্বহ্বনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্। (১৫)

---

(১৫) ২৬ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি ৩৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দৃষ্টি কর।

(১৫) নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। ইষ্টিনির্ণয় প্রকরণ।

মাধবাচার্য্য যাহা কহিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য ; যেহেতু, কর্কভাষ্য, দেবজানী, শ্রীঅনন্তভাষ্য প্রভৃতি বাজসনেয় শাখা সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার মতের বিরুদ্ধ ও অনেকের অনাদৃত।

মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। (১৬)

মাধবাচার্য্য, সামান্য বাক্য অনুসারে নির্ণয় করিতে গিয়া, ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু *মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা* সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। (১৭)

মাধবাচার্য্য এই ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু বস্তুতঃ এ ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া, এইরূপ ব্যবস্থাই গ্রাহ্য করিতে হইবেক।

ননু মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ। সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রতমিদং স্মৃতম্। আরম্ভে নবরাত্রস্যেত্যাদি স্কান্দাৎ মাধবোক্তেশ্চ নক্তমেব প্রধানমিতি চেৎ ন নবরাত্রোপ-বাসতঃ ইত্যাদেরনুপপত্তেঃ। (১৮)

যদি বল, স্কন্দপুরাণে আছে এবং মাধবাচার্য্যও কহিয়াছেন, অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল ; তাহা হইলে, অন্যান্য শাস্ত্রের উপপত্তি হয় না।

অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধ-গামিন্যান্তু প্রাতস্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমাধবাদয়ো ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণে-ত্যাদি সামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়বিধবাক্য-বৈয়র্থ্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ (১৯)।

---

(১৬) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ভাদ্রনির্ণয় প্রকরণ।
(১৭) নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। একাদশীনির্ণয় প্রকরণ।
(১৮) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আশ্বিননির্ণয় প্রকরণ।
(১৯) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ফাল্গুননির্ণয় প্রকরণ।

হেমাদ্রি মাধবাচার্য্য প্রভৃতি এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে, যে হেতু উভয়বিধ বাক্যের বৈয়র্থ্য দুর্নিবার হইয়া উঠে।

নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তা-দিবচনাদ্দিবাপারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি সংবৎসরপ্রদীপ-ধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশ্যপি তৎ কার্য্যং বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। (২০)

যদি বল অনন্তভট্ট ও মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা ভাল, তাহা হইলে অন্যান্য শাস্ত্র নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাদের আর স্থল থাকে না।

দেখ, কমলাকরভট্ট ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও, তাহাই মান্য করিয়া, তদনুসারে চলিতে হই-বেক, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে।

---

(২০) তিথিতত্ত্ব। জন্মাষ্টমী প্রকরণ।

৩—পরাশরের

বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ মনুবিরুদ্ধ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরাশর নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পক্ষে যে বিধি দিয়াছেন, যদি তাহা যথার্থই বিবাহের বিধি হয়, তথাপি মনুবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না; যে হেতু বৃহস্পতি কহিয়াছেন,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

এই বৃহস্পতিবচন দ্বারা মনুর প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কথিত আছে,

মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।

মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ।

এ স্থলেও, বেদে মনুস্মৃতিকে মহৌষধ অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব পরাশরের বিবাহবিধি যখন সেই মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে, তখন তাহা কিরূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই আপত্তি বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না; কারণ বৃহস্পতি, যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া, মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর মনু-সংহিতাকে সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন; সুতরাং, বৃহস্পতিবচনে বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলেও, পরাশরবচনের সহিত

ঐক্য করিয়া, মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা সত্যযুগের বিষয়ে বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, সত্যযুগে মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি ছিল, এবং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে, অন্যান্য স্মৃতি অপ্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং অগ্রাহ্য, হইত। নতুবা, কলিযুগেও, মনুস্মৃতির বিপরীত হইলে, অন্যান্য স্মৃতি অগ্রাহ্য হইবেক, এরূপ নহে। বরং বিষয়বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইতেছে, এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

মনু কহিয়াছেন,

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। ৯। ৯৪।

যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর, সে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। কিংবা যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর, সে অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কালনিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

এ স্থলে মনু বিবাহের দুই প্রকার কালনিয়ম করিতেছেন, এবং এই দ্বিবিধ কালনিয়ম লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তাহাও কহিতেছেন।

কিন্তু অঙ্গিরা কহিয়াছেন,

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥ (২১)

অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলে, নববর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী বলে, দশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলে; তৎপরে কন্যাকে রজস্বলা বলে। অতএব, দশম বৎসর উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতেরা যত্নশীল হইয়া কন্যা দান করিবেন, তখন আর কালদোষজন্য দোষ নাই।

এ স্থলে, অঙ্গিরা অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, এবং দশম বৎসরে, কালদোষ পর্য্যন্ত গণনা না করিয়া,

(২১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

যত্নশীল হইয়া, কন্যার বিবাহ দিতে কহিতেছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে, কি চব্বিশ বৎসর, কি ত্রিশ বৎসর, কোনও কালনিয়মই রাখিতেছেন না। এক্ষণে বিবেচনা কর, অঙ্গিরার স্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু দ্বাদশ ও অষ্টম বর্ষকে কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া বিধি দিতেছেন, এবং তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, বলিতেছেন। কিন্তু অঙ্গিরা অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিতেছেন, এবং দশম বৎসরে, কালাকাল বিবেচনা না করিয়া, যত্ন পাইয়া কন্যার বিবাহ দিবার বিধি দিতেছেন। ইঁহার মতে দ্বাদশ বর্ষ কোনও মতেই বিবাহের প্রশস্ত কাল হইতেছে না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এ স্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি অঙ্গিরার মতানুসারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে মনুর মত আদরণীয় হইতেছে না। মনুর মতানুসারে চলিতে গেলে, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ত্রিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, ও অষ্টবর্ষীয়া কন্যার চব্বিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, বিবাহ দিতে হয়, নতুবা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইদানীং কাহাকেই বিবাহকালে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। বরং অষ্টম বর্ষ, নবম বর্ষ, দশম বর্ষ বিবাহের প্রশস্ত কাল, অঙ্গিরার এই মতানুসারেই সকলকে চলিতে দেখা যাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, বিবাহস্থলে মনুর মত, আদরণীয় না হইয়া, তদ্বিরুদ্ধ অঙ্গিরার মতই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন

এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্ ॥ ৯। ১৬৩ ॥
ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥ ৯। ১৬৪ ॥
ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্থস্য ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশভাগিনঃ ॥ ৯। ১৬৫।

এক ঔরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী; সে দয়া করিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেক। কিন্তু ঔরস পিতৃধন বিভাগকালে ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। ঔরস আর ক্ষেত্রজ পুত্র পিতৃধনের অধিকারী। দত্তকাদি

আর দশবিধ পুত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে, গোত্রভাগী ও ধনাংশ-ভাগী হইবেক।

যদি এক ব্যক্তির ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র থাকে, তাহা হইলে ঔরস, ক্ষেত্রজকে পৈতৃক ধনের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্র প্রদান করিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধন গ্রহণ করিবেক; দত্তক প্রভৃতিকে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দিবেক। আর যদি ঔরস পুত্র না থাকে ক্ষেত্রজ পুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। ক্ষেত্রজ না থাকিলে, দত্তক সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। এই রূপে মনু ঔরসাদি বহুবিধ, পুত্রসত্ত্বে, ঔরসকে সমস্ত পৈতৃক ধনের স্বামী, ক্ষেত্রজকে কেবল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্রের অধিকারী এবং দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী কহিতেছেন, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্রের অধিকার বিধান করিতেছেন।

কিন্তু কাত্যায়ন কহিয়াছেন

উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ সুতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ॥

ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তকাদি পুত্রেরা পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ পাইবেক, অসজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক।

এ স্থলে, কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতির পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশে অধিকার, আর অসজাতীয়দিগের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে অধিকার, বিধান করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর, কাত্যায়নস্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু কেবল ক্ষেত্রজকে ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবার অনুমতি করিতেছেন, দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র। কিন্তু কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, পৌনর্ভব প্রভৃতি সকলকেই তৃতীয়াংশ দিবার বিধি দিতেছেন। মনুমতে ঔরসসত্ত্বে দত্তক পুত্র গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী (২২); কাত্যায়নমতে ঔরসসত্ত্বে দত্তক পৈতৃকধনের

---

(২২) কিন্তু দত্তক যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয় তাহা হইলে ঔরস সত্ত্বেও পিতৃধনের অংশভাগী হইতে পারে। যথা,

উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্রিমঃ।
স হরেতৈব তদ্রিক্‌থং সম্প্রাপ্তোঽপ্যন্যগোত্রতঃ। ৯। ১৪১।

তৃতীয়াংশাধিকারী। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এ স্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন, কি কাত্যায়নের মতানুসারে। আমার বোধ হয়, এস্থলে, মনুস্মৃতি আদরণীয় না হইয়া, মনুবিরুদ্ধ কাত্যায়নস্মৃতিই গ্রাহ্য হইতেছে। অর্থাৎ এক্ষণে ঔরসসত্ত্বে দত্তক, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র না পাইয়া, পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতিবচনের এরূপ তাৎপর্য্য হয় যে, কলিযুগেও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, তাহা হইলে এ স্থলে কাত্যায়নস্মৃতি কি রূপে গ্রাহ্য হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন,

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥ ৯। ৬৯॥
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥ ৯। ৭০॥
ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দ্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥ ৯। ৭১॥

বাগ্দান করিলে পর, বিবাহের পূর্ব্বে, যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়; তাহাকে তাহার দেবর এই বিধানে বেদন (২৩) করিবেক। বৈধব্যলক্ষণধারিণী সেই কন্যাকে দেবর যথাবিধানে বেদন করিয়া, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ঋতুকালে এক এক বার নির্জ্জনে গমন করিবেক। বিচক্ষণ ব্যক্তি, কাহাকেও কন্যা দান করিয়া, বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে, সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য বরে দান করিবেক না। এক জনকে এক বার দিয়া পুনরায় অন্য বরে দিলে, কন্যাহরণ জন্য দোষভাগী হয়।

এ স্থলে মনু, বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান নিষেধ করিতেছেন; এবং দেবর দ্বারা যথাবিধানে একমাত্র পুত্রোৎপাদনের বিধি দিতেছেন; আর পুত্র উৎপন্ন হইলে পর, শুক্লবস্ত্রা, শুচিব্রতা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণের বিধান করিতেছেন। সুতরাং মনুর মতে, বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না। স্বামীর বংশরক্ষার্থে, দেবর দ্বারা

(২৩) নিয়োগধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ।

যথাবিধানে একমাত্র পুত্র লাভ করিয়া, সেই কন্যাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যা-চরণ করিতে হয়।

কিন্তু বশিষ্ঠ কহিয়াছেন

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ (২৪)

জলস্পর্শ পূর্ব্বক এবং বাক্য দ্বারা দান করিলে পর, যদি বরের মৃত্যু হয়, এবং মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিবাহ না হইয়া থাকে; তাহা হইলে, সেই কন্যা পিতারই থাকিবেক। যদি কন্যা বাগদত্তা মাত্র হইয়া থাকে, মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা না হয়; তাহা হইলে, তাহাকে বিধি পূর্ব্বক অন্য বরে সম্প্রদান করিবেক। কেবল বাগদান দ্বারা তাহার কন্যাত্ব যায় না।

এ স্থলে, বশিষ্ঠ, বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার কন্যাত্ব রাখিয়া, পুনরায় যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার বিধি দিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর, বশিষ্ঠস্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু, বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান নিষেধ করিতেছেন এবং দেবর দ্বারা একমাত্র পুত্রোৎ-পাদন ও তদনন্তর যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণের বিধি দিতেছেন। কিন্তু বশিষ্ঠ পুনরায় যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার বিধি দিতেছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এ বিষয়ে লোকে মনুস্মৃতি অনুসারে চলিতেছেন, কি মনুবিরুদ্ধ বশিষ্ঠস্মৃতি গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে চলিতেছেন। আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে বশিষ্ঠস্মৃতিই গ্রাহ্য ও তদনুযায়ী ব্যবহার চলিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ, বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে, বরের মৃত্যু হইলে, লোকে বশিষ্ঠের বিধান অনুসারে পুনরায় তাহাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিয়া থাকে; মনুর মতানুসারে পাত্রান্তরে সম্প্রদান না করিয়া, যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণ করায় না।

অতএব, যখন কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কলিযুগে বিষয়-

(২৪) ১৭ অধ্যায়।

বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে, এবং যখন পরাশরও মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন, তখন মনুসংহিতার বৃহস্পতিপ্রোক্ত সর্ব্বপ্রাধান্য ও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা অগত্যা সত্যযুগবিষয়ে বলিতে হইবেক। নতুবা, পরাশরসংহিতার মীমাংসা অনুসারে, যুগভেদে এক এক সংহিতার প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, সকল যুগেই মনুস্মৃতির সর্ব্বপ্রাধান্য ব্যবস্থাপিত করিলে, বৃহস্পতিবচন নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। কারণ, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে ইদানীং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি, অপ্রশস্ত না হইয়া, বিলক্ষণ প্রশস্তই হইতেছে। সুতরাং,

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

এ কথা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। আর,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মনু বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব মনু প্রধান।

এ কথাই বা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ, মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি কি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই। তাঁহারা কি বেদবিরুদ্ধ কপোলকল্পিত বিষয় সকল স্ব স্ব সংহিতাতে সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বেদ জানিতেন না, তাহাও নহে; এবং স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই, তাহাও নহে। মনু স্বীয় সংহিতাতে যেরূপ বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরপ্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারাও স্ব স্ব সংহিতাতে, সেইরূপ, বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; তাহার কোনও সংশয় নাই। সুতরাং, যে বেদার্থ সঙ্কলনরূপ হেতু দর্শাইয়া, বৃহস্পতি মনুস্মৃতির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছেন; সেই বেদার্থসঙ্কলনরূপ হেতু যখন সকল সংহিতাতেই সমান বর্ত্তিতেছে; তখন মনু প্রধান, অন্যান্য সংহিতাকর্ত্তারা অপ্রধান, এ ব্যবস্থা কি রূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, যে হেতুতে এক সংহিতা প্রধান হইতেছে, সেই হেতু সত্ত্বেও, অন্যান্য সংহিতা অপ্রধান হইবে কেন। ফলতঃ, লোকে যখন সকল ঋষিকেই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং যখন সকল

ঋষিই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; তখন সকল ঋষিকেই সমান জ্ঞান করিতে হইবেক। সকল সংহিতাকর্ত্তাকে সমান জ্ঞান করিতে হইবেক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত নহে। মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে এই মীমাংসাই করিয়াছেন। যথা,

অস্তু বা কথঞ্চিন্মনুস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মৃতেঃ কিমায়াতং তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং ক্বচিদ্বেদঃ প্রখ্যাপয়তি তস্মাত্তদীয়স্মৃতের্দুর্নিরূপং প্রামাণ্যম্।

ভাল, মনুস্মৃতির প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশরস্মৃতির কি হইবে; কারণ, বেদে কোনও স্থলে, মনুর ন্যায়, পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন না। অতএব পরাশরস্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করা কঠিন।

এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া, মাধবাচার্য্য মীমাংসা করিতেছেন,

নচ পরাশরমহিম্নোঽশ্রৌতত্বং স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্য ইতি শ্রুতৌ পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্য ব্যাসস্য স্তুতত্বাৎ। যদা সর্ব্বসম্প্রতিপন্নমহিম্নো বেদব্যাসস্যাপি স্তুতয়ে পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্যতে তদা কিমু বক্তব্যমচিন্ত্যমহিমা পরাশর ইতি। তস্মাৎ পরাশরোঽপি মনুসমান এব। এষ এব ন্যায়ো বশিষ্ঠাত্রিযাজ্ঞবল্ক্যাদিষু যোজনীয়ঃ।

বেদে পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ নহে; পরাশরপুত্র ব্যাস বলিয়াছেন, এ স্থলে বেদে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন। বেদব্যাসের মহিমা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; যখন পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে, তখন পরাশরের যে অচিন্তনীয় মহিমা, এ কথা আর কি বলিতে হইবেক। অতএব, পরাশরও মনুর সমান, সন্দেহ নাই; বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতেও এই যুক্তি যোজনা করিতে হইবেক। অর্থাৎ বেদে তাঁহাদেরও মহিমা কীর্ত্তন আছে, সুতরাং তাঁহারাও মনুর সমান।

অতএব, যখন সকল সংহিতাকর্ত্তা ঋষিই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকেন; যখন সকলেই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন

করিয়াছেন; এবং যখন বেদেও সকলের মহিমা কীর্ত্তন্ আছে; তখন সকল ঋষিই সমান মান্য, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে বিশেষ এই, যুগভেদে এক এক সংহিতা প্রধান রূপে পরিগণিত হইবেক, এইমাত্র। সত্যযুগে মনুসংহিতা প্রধান, ত্রেতাযুগে গোতমসংহিতা প্রধান, দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিতসংহিতা প্রধান, কলিযুগে পরাশরসংহিতা প্রধান। অতএব, যখন মনুসংহিতা এবং পরাশরসংহিতা ভিন্ন ভিন্ন যুগের শাস্ত্র হইল; তখন উভয়ের পরস্পর বিরোধপ্রসক্তিই কি রূপে থাকিতে পারে।

যাহা প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইতেছে, মনুসংহিতা সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র, পরাশরসংহিতা কলিযুগের প্রধান শাস্ত্র; সুতরাং এ উভয়ের পরস্পর বিরোধপ্রসক্তিই নাই; বৃহস্পতি যে মনুসংহিতার সর্ব্বপ্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা কহিয়াছেন, তাহা সত্যযুগের বিষয়ে; আর ইদানীন্তন কালে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং, পরাশরোক্ত বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ হইলেও, কলিযুগে গ্রাহ্য হইবার কোনও বাধা নাই।

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ মনুসংহিতার অথবা অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না।

মনু কহিয়াছেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে। ৯। ১৭৫।

যে নারী, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন,

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। (২৫)

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

---

(২৫) ১৫ অধ্যায়।

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ॥ ১। ৬৭।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন,

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং
পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। (২৬)

যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা পতির মৃত্যু হইলে, অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই রূপে, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ পুনর্ভূধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ পতি পতিত, ক্লীব বা উন্মত্ত হইলে, কিম্বা পতি মরিলে, অথবা ত্যাগ করিলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন।

কেহ কেহ কহিয়াছেন, মনুপ্রভৃতি যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা কহিয়াছেন, সে কেবল সেইরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাহার কি নাম হইবেক, এইমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা তাদৃশ পুত্র যে শাস্ত্রীয় পুত্র, ইহা তাঁহাদের অভিমত নহে (২৭)। এই মীমাংসা মীমাংসকের কপোলকল্পিত, শাস্ত্রানুগত নহে। কারণ, যাঁহাদের সংহিতাতে পুত্রবিষয়ক বিধি আছে, তাঁহারা সকলেই পৌনর্ভবকে শাস্ত্রীয়পুত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। মনু, ঔরস প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥ ৯।১৮০।

যথাক্রমে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি যে একাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ঔরস পুত্রাভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপের সম্ভাবনা ঘটিলে, মুনিরা তাহাদিগকে পুত্রপ্রতিনিধি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এবং

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে পাপীয়ান্‌কৃথমর্হতি। ৯। ১৮৪।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে, পর পর নিকৃষ্ট পুত্র ধনাধিকারী হইবেক।

---

(২৬) ১৭ অধ্যায়।

(২৭) শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্রপ্রভৃতি।

যাজ্ঞবল্ক্যও, ঔরসাদি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, কহিয়াছেন,

পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ। ২। ১৩২।

এই দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে, পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী হইবেক।

এই রূপে, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যখন পৌনর্ভবকে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তখন পৌনর্ভব শাস্ত্রীয় পুত্র নহে, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, মনু দ্বাদশবিধ পুত্রগণনা স্থলে পৌনর্ভবকে দশম স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং, পৌনর্ভব অতি অপকৃষ্ট পুত্র হইতেছে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, মনুর মতে পৌনর্ভব অপকৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে অপকৃষ্ট পুত্র নহে। তাঁহারা পৌনর্ভবকে দত্তক পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভবকে ষষ্ঠ ও দত্তককে সপ্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী বলিয়া বিধান দিয়াছেন। তদনুসারে, পৌনর্ভব দত্তকের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী হইতেছে; সুতরাং, পৌনর্ভব দত্তক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র হইল। বশিষ্ঠ পৌনর্ভবকে চতুর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। (২৮)

পৌনর্ভব চতুর্থ।

এই রূপে পৌনর্ভবকে প্রথম শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ কীর্ত্তন করিয়া, দত্তককে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা

দত্তকো দ্বিতীয়ঃ। (২৮)

দত্তক দ্বিতীয়।

বিষ্ণুও পৌনর্ভবকে চতুর্থ ও দত্তককে অষ্টম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। (২৯)　　দত্তকশ্চাষ্টমঃ। (২৯)

পৌনর্ভব চতুর্থ।　　দত্তক অষ্টম।

---

(২৮) ১৭ অধ্যায়।

(২৯) ১৫ অধ্যায়।

এই পুত্রগণনা করিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন,

> এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্ স এব দায়হরঃ স চান্যান্ বিভৃয়াৎ। (২৯)

> ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র শ্রেষ্ঠ. সেই ধনাধিকারী, সে অন্য অন্য পুত্রদিগের ভরণ পোষণ করিবেক।

অতএব মনুর মতে পৌনর্ভব দশম স্থানে নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সপ্তম আর বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে চতুর্থ স্থানে নির্দ্দিষ্ট, ও দত্তক পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিগণিত, হইতেছে। মনুসংহিতা সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র; সুতরাং সেই যুগেই পৌনর্ভব নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। সর্ব্বযুগের নিমিত্ত ঐ ব্যবস্থা হইলে, পৌনর্ভবকে যাজ্ঞবল্ক্য সপ্তম স্থানে, এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ চতুর্থ স্থানে, কদাচ গণনা করিতেন না। অতএব যখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ পৌনর্ভব ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের বিধান করিতেছেন, তখন বিধবার বিবাহ মনু অথবা অন্যান্য মুনির মতের বিরুদ্ধ, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না। বোধ হয়, মনুর অথবা অন্যান্য মুনির সংহিতাতে বিশেষ দৃষ্টি নাই বলিয়াই, অনেকে মনুপ্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; নতুবা, সবিশেষ জানিয়াও, এরূপ অলীক ও অমূলক কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

বস্তুতঃ, যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বিধবার বিবাহ মনুপ্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ নয়। তবে মনুপ্রভৃতির মতে দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত; পরাশরের মতানুসারে, কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা যাইবেক না, এই মাত্র বিশেষ। কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে, পরাশর অবশ্যই পুনর্ভূসংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন; এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে, অবশ্যই পুত্রগণনাস্থলে

(২৯) ১৫ অধ্যায়।

পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন। তাদৃশ স্ত্রী যে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবে না, এবং তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাহা ইদানীন্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ, যদি বাগ্দান করিলে পর, বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে, বরের মৃত্যু হয়, অথবা কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়; তাহা হইলে, ঐ কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যুগান্তরে এ রূপে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ভূ ও তদ্গার্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত। যথা,

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥

বাগ্দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে, অগ্নিংপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূ কন্যা বর্জ্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্তা কন্যা, বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায় পতিকুল ভস্মসাৎ করে।

এক্ষণে, বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, পুনর্ভূপ্রভবা এই চারিপ্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগ্দান, মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহসূত্রবন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে, সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে এবং এই রূপে বিবাহিতা পুনর্ভূ কন্যার গর্ব্ভজাত কন্যারও বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই রূপে বিবাহিতা কন্যাদিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গার্ব্ভজাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলিত। কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে

পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রদিগকেও পৌনর্ভব বলা যায় না। সকলেই তাদৃশ স্ত্রীকে সর্ব্বাংশে প্রথম বিবাহিত স্ত্রীতুল্য, ও তাদৃশ পুত্রকে সর্ব্বাংশে ঔরসতুল্য, জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাদৃশ পুত্রেরা ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি করে এবং ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির ধনাধিকারী হয়। বস্তুতঃ, সর্ব্ব প্রকারেই ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কেহ ভুলিয়াও পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করেন না। অতএব দেখ, যুগান্তরে যে সাতপ্রকার পুনর্ভূ ও যে সাতপ্রকার পৌনর্ভব ছিল, তন্মধ্যে চারি প্রকার ইদানীং প্রচলিত আছে, তাহারা পুনর্ভূ অথবা পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হয় না। তাদৃশ স্ত্রী প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র ঔরস বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিন প্রকার পুনর্ভূরও বিবাহ প্রচলিত হইলে, সমান ন্যায়ে তাহাদের প্রথম বিবাহিত স্ত্রীতুল্য পরিগণিত ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রের ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবার বাধা কি। অতএব, যখন পরাশরের অভিপ্রায়ানুসারে যুগান্তরীয় পুনর্ভূ প্রথমবিবাহিত স্ত্রীতুল্য ও যুগান্তরীয় পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া স্থির হইতেছে, এবং লৌকিক ব্যবহারেও যখন যুগান্তরীয় চতুর্বিধ পুনর্ভূ প্রথমবিবাহিত স্ত্রীতুল্য ও চতুর্বিধ পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত দৃষ্ট হইতেছে; তখন পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবাদি স্ত্রী ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্র, যুগান্তরে পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হইলেও, কলিযুগে প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর তুল্য পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক, তাহার বাধা কি।

কলিযুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত পুত্র যে ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক, মহাভারতেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐরাবতনামক নাগরাজের এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যা বিধবা হইলে, নাগরাজ তাহাকে অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সেই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা কন্যার গর্ব্ভে ইরাবান্ নামে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যথা,

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।

পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্॥ (৩০)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।
জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ॥ (৩০)

অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া, ভীষ্মরক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইহা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, মনুসংহিতা হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া, বিধবার বিবাহ মনুসংহিতাবিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকল বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি। তাঁহারা,

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে। ৫। ১৬২।

এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনও শাস্ত্রে ভর্ত্তা বলিয়া উপদিষ্ট নহে।

এই বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু, ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহাদের অভিপ্রায় কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যথা,

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫। ১৬০।
অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ৫। ১৬১।

---

(৩০) ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ৫। ১৬২।

স্বামী মরিলে, সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, কালক্ষেপ করিলে, পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যায়; যেমন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যান। যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয়, সে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে; পর ভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে; এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ, সাধ্বী স্ত্রী দিগের পক্ষে, ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে। অর্থাৎ,

অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকাঃ নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে। (৩১)

পুত্রবান্ লোকেরা অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; অপুত্রের স্বর্গ নাই, বেদে এই নির্দ্দেশ আছে।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রহীনা হইলে স্বর্গ হয় না, এই ভয়ে, এবং পুত্রবতী হইলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এই লোভে, ব্যভিচারিণী হইয়া যে স্ত্রী অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্তা হয়, সে নিন্দিতা ও স্বর্গভ্রষ্টা হয়; যে হেতু, অবিধানে পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি বল, স্ত্রী যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবেক, তাহাকেই তাহার পতি বলিব। কিন্তু তাহা শাস্ত্রের অভিমত নহে; কারণ, পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে। অর্থাৎ, স্বর্গলাভলোভে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অবিধানে যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনের চেষ্টা করিবেক, সেই পর পুরুষকে পতি বলিয়া স্বীকার করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যে হেতু, যথাবিধানে যে পুরুষের সহিত পাণিগ্রহণ সংস্কার হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই পতিশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বচনার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, বিধবা স্ত্রী, পুত্রলোভে ব্যভিচারিণী হইয়া, অবিধানে যে পর পুরুষে উপগতা হইবেক, সেই পর পুরুষ তাহার পতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না। নতুবা যথাবিধানে বিবাহ-সংস্কার হইলেও, স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ নহে। তাহা হইলে মনু স্বয়ং পুত্রপ্রকরণে যে পৌনর্ভব পুত্রের

(৩১) বশিষ্ঠসংহিতা। ১৭ অধ্যায়।

বিধান দিয়াছেন এবং পৌনর্ভবকে পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সংলগ্ন হইবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৯। ৬৫।

বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

প্রকরণ পর্য্যালোচনা না করিয়া, এই বচনার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এই বচনকে একবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে, পুত্রপ্রকরণে মনুর পৌনর্ভব বিধান কিরূপে সংলগ্ন হইবেক, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এই বচনার্দ্ধকে পৃথক্ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের অভিমত অর্থ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে, তাহা কোনও ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা,

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্‌নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ৯। ৫৯।
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥ ৯। ৬০।
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ॥ ৯। ৬১।
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥ ৯। ৬২।
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ॥ ৯। ৬৩।
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ ৯। ৬৪।
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৯। ৬৫।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯। ৬৬।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৯। ৬৭।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৯। ৬৮।

সন্তানের অভাবে, যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর দ্বারা বা সপিণ্ড দ্বারা অভিলষিত পুত্র লাভ করিবেক। ৫৯ ॥ নিযুক্ত ব্যক্তি, ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেক, কদাচ দ্বিতীয় নহে। ৬০ ॥ একমাত্র পুত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইল না বিবেচনা করিয়া, নিয়োগশাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন। ৬১ ॥ বিধবাতে যথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে পর, পরস্পর গুরুর ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায় থাকিবেক। ৬২ ॥ যে দুই জন নিযুক্ত হইয়া, বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছানুসারে চলে, তাহারা পতিত এবং পুত্রবধূগামী ও গুরুতল্পগামী হইবেক। ৬৩ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুত্রোৎপাদনার্থে বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না। অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিলে, সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়। ৬৪ ॥ বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই। ৬৫ ॥ শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজেরা এই পশুধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে, মনুষ্যদিগের মধ্যে এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ৬৬ ॥ সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, এবং কাম দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া, বর্ণসঙ্কর প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৬৭ ॥ তদবধি যে ব্যক্তি, মোহান্ধ হইয়া, পতিহীনা স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদনার্থে পরপুরুষে নিয়োগ করে, সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয়। ৬৮ ॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাহের বিধি নিষেধ বোধ হয়। প্রথম বচনে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিষয় উপক্রম করিয়া, সর্ব্বশেষ বচনে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং যখন উপক্রমে ও উপসংহারে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন তন্মধ্যবর্ত্তী সকল বচনেই

তৎসংক্রান্ত কথা লক্ষিত হইতেছে, তখন এই প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনবিষয়ে, তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে বচন অবলম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধেও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ আদেশ-বোধক স্পষ্ট নিয়োগ শব্দ আছে; সুতরাং অপরার্দ্ধে যে অস্পষ্ট বেদন শব্দ আছে, তাহারও পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া প্রকরণবশতঃ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। এই বেদন শব্দ যে বিদধাতুনিষ্পন্ন, সেই বিদধাতু দ্বারা পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ-পাদনার্থে গ্রহণ উভয় অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বিবাহপ্রকরণে থাকিলে, পাণিগ্রহণবোধক হয়; নিয়োগপ্রকরণে থাকিলে, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণবোধক হয়। যথা,

ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। (৩২)

সমানগোত্রা, সমানপ্রবরা কন্যাকে বেদন করিবেক না।

দেখ, এ স্থলে বিন্দেত এই যে বিদধাতুর পদ আছে, তাহাতে বিবাহ-প্রকরণ বলিয়া পাণিগ্রহণরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

বাগ্দান করিলে পর, বিবাহের পূর্ব্বে, যে কন্যার পতির মৃত্যু হয়, তাহাকে তাহার দেবর, এই বিধানে বেদন করিবেক। বৈধব্যলক্ষণ-ধারিণী সেই কন্যাকে দেবর, যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ঋতুকালে, এক এক বার গমন করিবেক।

দেখ এ স্থলে নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া বিদধাতু দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ-পাদনার্থে গ্রহণ বুঝাইতেছে। অতএব,

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।

বিবাহবিধি স্থলে বিধবার বেদন উক্ত নাই।

---

(৩২) বিষ্ণুসংহিতা। ২৪ অধ্যায়।

এ স্থলে বিদধাতুনিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে, তাহারও নিয়োগপ্রকরণ বলিয়া ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বেদন শব্দের এরূপ অর্থ না করিলে, এ স্থল সঙ্গতই হইতে পারে না।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই।

এই অর্থ যেরূপ সংলগ্ন হইতেছে, অপর অর্থ সেরূপ সংলগ্ন হয় না। যথা

বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই।
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

মনু নিয়োগধর্ম্মের নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং ঐ বচনে নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন; বিবাহসংক্রান্ত যে সকল মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কোনও মন্ত্রে বিধবার নিয়োগের উল্লেখ নাই; আর বিবাহের বিধিস্থলে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণেরও উল্লেখ নাই। অর্থাৎ, নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন হয়; পুত্রোৎপাদন বিবাহের কার্য্য; সুতরাং মনু নিয়োগকে বিবাহবিশেষস্বরূপ গণনা করিয়া লইতেছেন এবং বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে ও বিবাহবিধির মধ্যে নিয়োগের ও নিয়োগধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণের কথা নাই; এই নিমিত্ত, অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। নতুবা, নিয়োগপ্রকরণের বচনে পূর্ব্বার্দ্ধে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নিষেধ, অপরার্দ্ধে অনুপস্থিত অপ্রাকরণিক বিধবাবিবাহের নিষেধ করিবেন, ইহা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। নিয়োগপ্রকরণে বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এ কথা বিলক্ষণ উপযোগী ও সঙ্গত হইতেছে; কিন্তু নিয়োগপ্রকরণে বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই, এ কথা নিতান্ত অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে। নিয়োগের বিধি নিষেধ মীমাংসা স্থলে, বিধবাবিবাহের নিষেধের কথা অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবে কেন। ফলতঃ, এ স্থলে বিবাহ শব্দ নাই, বেদন শব্দ আছে; বেদন শব্দে পাণিগ্রহণও বুঝায়, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও বুঝায়। প্রকরণবশতঃ, বেদন শব্দে এখানে ক্ষেত্রজ-

পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণই বুঝাইবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই। বস্তুতঃ, এ স্থলে বেদন শব্দের বিবাহ অর্থ স্থির করিয়া, বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপাদনে উদ্যত হওয়া কেবল প্রকরণজ্ঞানের অসদ্ভাব প্রদর্শনমাত্র।

এই প্রকরণ যে কেবল নিয়োগধর্ম্মের বিধি নিষেধ বিষয়ে, বিধবাবিবাহের বিধি অথবা নিষেধ বিষয়ে নহে; ভগবান্ বৃহস্পতির মীমাংসায় দৃষ্টি করিলে, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা,

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ।
ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥ (৩৩)

মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন, স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন। যুগহ্রাস প্রযুক্ত, অন্যেরা যথাবিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুষ্যেরা তপস্যা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিল; কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তিহানি হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা যে নানাবিধ পুত্র করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শক্তিহীন লোকেরা সে সকল পুত্র করিতে পারে না।

অর্থাৎ, মনু নিয়োগপ্রকরণের প্রথম পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন, এবং অবশিষ্ট পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন। এক বিষয়ে এক প্রকরণে এক জনের বিধি ও নিষেধ কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, ভগবান্ বৃহস্পতি মীমাংসা করিয়াছেন, মনু নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা সত্য, ত্রেতা দ্বাপর যুগের অভিপ্রায়ে; আর নিয়োগের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কলিযুগাভিপ্রায়ে। অতএব দেখ, বৃহস্পতি মনুসংহিতার নিয়োগপ্রকরণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে নিয়োগধর্ম্মের বিধি

---

(৩৩) কুল্লূকভট্টধৃত।

নিষেধই যে এই প্রকরণের নিকৃষ্টার্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা অবশ্যক, নারদসংহিতা মনুসংহিতার অবয়বস্বরূপ। নারদ মনুপ্রণীত বৃহৎ সংহিতার সংক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম নারদসংহিতা হইয়াছে। যেমন, বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা, ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া, ভৃগুসংহিতা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। নারদসংহিতার আরম্ভে লিখিত আছে,

> ভগবান্ মনুঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। তদেতৎ শ্লোকশতসহস্রমাসীৎ। তেনাধ্যায়সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্ত্বান্নায়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং ধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সী মনুষ্যাণাং শক্তিরিতি জ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঞ্চিক্ষেপ। তদেতৎ সুমতিকৃতং মনুষ্যা অধীয়তে বিস্তরেণ শতসাহস্রং দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ। যত্রায়মাদ্যঃ শ্লোকো ভবতি
>
> আসীদিদং তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
> ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রাদুরাসীচ্চতুর্ম্মুখঃ॥
>
> ইত্যেবমধিকৃত্য ক্রমাৎ প্রকরণাৎ প্রকরণমনুক্রান্তম্। তত্র তু নবমং প্রকরণং ব্যবহারো নাম যস্যেমাং দেবর্ষির্নারদঃ সূত্রস্থানীয়াং মাতৃকাং চকার।

ভগবান্ মনু প্রজাপতি, সর্ব্বভূতের হিতার্থে, আচাররক্ষার হেতুস্বরূপ শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া, দেবর্ষি নারদকে দেন। দেবর্ষি মনুর নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বহুবিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া, দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া, এবং আয়ুর্হ্রাসসহকারে

মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হইতেছে দেখিয়া, চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে। দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরা লক্ষশ্লোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই,

এই জগৎ অন্ধকারময় ছিল, কিছুই জানা যাইত না।
তদনন্তর ভগবান্ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

এই রূপে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে প্রকরণের পর প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে; তন্মধ্যে নবম প্রকরণ ব্যবহার। দেবর্ষি নারদ সেই ব্যবহার-প্রকরণের এই প্রস্তাবনা করিয়াছেন।

দেখ, নারদসংহিতা মনুসংহিতার সারভাগমাত্র হইতেছে। নারদ লক্ষশ্লোকময় বৃহৎ মনুসংহিতার সার সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, (৩৪) এই নারদপ্রোক্ত সংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে। সুতরাং, অনুদ্দেশাদি পাঁচপ্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি কেবল পরাশরের বিধি নহে, মনুরও বিধি হইতেছে। এই নিমিত্তই মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনকে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

মনুরপি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মনুও কহিয়াছেন।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

অতএব, বিধবার বিবাহ, মনুর মতের বিরুদ্ধ না হইয়া, মনুর মতের অনুযায়ীই হইতেছে। ফলতঃ, যখন পরাশর, অবিকল মনুবচন স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহকে মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

(৩৪) ৩০ পৃষ্ঠা দেখ

৪—পরাশরের

বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে।

কেহ কেহ (৩৫) পরাশরের বিবাহবিধিকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বেদ এ দেশের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র; যদি পরাশরের বিবাহবিধি সেই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র বেদের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি রূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন,

> শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
> তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই প্রমাণ।

প্রতিবাদী মহাশয়দের ধৃত বেদ এই,

> যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা এক স্ত্রী দুই পুরুষ

---

(৩৫) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ। শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ। শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ। বর।

বিবাহ করিতে পারে না, ইহা দৃষ্টি করিয়া, স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্ধ, এই যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লিখিত বেদের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এককালে বেষ্টন করা যায়; সেইরূপ, এক পুরুষ দুই বা তদধিক স্ত্রী এক কালে বিবাহ করিতে পারে। আর, যেমন এক রজ্জু দুই যূপে এককালীন বেষ্টন করা যায় না; সেইরূপ, এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারে না। নতুবা, পতি মরিলেও স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ঐ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা,

নৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ।

এক স্ত্রীর এককালীন বহু পতি হইতে পারে না।

সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন। (৩৬)

এই বেদ দ্বারা এক স্ত্রীর এককালীন বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দূষণাবহ নহে।

অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবাবিবাহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া পতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যদি বিধবাবিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।

(৩৬) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। বৈবাহিকপর্ব্ব। ১৯৫ অধ্যায়।

৫—বিবাহবিধায়ক বচন

পরাশরের, শঙ্খের নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া, বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই বচন শঙ্খের, পরাশরের নহে; পরাশর দৃষ্টান্তবিধায় স্বীয় সংহিতাতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৩৭)

পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের এরূপ মীমাংসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বচন যদি পরাশরের না হইল, তাহা হইলে আর কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের বিবাহের প্রসক্তিই থাকিল না; সুতরাং কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল না। প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, এক প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের (৩৮) ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, এই মীমাংসা করিয়াছেন। কি প্রণালীতে এই মীমাংসা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ তদীয় পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

> কলিধর্ম্ম উপক্রমে শ্রীযুত বিদ্যাসাগর লিখিত, তন্মনোনীত, বিধবা-বিবাহের প্রতিপাদক, অন্যমূলক পরাশরবচনের মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইবার বাসনাতে আমি, বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইয়া, তন্মর্ম্মার্থ নিম্নে যত্নে প্রকাশ করিতেছি।
>
> প্রথমতঃ, শ্রীযুত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, যে পরাশরসংহিতা-ধৃত এক বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া, কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ ও অনিবার্য্য অবধার্য্য করিয়াছেন, তাহার পুর্ব্বাপর্য্যাবলোকন করিয়া তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলে, অবশ্যই নিবার্য্য হইবেক।

---

(৩৭) শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী।

(৩৮) শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে, অগ্ন্যাধান চিন্তাও করিবেন না; অনুমতি থাকিলে করিবেন; এই সমুদয় কহিয়া, দৃষ্টান্ত দৃষ্ট করাইতেছেন। শঙ্খস্য বচনং যথা নষ্টে মৃতে ইত্যাদি।

পতি অনুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাস আশ্রম করিলে, ক্লীব অবধারিত হইলে, ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদ্বিষয়ে স্ত্রীদিগের অন্য পতি বিধেয় হইতেছে ইতি।

এতাদৃশ বচনে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বোধ হওয়ায় ভগবান্ পরাশর মুনি চিন্তা করিলেন, আপদ্‌কালে ঐরূপ কর্ত্তব্যতা আর কোথাও বিধেয় হইয়াছে কি না; তৎপ্রতিপোষক দৃষ্টান্ত দ্বাপরযুগের ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে শঙ্খ ঋষি নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন দ্বারা বিধান করিয়াছেন যে সন্তান উৎপত্তি দ্বারা পতি এবং আপনাকে স্বর্গগামী করাইবার নিমিত্ত আপদ্‌কালে অতি নিষিদ্ধ যে পত্যন্তর আশ্রয় করা তাহাও করিবেন; এই কথা; শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া অবিকল শঙ্খবচনকে দেখাইতেছেন ইত্যাদি।

শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া, অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, প্রতিবাদী মহাশয় এইরূপ কহাতে, আপাততঃ অনেকেরই এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খসংহিতাতে অবিকল আছে; বস্তুতঃ তাহা নহে; এই বচন শঙ্খসংহিতাতে নাই। তবে প্রতিবাদী মহাশয়, কি ভাবিয়া, শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া, অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ও স্থলের ওরূপ ব্যাখ্যা নহে; প্রকৃত ব্যাখ্যা এই,

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে, কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবেক না; কিন্তু অনুমতি পাইলে করিবেক, শঙ্খের এই মত।

ইহাই এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, পরবচনের সহিত এ বচনের কোনও

সম্বন্ধ নাই। নতুবা, শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া পরাশর শঙ্খবচন দৃষ্টান্ত-বিধায় স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

যদি অমুকস্য বচনং যথা এই কথা আর কোনও সংহিতাতে না থাকিত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারিত। অগ্ন্যাধ্যান বিষয়েই অত্রিসংহিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে; তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন, প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। যথা,

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা নষ্টো নিত্যং রোগসমন্বিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ।
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠে বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুদ্দেশ অথবা চিররোগী হইলে, কনিষ্ঠ অনুমতি লইয়া অগ্ন্যাধান করিবেক, শঙ্খের এই মত।
জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতিরেকে, কনিষ্ঠকৃত অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না।

এ স্থলে শঙ্খস্য বচনং যথা এই ভাগের পর নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন থাকিলে, দৃষ্টান্তবিধায় শঙ্খবচন উদ্ধৃত করিবার কথা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারিত। যদি বল, শঙ্খস্য বচনং যথা এই ভাগের পর নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি এই যে বচন আছে ঐ বচনই শঙ্খের, দৃষ্টান্তবিধায় অত্রিসংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না; যেহেতু, নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দতি এই বচনার্থ, দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রতীয়মান না হইয়া, পূর্ব্ববচনার্থের হেতু স্বরূপে বিন্যস্ত দৃষ্ট হইতেছে।

অত্রিসংহিতার অন্য স্থলেও শঙ্খস্য বচনং যথা এইরূপ আছে। যথা,

গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ।
অগ্নিনা ন চ সংস্কারঃ শঙ্খস্য বচনং যথা॥
যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্ব্বশঃ॥

গো এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ও পতিতদিগের অগ্নিসংস্কার করিবেক না, শঙ্খের এই মত।

যে দ্বিজ, কামমোহিত হইয়া, চাণ্ডালী গমন করিবেক, সে প্রাজাপত্যবিধানে তিন কৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবেক।

এ স্থলেও শঙ্খস্য বচনং যথা এই রূপ লিখিত আছে। কিন্তু পরবচনকে শঙ্খবচন বলিয়া দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত বলা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইয়া উঠে না। পূর্ব্ব বচনের সহিত পর বচনের কোনও সংস্রব নাই। দুই বচনে দুই বিভিন্ন বিষয় নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

কিঞ্চ,

স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী চ যা।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়া চ যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্য বচনং যথা॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা।
চতূরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা শূদ্রসম্ভবা।
ষড্রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্রাহ্মণী কামকারতঃ॥
অকামতশ্চরেদ্দৈবং ব্রাহ্মণী সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥ (৩৯)॥

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে, একরাত্র নিরাহারা হইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধা হইবেক।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ক্ষত্রিয়াকে স্পর্শ করে, ত্রিরাত্রে শুদ্ধা হইবেক, ব্যাসের এই মত।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা বৈশ্যাকে স্পর্শ করে, চারি রাত্রি নিরাহারা থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধা হইবেক।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা শূদ্রাকে স্পর্শ করে ছয় রাত্রে শুদ্ধা হইবেক। ইচ্ছা পূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই বিধি। দৈবাৎ স্পর্শ করিলে দৈব প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। চারি বর্ণের এই শুদ্ধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে এ স্থলে তৃতীয় বচন ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে বলিতে হয়, কারণ, পূর্ব্ব বচনের শেষে ব্যাসস্য বচনং

(৩৯) অত্রিসংহিতা।

যথা এই কথা লিখিত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বচনের শেষে ব্যাসস্য বচনং যথা আছে বলিয়া, তৃতীয় বচনকে ব্যাসবচন বলিয়া দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিবার পথ নাই; যেহেতু, পাঁচ বচনেই এক এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর যদিও অন্যসংহিতাতে অমুকস্য বচনং যথা বলিলে কথঞ্চিৎ অন্যের বচন দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু

অপঃ খরনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা॥

যদি ব্রাহ্মণ গর্দ্দভের নখস্পৃষ্ট জলে আচমন করে, তাহা হইলে, স্পষ্ট সুরাপান করা হয়, যমের এই মত।

স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য রাজ্ঞে শংসেত মানবঃ।
ততো মুষলমাদায় স্তেনং হন্যাত্ততো নৃপঃ॥ ১২০॥
যদি জীবতি স স্তেনস্ততঃ স্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে।
অরণ্যে চীরবাসা বা চরেৎ ব্রহ্মহণো ব্রতম্॥ ১২১॥
সমালিঙ্গেৎ স্ত্রিয়ং বাপি দীপ্তাং কৃত্বায়সা কৃতাম্।
এবং শুদ্ধিঃ কৃতা স্তেয়ে সংবর্ত্তবচনং যথা॥ ১২২॥

মনুষ্য সুবর্ণ অপহরণ করিয়া রাজার নিকট কহিবে; রাজা মুষল লইয়া চোরকে প্রহার করিবেন। যদি চোর জীবিত থাকে, অপহরণপাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা চীর পরিধান করিয়া, অরণ্যে প্রবেশিয়া, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। কিম্বা লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিকৃতিকে, অগ্নিতে প্রদীপ্ত করিয়া, আলিঙ্গন করিবেক। এইরূপ করিলে সুবর্ণাপহরণপাপ হইতে মুক্ত হয়, সংবর্ত্তের এই মত।

এই দুই স্থলে, অন্যের বচন দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। কারণ, যম ও সংবর্ত্ত স্ব স্ব সংহিতাতেই যমস্য বচনং যথা, এবং সংবর্ত্তবচনং যথা এইরূপ কহিয়াছেন।

বস্তুতঃ যে যে স্থলে অমুকস্য বচনং যথা এই কথা লিখিত থাকে, তথায় অমুকের এই মত এই অর্থই অভিপ্রেত, পরবর্ত্তী বচন দৃষ্টান্তবিধায় অন্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এমন অর্থ অভিপ্রেত নহে। যদি সে তাৎপর্য্যে অমুকস্য বচনং যথা বলা হইত, তাহা হইলে যম ও সংবর্ত্ত স্ব স্ব

সংহিতাতে, যমস্য বচনং যথা, সংবর্ত্তবচনং যথা, এরূপ কহিতেন না। বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয়, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, অর্থ ও তাৎপর্য্য অনুধাবন না করিয়াই, পরাশরসংহিতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতএব, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খের, পরাশরের নহে; সুতরাং, বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ দ্বাপর যুগের আপদ্ধর্ম্ম হইল, কলিযুগের ধর্ম্ম নহে; এই ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত, প্রতিবাদী মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না।

৬—বিবাহবিধায়ক বচন

পরাশরের, কৃত্রিম নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন (৪০)

১ কলিযুগে বিধবাবিবাহ যদি পরাশরের সম্মত হইত, তাহা হইলে তিনি বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না।

২ স্বামী ক্লীব হইলে, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা যদি পরাশরের অভিমত হইত, তাহা হইলে পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে; কারণ, স্ত্রী ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিলে, পরের স্ত্রী হইল; ক্লীবের স্ত্রী রহিল না; সুতরাং ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিল না।

৩ অতএব বিবাহবিষয়ক বচন পরাশরের নহে; পরাশরের হইলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইত না। ভারতবর্ষের দুরবস্থা কালে, হিন্দু রাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, ঐ কৃত্রিম বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

কলিযুগে বিধবাবিবাহ পরাশরের সম্মত হইলে, তিনি বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করিতেন না, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যদি পতির মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, তবে সে পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবে কেন; যদি দুঃখের কারণ না হইল, তবে বিধবা হওয়া কি রূপে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এই আপত্তি কোনও মতে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না; কারণ, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, পতিবিয়োগ হইলে স্ত্রী যে তদ্বিরহে অসহ্য যাতনা ও দুঃসহ ক্লেশ পাইবে না, ইহা নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ। দেখ, পুরুষেরা, যত বার স্ত্রীবিয়োগ হয়, তত বারই বিবাহ করিতে পারে, এবং প্রায় করিয়াও থাকে; অথচ, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুরুষ আপনাকে হতভাগ্য বোধ করে, শোকে

---

(৪০) ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।

একান্ত কাতর ও মোহে নিতান্ত বিচেতন হয়। যখন পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা অথবা নিশ্চয় সত্ত্বেও, পুরুষ স্ত্রীবিয়োগে এত শোকাভিভূত হয়, তখন যে স্ত্রীজাতির মন প্রণয়াস্বাদন ও শোকানুভব বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, সেই স্ত্রী, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে, পতিবিয়োগকে অতিশয় ক্লেশকর অথবা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বোধ করিবেক না, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ, যে স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ সংসারাশ্রমের সকল সুখের নিদান, সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে, অপরের অসহ্য ক্লেশ হইবে, ইহার সন্দেহ কি। তবে যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে হইলে, যত যাতনা, কিছু কালের নিমিত্ত হইলে তত যাতনা নহে, যথার্থ বটে। কিন্তু কিছু কালও যে অসহ্য যাতনা ভোগ করা দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আর, প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর, যদি পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, এবং সেই নব প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, তথাপি সে পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রণয় ও অনুরাগের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। যখন যখন ঐ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, তখনই তাহার চিরনির্ব্বাণ শোকানল, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অতএব স্ত্রীজাতির সৌভাগ্যক্রমে যদি বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবেক না, এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া পর স্বামীর প্রণয়িনী হইলে, পূর্ব্ব স্বামীর প্রণয় ও অনুরাগ একবারে বিস্মৃত হইবেক, অথবা সময়বিশেষে স্মরণ হইলে, তাহার হৃদয়ে শোকানলের সঞ্চার হইবেক না, এ কথা কোনও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না। যদি বল, যে স্ত্রী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে তাদৃশ স্বামীর মৃত্যু হইলে, তদ্বিয়োগে দুঃখিতা হইবে কেন। সুতরাং ঈদৃশ স্থলে বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পারে। এ আপত্তিও সঙ্গত হইতে পারেনা। কারণ, এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীকে প্রিয়বিয়োগজন্য দুঃখ অনুভব করিতে হইবেক না, যথার্থ বটে; কিন্তু বৈধব্যনিবন্ধন আর যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা আছে তাহার ভোগ কে নিবারণ করিবেক। বিশেষতঃ, স্ত্রী দরিদ্র প্রভৃতি স্বামীকে অনাদর

করিয়া একবার মাত্র বিধবা হইয়া নিস্তার পাইতেছে না; ঐ অপরাধে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বিধবা হইতে হইতেছে। অন্য অন্য বারে তাহাকে বৈধব্যনিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবেক। অতএব, পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে, বৈধব্য দশাকে দণ্ড স্বরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, এ কথা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং বিবাহ-বিধায়ক বচনের সহিত এ বচনের বিরোধ ঘটিতেছে না। বিধবা হওয়া কোনও মতে ক্লেশকর না হইলেই, বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হইতে পারিত, এবং তাহা হইলেই উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত।

আর ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক,

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী দরিদ্র, রোগী, মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর সেবা না করে, সে মরিয়া নরকে যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি অদুষ্ট অপতিত ভার্য্যাকে যৌবন কালে পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

এই তিন বচনেই যখন পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় লিখিত আছে, তখন বিধবা-বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ না হইয়া, বরং এই তিন বচন দ্বারা বিধবাবিবাহের পোষকতাই হইতেছে। বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান না থাকিলে, স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া কি রূপে সম্ভবিতে পারে। প্রতিবাদী মহাশয়, পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় এই স্থলে, প্রতিজন্মে বিধবা হয়,

এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা প্রথম বচনে সম্যক্ সংলগ্ন হইতেছে না; কারণ, মরিয়া যখন সর্পী হইল, তখন জন্মে জন্মে বিধবা হইয়া বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা কোথায় রহিল। তৃতীয় বচনেও পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া উঠে; যেহেতু, সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ, সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয়, এই, মাত্র কহিলেই চরিতার্থ হয়, পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের কোনও প্রয়োজন থাকে না। সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয় বলিলেই প্রতিজন্মে বিধবা হয়, সুতরাং বোধ হইয়া যায়। সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, ইহাতে প্রতিজন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, ইহা বিধবার বিবাহের বিরোধক না হইয়া, বরং বিলক্ষণ পোষকই হইতেছে।

আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক, পুনঃ পুনঃ শব্দে বারংবার এই অর্থই বুঝায়, জন্মে জন্মে এ অর্থ বুঝায় না। পুনঃ পুনঃ কহিতেছে, পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে, পুনঃ পুনঃ লিখিতেছে, ইত্যাদি যে যে স্থলে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিবেক, সর্ব্বত্রই বারংবার এই অর্থই বুঝাইবেক। তবে যে বিষয় এক জন্মে ঘটিয়া উঠে না, সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, তাৎপর্য্যাধীন জন্মে জন্মে এই অর্থ বুঝাইতে পারে; যেমন, পুনঃ পুনঃ নরকে যায় বলিলে, জন্মে জন্মে নরকে যায়, এই অর্থ তাৎপর্য্য-বশতঃ প্রতীয়মান হয়। তাহার কারণ এই যে, এক জন্মে বারংবার নরক-গমন সম্ভব নহে; সুতরাং প্রতিজন্মে নরক গমন হয়, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। এস্থলেও, পুনঃ পুনঃ শব্দের বারংবার এই অর্থই বুঝাইতেছে; জন্মে জন্মে এ অর্থ শব্দের অর্থ নহে; তাৎপর্য্যাধীন ঐ অর্থ প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইরূপ, যদি পরাশরসংহিতাতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি না থাকিত, তাহা হইলে এক জন্মে পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্ভব হইত না; সুতরাং তাৎপর্য্যাধীন জন্মে জন্মে বিধবা হয় এই-রূপ অর্থ করিতে হইত। কিন্তু যখন পরাশরসংহিতাতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে, তখন এক জন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে; সুতরাং পুনঃ পুনঃ শব্দের জন্মে জন্মে এ অর্থ করিবার কোনও আবশ্যকতা থাকিতেছে না। পুনঃ পুনঃ শব্দের

বারংবার এই অর্থ এক জন্মে অসঙ্গত না হইলে, জন্মে জন্মে এ অর্থ করিতে হয় না।

ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা পরাশরের সম্মত হইলে, পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে, এই আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। স্ত্রী ক্লীব পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে, যথার্থ বটে; কিন্তু যদি বিবাহ না করে, অথবা বিবাহের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে, তদীয় অনুমতিক্রমে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদন আবশ্যক হইলে, অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। আর, স্বামী পুত্রোৎপাদন না করিয়া মরিবার সময়, যদি স্ত্রীকে ক্ষেত্রজপুত্রোৎ-পাদনের অনুমতি দিয়া যান, তাহা হইলেও, যদি ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে, ঐ বিবাহের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থ, ক্ষেত্রজপুত্রের উৎপাদন সম্পন্ন হইতে পারে। আর, পরাশর যে পাঁচ বিষয়ে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে, যদিই ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদন নিতান্ত অসম্ভব বল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি। তাহা হইলেও, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের স্থলের অভাব হইতেছে না। যেহেতু, স্বামী চিররোগী হইলে, অথবা স্বামীর বীজ পুত্রোৎপাদনশক্তিবর্জ্জিত হইলে, বংশরক্ষার্থ, তদীয় নিদেশক্রমে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। অতএব, স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান থাকিলে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান থাকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ ঘটনা কোনও ক্রমে বিচারসহ হইতেছে না। অপরঞ্চ, প্রথম পুস্তকে, নন্দ পণ্ডিতের মতানুসারে, ক্ষেত্রজশব্দঘটিত পুত্রবিষয়ক বচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তদনুসারে পরাশরমতে কলিযুগে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম এই ত্রিবিধ পুত্রমাত্র প্রতিপন্ন হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হউক, আর না হউক, কোনও পক্ষেই এই বচনের বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ স্থাপন হইতে পারে না।

পরাশর যে বচনে বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

এবং যে বচনে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে, ঐ দুই বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের বিরোধ ঘটাইয়া, এবং এক জনের গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয় বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ; এবং ঐ কৃত্রিম বচন, ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে, হিন্দুরাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ঐ তিন বচনের পরস্পর বিরোধ নাই, তখন পরস্পর বিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম বলিবার, এবং সময়বিশেষে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার, অধিকার নাই। মাধবাচার্য্য বহুকালের লোক, তিনি পরাশর-সংহিতা ব্যাখ্যাকালে ঐ বচনের আভাস দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ঐ বচনকে কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন না। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়কে, অন্ততঃ, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, নিদানপক্ষে মাধবা-চার্য্যের সময়ে ঐ বচন কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত ছিল না। আর, আপন মতের বিপরীত হইলেই, যদি কৃত্রিম বলিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক।

৭—পরাশরের বচন

বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশর বিবাহের বিধি দেন নাই। পতিরন্যো বিধীয়তে এই স্থলে বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে অকার ছিল, লোপ হইয়াছে, তাহাতে ন বিধীয়তে এই অর্থ লাভ হইতেছে। ন বিধীয়তে বলিলে, বিধি নাই এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং পরাশরবচনে বিধবার বিবাহের বিধি না হইয়া নিষেধই সিদ্ধ হইতেছে। (৪১)

এইরূপ কল্পনা দ্বারা স্পষ্ট বিধিবাক্যকে নিষেধপ্রতিপাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা অসাধ্যসাধন প্রয়াস মাত্র। প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রেত নিষেধপ্রতিপাদন কোনও মতে সঙ্গত বা সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হয়, নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, প্রতিবাদী মহাশয় এরূপ নিষেধ কল্পনা করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। কারণ, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনের বিধীয়তে এই স্থলে যদি অবিধীয়তে এইরূপ বলেন, এবং তদ্দ্বারা বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, তাহা হইলে, অনুদ্দেশাদি স্থলে, ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী, সন্তান হইলে আট বৎসর, নতুবা চারি বৎসর, প্রতীক্ষা করিয়া অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিবেক, এ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে (৪২)। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে বিবাহের বিধি সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবচনে অনুদ্দেশস্থলে আট বৎসর, অথবা চারি বৎসর, প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে, এই বিশেষ বিধি দেওয়া নিতান্ত উন্মত্তের কথা হইয়া উঠে। তদ্ব্যতিরিক্ত

---

(৪১) শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মৈত্র।

(৪২) ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বিধীয়তে ভিন্ন অবিধীয়তে এরূপ পদপ্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ব্যাকরণ অনুসারে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হয় না; সুতরাং, এরূপ পদ অসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ, ইহা প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। পরিশেষে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, ব্যাকরণ অনুসারে পদ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সফল হইয়া উঠে নাই। তিনি আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হয় না, এই নিমিত্ত ভয় পাইয়া, নঞ্‌সমাসের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কহিয়াছেন, বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হইয়াছে এরূপ নহে; অর্থাৎ বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নিষেধবাচক ন শব্দের সমাস করিয়া, ন স্থানে অ হইয়া, অবিধীয়তে এই পদ হয় নাই; অ এই এক নিষেধবাচক যে অব্যয় শব্দ আছে, তাহাই বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে স্বতন্ত্র এক পদস্বরূপ আছে, এবং ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে অন্যো এই পদের অন্তস্থিত ওকারের পর অ এই পদের লোপ হইয়াছে। কিন্তু, ব্যাকরণের এক সূত্রে যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপের বিধি আছে, সেইরূপ, ব্যাকরণের সূত্রান্তরে (৪৩) একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ আছে; অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ প্রভৃতি একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি ও সন্ধিবিহিত লোপ দীর্ঘ আকারব্যত্যয়াদি কোনও কার্য্য হয় না। সুতরাং, অবিধীয়তে এ স্থলে অ এক স্বতন্ত্র পদ কল্পনা করিলে, ব্যাকরণ অনুসারে ঐ অকারের লোপ হইতে পারে না। অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়, আপন অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, একান্ত ব্যগ্র হইয়া যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপবিধায়ক সূত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; সেইরূপ, একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধক সূত্রটির বিষয়েও অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল। যদি বলেন, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ আছে বটে, কিন্তু ঋষিরা ব্যাকরণের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলেন না; সুতরাং, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ থাকিলেও, ঋষিবাক্যে তাদৃশ সন্ধি হইবার বাধা কি। তাহা হইলে, প্রতিবাদী মহাশয়ের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাকরণে

(৪৩) নিপাত একাজনাঙ্‌। পাণিনি। ১। ১। ১৪।

আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাসের নিষেধ থাকিলেও, ঋষিবাক্যে তাদৃশ নঞ্‌সমাস হইবার বাধা কি। ফলতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়, যখন ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাসের নিষেধ দেখিয়া, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক, ঋষিবাক্যে নঞ্‌সমাস করিতে অসম্মত হইয়া, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদ সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন ব্যাকরণে এক-স্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধ দেখিয়া, এক্ষণে গত্যন্তর নাই ভাবিয়া, ঋষিবাক্যে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি স্বীকার পূর্ব্বক, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলে, নিতান্ত অবৈয়াকরণের কর্ম্ম করা হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় এই অসঙ্গত কল্পনার পোষকস্বরূপ কহিয়াছেন, যদি অবিধীয়তে না বলিয়া, বিধীয়তে বল, অর্থাৎ পরাশরবচনে বিবাহের নিষেধ না বলিয়া, বিবাহের বিধি প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে পরাশরসংহিতার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। পরাশর স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশাকে অপরাধবিশেষের দণ্ড বলিয়া উল্লেখ ও ঋতুমতী কন্যা বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ পরাশরের অভিমত হইলে, তিনি কখনই বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান, অথবা ঋতুমতীবিবাহে দোষ কীর্ত্তন, করিতেন না।

বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করাতে, বিধবার বিবাহবিষয়ক বচনের সহিত বিরোধ হইতে পারে কি না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৪)। এক্ষণে ঋতুমতীবিবাহে দোষ কীর্ত্তন থাকাতে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই বোধ হয়, বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলে, যে সকল বিধবা কন্যার ঋতু দর্শন হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ হইবেক। কিন্তু যখন পরাশর তাদৃশ কন্যার বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহ কি রূপে পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে; অভিপ্রেত হইলে, তাদৃশ কন্যাবিবাহকারী ব্যক্তি তাঁহার মতে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইত না।

প্রতিবাদী মহাশয়ের এই আপত্তি কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না; কারণ, পরাশর ঋতুমতী কন্যার বিবাহে যে দোষ কীর্ত্তন

---

(৪৪) ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়াছেন, তাহা কন্যার প্রথম বিবাহপক্ষে, বিধবাদির বিবাহপক্ষে নহে; ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। যথা,

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষ্যভুগ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্বিশুদ্ধ্যতি॥

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী বলে; নববর্ষা কন্যাকে, রোহিণী বলে; দশবর্ষীয়া কন্যাকে কন্যা বলে; তৎপরে অর্থাৎ একাদশাদি বর্ষে কন্যাকে রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যে কন্যাদান না করে, তাহার পিতৃলোকেরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জন নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য, অপাঙ্‌ক্তেয় ও বৃষলীপতি, অর্থাৎ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই, এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে নাই, এবং তাহার সেই স্ত্রীকে বৃষলী বলে। যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে, সে তিন বৎসর প্রতিদিন ভিক্ষান্নভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়।

অষ্টম, নবম, দশম বর্ষে কন্যা দান করিবেক; দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কন্যাদান না করিলে, পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরক হয়, এবং যে ঐ কন্যাকে বিবাহ করে, সে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়; এ কথা যে কেবল প্রথম বিবাহপক্ষে, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের পাঁচ বচনের মধ্যে শেষ দুই বচন মাত্র আপন অভিপ্রেত বিষয়ের পোষক দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিধবার

বিবাহপক্ষে ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও প্রকরণের দুই বচন, এক বচন, অথবা বচনার্দ্ধ, চেষ্টা করিলে, সকল বিষয়েই ঘটাইতে পারা যায়; কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে, সেইরূপ ঘটনা নিতান্ত অঘটন ঘটনা হইয়া উঠে। আর, পূর্ব্বদর্শিত নারদসংহিতাতে যখন সন্তান হইলেও স্ত্রীলোকের বিবাহের বিধি আছে, এবং

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যখন ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার ঋতুদর্শন হইলে, পিতৃপক্ষে ও পতিপক্ষে যে সকল দোষ কীর্ত্তন আছে, সে সমস্ত দোষ ঘটাইবার বৃথা চেষ্টা পাইয়া, বিধবাবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হওয়া কোনও ফলদায়ক হইতে পারে না।

৮—দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপন

বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে।

কেহ কহিয়াছেন (৪৫), অপরঞ্চ পঞ্চম বেদ মহাভারতের আদি-পর্ব্বেতে ইহলোকে স্ত্রীলোকের এক পতি মাত্র নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥ ৩১॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিয়াছেন। আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম। নারীর কেবল এক পতি হইবেক যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে। সেই পতি মরিলে কিম্বা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে।

ইহা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহাভারতে স্ত্রীলোকের পক্ষে, যাবজ্জীবন একমাত্র পতিকে অবলম্বন করিয়া, কালক্ষেপণ করিবার নিয়ম ও তদতিক্রমে নরক গমনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, এরূপ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয়, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন দৃষ্টে, স্ত্রীদিগের যথাবিধানে পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ বোধ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। দীর্ঘতমার বাক্যের যথার্থ অর্থ এই যে, অদ্যাবধি আমি লোকে

---

(৪৫) বর। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণও এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ স্ত্রী পতিপরায়ণা হইয়াই জীবন কাল ক্ষেপণ করিবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবে না; অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী কেবল পতিকে অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেক, স্বামীর জীবদ্দশায় অথবা মরণানন্তর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে পতিতা হইবেক।

পূর্ব্বকালে ব্যভিচার দোষ দোষ বলিয়া গণ্য ছিল না, ইহা মহাভারতের স্থলান্তরে, সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যথা,

> ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে।
> নাতিবর্ত্তব্য ইত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥
> শেষেষ্বন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি।
> ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে॥ (৪৬)

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে পতিব্রতে রাজপুত্রি! ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে, প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবেক না; অবশিষ্ট অন্য অন্য সময়ে স্ত্রী সচ্ছন্দচারিণী হইতে পারে; সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ ঋতুকালে স্ত্রী, সন্তানশুদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীরই সেবা করিবেক, অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না; ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারে। এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্বকালে সাধুসমাজে ধর্ম্ম বলিয়াও পরিগৃহীত ছিল। স্ত্রীজাতির এই সচ্ছন্দ বিহারের যে প্রথা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, দীর্ঘতমা সেই প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত নিয়মস্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘতমা স্পষ্ট কহিতেছেন, স্বামী জীবিত থাকিতে, অথবা স্বামী মরিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না, অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, পতিতা হইবেক। ইহা দ্বারা স্ত্রীর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবার নিবারণই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; নতুবা, শাস্ত্রের বিধানানুসারে, পুরুষান্তরকে আশ্রয় করিতে পারিবেক না, এমন তাৎপর্য্য নহে। ঐ প্রকরণের

---

(৪৬) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, চিরপ্রচলিত ব্যভিচার ধর্ম্মের নিষেধ-ভিন্ন, যথাবিধানে পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণের নিষেধ, বোধ হয় না। যথা,

পুত্ত্রলাভাচ্চ সা পত্নী ন তুতোষ পতিং তদা।
প্রদ্বিষন্তীং পতির্ভার্য্যাং কিং মাং দ্বেক্ষতি চাব্রবীৎ॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং সদা।
নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তা ন ভরেয়ং মহাতপঃ॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ কোপসমন্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ পত্নীং প্রদ্বেষীং সসুতাং তদা।
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলং ধনার্থশ্চ ভবিষ্যতি॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ত্বয়া দত্তং ধনং বিপ্র নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্।
যথেষ্টং কুরু বিপ্রেন্দ্র ন ভরেয়ং যথা পুরা॥

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
অপতীনান্তু নারীণামদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভৃশকোপিতা।
গঙ্গায়াং নীয়তামেষ পুত্ত্রা ইত্যেবমব্রবীৎ॥
লোভমোহাভিভূতাস্তে পুত্ত্রাস্তং গৌতমাদয়ঃ।
বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্॥

কস্মাদন্ধশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যোঽয়মিতি স্ম হ।
চিন্তয়িত্বা তত ক্রূরাঃ প্রতিজগ্মুরথো গৃহান্ ॥ (৪৭)

দীর্ঘতমার পত্নী পুত্রলাভ হেতু আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। তখন দীর্ঘতমা পত্নীকে দ্বেষ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কেন তুমি আমাকে দ্বেষ কর। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলে, এবং পালন করেন এই নিমিত্ত পতি বলে। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, আমি তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া সতত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি; আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নী প্রদ্বেষী ও পুত্রগণকে কহিলেন, আমাকে রাজকুলে লইয়া চল, তাহা হইলে ধন লাভ হইবেক। প্রদ্বেষী কহিলেন, আমি তোমার উপার্জ্জিত ধন চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর; আমি পূর্ব্বের মত ভরণ পোষণ করিব না। দীর্ঘতমা কহিলেন, আজি অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিতে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না; অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা হইবেক। আজি অবধি যে সকল স্ত্রী, পতিকে ত্যাগ করিয়া, অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক, তাহাদের পাতক হইবেক; সমস্ত ধন থাকিতেও তাহারা ভোগ করিতে পাইবে না এবং নিয়ত তাহাদের অযশ ও অপবাদ হইবেক। ব্রাহ্মণী, দীর্ঘতমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া, পুত্রদিগকে কহিলেন, ইহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও। গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরাও, লোভে ও মোহে অভিভূত হইয়া, পিতাকে ভেলায় বাঁধিয়া, এবং অন্ধ ও বৃদ্ধকে কেন ভরণ পোষণ করিব এই বিবেচনা করিয়া, গঙ্গায় ক্ষেপণ করিল, এবং তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দীর্ঘতমার ব্রাহ্মণী জন্মান্ধ পতির ভরণ পোষণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন, আর কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া, অতঃপর তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে অসম্মতা হইলেন। তদ্দর্শনে দীর্ঘতমা কুপিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক; স্ত্রী, পতির প্রতি অনাদর করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, পতিতা হইবেক। তিনি, আপনার প্রতি স্বস্ত্রীর

(৪৭) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

অনাদর দেখিয়া, মনে ভাবিয়াছিলেন, এ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগসুখে কাল হরণ করিবার পথ দেখিতেছে। এই কারণে কুপিত হইয়া, স্ত্রীদিগের চিরপ্রচলিত স্বেচ্ছাবিহার রহিত করিবার নিমিত্ত, এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বকালে, স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছাবিহার সাধুসমাজে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল, কেহ উহাতে দোষ দর্শন করিতেন না। তদনুসারে, দীর্ঘতমার পত্নী সেই সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, সাধুসমাজে নিন্দনীয় ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতেন না। এই নিমিত্ত, দীর্ঘতমা নিয়ম করিলেন, অতঃপর যে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবেক, সে পতিতা ও অপবাদগ্রস্তা হইবেক। যদি দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপনের এরূপ তাৎপর্য্য বল যে, স্ত্রী কোনও মতেই, অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধানানুসারেও, পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবেক না, তাহা হইলে যে দীর্ঘতমা এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, তিনিই স্বয়ং, এই নিয়ম স্থাপনের অব্যবহিত পরে, কি রূপে বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ব্ভে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। যথা,

সোঽনুস্রোতস্তদা বিপ্রঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
জগাম সুবহূন্ দেশানন্ধস্তেনোড়ুপেন হ॥
তন্তু রাজা বলির্নাম সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
অপশ্যন্মজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাসমাগতম্॥
জগ্রাহ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বৈবং স চ বব্রেঽথ পুত্রার্থে ভরতর্ষভ॥
সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যাসু মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থকুশলানুৎপাদয়িতুমর্হসি॥
এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানৃষিঃ।
তস্মৈ স রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং প্রাহিণোত্তদা॥ (৪৮)

সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশ অতিক্রম করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজা বলি সেই কালে গঙ্গায় স্নান করিতে-

(৪৮) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০১ অধ্যায়।

ছিলেন, তিনি স্রোত দ্বারা নিকটাগত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাই-লেন, এবং তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া, পুত্রের নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্মপরায়ণ কার্য্যদক্ষ পুত্র উৎপাদন করুন। তেজস্বী দীর্ঘতমা, এই রূপে প্রার্থিত হইয়া, অঙ্গীকার করিলেন। তখন রাজা স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

অতএব দেখ, যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, শাস্ত্রের বিধানানুসারেও, স্ত্রীর পুরুষান্তরসেবন পাতিত্য-জনক হইবেক, তাহা হইলে তিনি, স্বয়ং নিয়মকর্ত্তা হইয়া, কখনই বলিরাজার ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে সম্মত হইতেন না; অবশ্যই পুত্রপ্রার্থী বলিরাজাকে পুত্রোৎপাদনার্থে স্বস্ত্রীর পরপুরুষে নিয়োগ নিবারণ করিতেন। আর মহাভারতেরই স্থলান্তরে দৃষ্ট হইতেছে, (৪১) অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঐ নিয়মস্থাপনের পর নাগরাজ ঐরাবত অর্জ্জুনকে বিধবা কন্যা দান করিতেন না, এবং অর্জ্জুনও নাগরাজের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন না। বস্তুতঃ, পুত্রাভাবে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন ও পতিবিয়োগে স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ শাস্ত্রবিহিত; সুতরাং উক্ত উভয় বিষয়ের সহিত দীর্ঘতমার লোকব্যবহারমূলক অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার ধর্ম্ম নিবারক নিয়ম স্থাপনের কোনও সংস্রব ঘটিতে পারে না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দীর্ঘতমা পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত ব্যভিচার-দোষের নিবারণার্থই নিয়মস্থাপন করিয়াছিলেন।

উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতুও ব্যভিচারধর্ম্মের নিবারণার্থ এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা,

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।

---

(৪১) ৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে ॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অস্মিংস্তু লোকে নচিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তম্মে বিস্তরতঃ শৃণু ॥
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে ॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব ॥
ক্রুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ।
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি।
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদাপ্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্।
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি ॥
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি ॥
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ।

উদ্দালকস্য পুত্রেণ ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা ॥ (৫০)

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন, হে সুমুখি চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধা, স্বাধীনা ও সচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে, তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল; ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম; ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন; উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই শ্বেতকেতু, যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া, এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুন। একদা উদ্দালক, শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র, এই রূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন সচ্ছন্দবিহার করে, মনুষ্যেরাও সেই রূপ স্ব স্ব বর্ণে সচ্ছন্দবিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু, সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক। এবং যে স্ত্রী, পতি কর্ত্তৃক পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক, তাহারও সেই পাতক হইবেক। হে ভয়শীলে! সেই উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু বলপূর্ব্বক পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।

দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, তাহাই সম্যক্ সঙ্গত বোধ হইতেছে। আর, যদি এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট

(৫০) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

হইয়া, ঐ নিয়মস্থাপনকে একান্তই বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহনিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলেও কলিযুগে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিরাকৃত হইতে পারে না। স্বীকার করিলাম, দীর্ঘতমা বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ নিবারণার্থেই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যুগবিশেষের নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং, ঐ নিয়ম সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষেই স্থাপিত হইয়াছে, বলিতে হইবেক। কিন্তু পরাশর বিশেষ করিয়া কলিযুগের পক্ষে বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, পরাশরের বিশেষ বিধি দীর্ঘতমার সামান্য বিধি অপেক্ষা বলবান্ হইতেছে। আর, যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনকে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে না বলিয়া, কেবল কলিযুগবিষয়ক বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহাতেও ক্ষতি হইতে পারে না; কারণ, দীর্ঘতমা, স্থলবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া, সামান্যতঃ কলিযুগে বিবাহিত স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু পরাশর বিশেষ করিয়া পাঁচটী স্থল ধরিয়া বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন সামান্য বিধি ও পরাশরের বিধান বিশেষ বিধি হইতেছে। সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্ হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন কদাচ কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধপ্রতিপাদক হইতে পারে না।

৯—বৃহৎ পরাশরসংহিতা

বিধবাবিবাহের নিষেধিকা নহে।

কেহ কহিয়াছেন(৫১), পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ বচনে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন, ইহাতে পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণামাত্র।

অন্যদত্তা তু যা নারী পুনরন্যায় দীয়তে।
তস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা॥
উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥ ইত্যাদি

যে স্ত্রী অন্যকে দত্তা হইয়াছে, তাহাকে পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিলে, তাহার অন্ন অভক্ষণীয়; যেহেতু সে পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহিতা কথিতা হইয়াছে।
যে উপপতির পুত্র, এবং যে দুই বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি, এবং তাহার ঔরসজাত সন্তান; ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার দোষকীর্ত্তন আছে, অতএব পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণামাত্র, এই কথা, বিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, বলা হইয়াছে। কারণ, যদি কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধি না থাকিত, তাহা হইলে কলিযুগে বিধবাবিবাহের সম্ভাবনাই থাকিত না। যখন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিধবাবিবাহ কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যদি কলিযুগে বিধবাবিবাহের প্রসক্তিই না থাকিত, তাহা হইলে পুনর্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধও থাকিত না। সম্ভাবনা না থাকিলে,

---

(৫১) বর।

নিষেধের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব, বৃহৎপরাশরসংহিতার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দ্বারা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ না জন্মিয়া, বরং বিহিত বলিয়াই বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। পরাশরসংহিতার নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে পাঁচ স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দৃষ্ট হইতেছে (৫২), তাহা যথার্থ বিবাহের বিধি কি না এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে, বৃহৎপরাশরসংহিতার অন্যদত্তা তু যা নারী এই বচনে বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দর্শন দ্বারা তাঁহাদের সেই সংশয়ের নিরাকরণ হইতে পারিবেক। ফলতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়, বৃহৎ-পরাশরসংহিতার বচন দ্বারা বিধবাবিবাহব্যবস্থার খণ্ডনে উদ্যত হইয়া, বিলক্ষণ পোষকতাই করিয়াছেন।

যদি বল, যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহার অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিধবার বিবাহ কোনও ক্রমে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। যদি অষ্টবর্ষীয়া কন্যা বিধবা হয় এবং সে পুনরায় বিবাহ না করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে, তাহারও অন্ন-ভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

অবীরায়াস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্। (৫৩)

যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে।

দেখ অন্ন ভক্ষণ নিষেধ কল্পে বিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী উভয়বিধ বিধবারই তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং, পুনর্বার বিবাহিতা বিধবাকে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা অধিক হেয় জ্ঞান করিবার এবং বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধসূচক বলিবার কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না।

কিঞ্চ,

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।

পরপূর্ব্বাপতির্জ্জাতা বর্জ্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥

যে উপপতির পুত্র এবং যে দুই বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি এবং তাহার

(৫২) চতুর্থ অধ্যায়।

(৫৩) প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত অঙ্গিরার বচন।

ঔরসজাত সন্তান, ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

প্রতিবাদী মহাশয় এই বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উভয়েরই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ এই যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কোনও মতে সংলগ্ন হইতে পারে না; কারণ, পরপূর্ব্বাপতিঃ এবং জাতাঃ উভয়ই প্রথমান্ত পদ আছে। বিশেষ্য বিশেষণ ভিন্ন স্থলে দুই প্রথমান্ত পদের অন্বয় হয় না। কিন্তু এ স্থানে বিশেষণস্থল বলিবার পথ নাই, যেহেতু পরপূর্ব্বাপতিঃ পদ একবচনান্ত ও জাতাঃ বহুবচনান্ত আছে। সঙ্খ্যাবাচকভিন্ন স্থলে একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত পদের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয় হয় না। উদ্দেশ্য বিধেয় অথবা প্রকৃতি বিকৃতি স্থল বলিয়া মীমাংসা করাও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ, পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ এরূপ পাঠ নহে, পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ এই পাঠই সংলগ্ন ও প্রকরণানুযায়ী বোধ হয়। মনুসংহিতাতে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জ্জনীয় স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই উভয়ের উল্লেখ আছে। যথা

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥ ৩। ১৬৬॥

মেষব্যবসায়ী, মহিষব্যবসায়ী, পরপূর্ব্বাপতি এবং প্রেতনির্হারক অর্থাৎ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের শবদাহাদিকারী, ইহারা দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এ স্থলে মনু পরপূর্ব্বাপতিকেই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয় কহিয়াছেন, পরপূর্ব্বাপতির ঔরসজাত পুত্রের কথা কহিতেছেন না। আর,

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ॥ মনু। ৩। ১৭৩॥

যে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার নিয়োগধর্ম্মানুসারে নিযুক্তা ভার্য্যাতে বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত হয়, তাহাকে দিধিষূপতি বলে।

মনু দৈব পৈত্র্য কার্য্যে বর্জনীয় দিধিষূপতির যেরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, তদনুসারে দিধিষূপতি শব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এ অর্থ

বুঝায় না; যে ব্যক্তি, নিয়োগধর্ম্মানুসারে মৃত ভ্রাতার ভার্য্যায় পুত্রোৎ-পাদনে নিযুক্ত হইয়া, বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই দিধিষূপতি বলে, এবং সেই দিধিষূপতিই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়। আর, পরপূর্ব্বাপতি শব্দেও এস্থলে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি বুঝাইবেক না; যে নারী, অপকৃষ্ট স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে; সেই পরপূর্ব্বার যে পতি তাহার নাম পরপূর্ব্বাপতি। যথা,

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥ মনু। ৫।১৬৩॥

যে নারী, স্বীয় অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে, সে লোকে নিন্দনীয়া হয়, এবং তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ এই,

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥

যে ব্যক্তি উপপতির সন্তান অর্থাৎ উপপতি দ্বারা উৎপাদিত হয়; যে ব্যক্তি দিধিষূপতি অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্মানুসারে ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়; আর যে ব্যক্তি পরপূর্ব্বাপতি অর্থাৎ স্ত্রী অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে যে পুরুষকে আশ্রয় করে; ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ সর্ব্বপ্রকারে সংলগ্ন হয়। কারণ, উপপতি-সন্তান, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি ইহারা সকলেই অত্যন্ত নিন্দনীয়; এজন্য যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয় বলিয়াছেন। আর, যদি দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই দুয়ের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া, দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি উভয় শব্দেরই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এই অর্থ বল, তাহা হইলে দিধিষূপতি ও পর-পূর্ব্বাপতি এই উভয় শব্দ ধরিয়া বর্জন করিবার প্রয়োজন কি; দিধিষূপতি অথবা পরপূর্ব্বাপতি এ উভয়ের এক শব্দ ধরিয়া বর্জন করিলেই, দ্বিতীয়

বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতির বর্জন হইতে পারিত। যখন দুই শব্দ ধরিয়া স্বতন্ত্র বর্জন করা হইয়াছে, তখন এ স্থলে দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবেক। বৃহৎপরাশরসংহিতার দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে, সংশয় উপস্থিত হইলে মনুবাক্য অবলম্বন করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। যথা,

দার্ঢ্যার্থং দৃশ্যতে রূঢ়ের্মানবং লিঙ্গমেব চ।

রূঢ় শব্দের অর্থের দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে মনুবাক্যই অবলম্বনীয় দৃষ্ট হইতেছে।

অতএব এ স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই যে গ্রহণ করিতে হইবেক, সে বিষয়ে কোনও সংশয় করা যাইতে পারে না।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয় পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ এই যে পাঠ ধরিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি ও তাহার ঔরসজাত সন্তান এই যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহা কোনও ক্রমে সংলগ্ন ও প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয় কহিয়াছেন, পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন। অতএব এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের প্রণীত কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। পরাশরসংহিতা ও বৃহৎ-পরাশরসংহিতা এ উভয় গ্রন্থের বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে, বৃহৎপরাশরসংহিতা যে পরাশরের প্রণীত ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। পরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে,

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর বিস্তারিত রূপে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে পরাশর, ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়স্তথা।

হে পুত্র আমি ধর্ম্ম বলিব শ্রবণ কর, এবং মুনিরাও শ্রবণ করুন। ইহা দ্বারা পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে,

পরাশরো ব্যাসবচোঽবগম্য যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্।
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণহিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ॥

পরাশর ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া, চারি আশ্রমের নিমিত্ত এবং চারি বর্ণের হিতের নিমিত্ত, বর্ত্তমান কলিযুগের উপযুক্ত যে শাস্ত্র কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সুব্রত তাহা কহিবেন।

শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ॥

পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া, তপস্বী সুব্রত চারি আশ্রমের হিতকর এই শাস্ত্র কহিয়াছেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের স্বয়ং প্রণীত নহে, পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, সুব্রতনামা এক ব্যক্তি, পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া, সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা দুই সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি, এক সংহিতা পরাশরের স্বয়ং প্রণীত বলিয়া পরিগৃহীত, অপর সংহিতা পরাশরের অনুমত্যনুসারে সুব্রতনামক এক ব্যক্তির সংকলিত বলিয়া উল্লিখিত। পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত তাহার প্রমাণ পরাশরসংহিতার আরম্ভ দেখিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; এবং বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, কুবের, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তারাও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই পরাশরের নাম দিয়া যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং মাধবাচার্য্যও পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, যে সমস্ত কারণ থাকিলে, গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে

সে সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু বৃহৎপরাশর-সংহিতার বিষয়ে সেরূপ কোনও কারণ উপলব্ধ হইতেছে না। বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থের কোনও স্থলেই বৃহৎপরা-শরসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কেহ ভাষ্য লিখিয়াও যান নাই। আর বৃহৎপরাশরসংহিতার বিষয়ে প্রামাণ্যব্যবস্থাপক কোনও হেতু উপলব্ধ হয় না এই মাত্র নহে, বরং যদ্দ্বারা প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে, এরূপ হেতুও উপলব্ধ হইতেছে।

প্রথমতঃ, সুব্রত কহিয়াছেন, পরাশর ব্যাসদেবকে যে সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, আমি লোকহিতার্থে সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিতেছি। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়, সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু উভয় সংহিতার আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পরাশর স্বয়ং যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা পরাশরসংহিতাতে সঙ্কলিত আছে; কিন্তু বৃহৎপরা-শরসংহিতাতে তদতিরিক্ত অনেক কথা দৃষ্ট হইতেছে। বৃহৎপরাশর-সংহিতাতে শ্রাদ্ধ, শান্তি, ধ্যানযোগ, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ আছে; পরাশরসংহিতাতে এ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নাই। যদি সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে কেবল পরাশরোক্ত ধর্ম্ম মাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত কথা থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। আর যদিও অতিরিক্ত কথা থাকা কথঞ্চিৎ সম্ভব বল, কিন্তু বৃহৎ-পরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিরুদ্ধ কথা থাকা কোনও ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বৃহৎপরাশর-সংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিপরীত ব্যবস্থা অনেক আছে। যথা,

পরাশরসংহিতা।

জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকী ভবেৎ ॥ ৩ অ ॥

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারহীন, সন্ধ্যোপাসনাশূন্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

সন্ধ্যাচারবিহীনে তু সূতকে ব্রাহ্মণে ধ্রুবম্।
অশৌচং দ্বাদশাহং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ॥ ৬ অ॥

পরাশর কহিয়াছেন, সন্ধ্যোপাসনা ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচ হইবেক।

পরাশরসংহিতা।

দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥ ৩ অ॥

দশ রাত্রি অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে, বিদেশস্থ ব্যক্তি ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হইবেক, সংবৎসরের পর সদ্যঃশৌচ।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

দেশান্তরগতে জাতে মৃতে বাপি সগোত্রিণি।
শেষাহানি দশাহার্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচমতঃ পরম্॥ ৬ অ॥

বিদেশস্থ ব্যক্তি দশাহের মধ্যে জননাশৌচ ও মরণাশৌচের কথা শ্রবণ করিলে, অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবেক; দশাহের পর সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতা।

ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং গোবন্দীগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রন্তু সূতকম্॥ ৩ অ॥

ব্রাহ্মণার্থে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, এক রাত্রি অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

গোদ্বিজার্থে বিপন্না যে আহবেষু তথৈব চ।
তে যোগিভিঃ সমা জ্ঞেয়াঃ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥ ৯ অ॥

যাহারা গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক, তাহারা যোগীর তুল্য, তাহাদের মরণে সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতাতে নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে দ্বাদশাহ অশৌচ, বিহিত আছে। পরাশরসংহিতাতে, দশরাত্র

অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে, বিদেশস্থ ব্যক্তির ত্রিরাত্রাশৌচ, বৃহৎ-পরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ, বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, পরাশরসংহিতাতে একরাত্রাশৌচ, বৃহৎ-পরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ, বিহিত আছে। এই সকল ব্যবস্থা যে পরস্পর বিপরীত, বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। দুই সংহিতাতে এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা বিস্তর আছে, অনাবশ্যক বিবেচনায় এস্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইল না। যদি সুব্রত বৃহৎপরা-শরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম মাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়সংহিতার ব্যবস্থা পরস্পর এত বিপরীত হইল কেন। ফলতঃ, এই দুই সংহিতা এক জনের প্রণীত, অথবা এক জনের উক্ত ধর্ম্মের সংগ্রহ, কদাচ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, পরাশরভাষ্যের লিখন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মাধবাচার্য্যের সময় বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়া-ধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া, মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

> যদ্যপি স্মৃত্যন্তরেষ্বিব অত্রাপি বর্ণধর্ম্মানন্তরমাশ্রমধর্ম্মা বক্তু-
> মুচিতাস্তথাপি ব্যাসেনাপৃষ্টত্বাদাচার্য্যেণোপেক্ষিতাঃ।
> অস্মাভিস্তু শ্রোতৃহিতার্থায় তেঽপি বর্ণ্যন্তে।

যদিও, অন্যান্য সংহিতার ন্যায়, পরাশরসংহিতাতেও বর্ণধর্ম্ম-নিরূপণের পর আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করা উচিত ছিল; কিন্তু ব্যাসদেব আশ্রমধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত আচার্য্য (পরাশর) তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শ্রোতৃবর্গের হিতার্থে সে সমুদায় বর্ণন করিতেছি।

পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া, ভাষ্যকার অন্যান্য ঋষির সংহিতা হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে বিস্তারিত রূপে আশ্রমধর্ম্মের বর্ণন আছে। যদি মাধবাচার্য্যের সময় বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি, ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ কথা কহিতেন না; এবং অন্যান্য ঋষির সংহিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া পরাশরের ন্যূনতা পরিহার করিতেন না। পরা-

শরোক্ত আশ্রমধর্ম্ম সংহিতান্তরে সঙ্কলিত সত্ত্বে, ভাষ্যকারের এরূপ নির্দ্দেশ, ও অন্যান্য মুনির সংহিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া পরাশরের ন্যূনতা পরিহারে যত্ন, করা কোনও ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতা নামে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল না।

অতএব দেখ, যখন বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, চণ্ডেশ্বর, শূলপাণি, কুবের, হেমাদ্রি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থে বৃহৎপরাশরসংহিতার নামগন্ধও পাওয়া যায় না; যখন মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতানামক গ্রন্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না; এবং যখন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সর্ব্বসম্মত পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত ও বিপরীত কথা অনেক লক্ষিত হইতেছে; তখন বৃহৎপরাশরসংহিতাকে পরাশরপ্রণীত অথবা পরাশরোক্তধর্ম্মসংগ্রহ বলিয়া কোনও মতেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই, বৃহৎপরাশরসংহিতা অমূলক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া চিরন্তন প্রবাদ আছে। অতএব প্রতিবাদী মহাশয় পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন, এই যে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, বৃহৎপরাশরসংহিতার যে দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া, কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধসাধনে উদ্যত হইয়াছেন, ঐ দুই বচনের প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তদ্দ্বারা কলিযুগে বিধবাবিবাহ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, যদিই ঐ দুই বচন দ্বারা কথঞ্চিৎ বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলেও কোনও ক্ষতি হইতে পারিত না; কারণ, অমূলক অপ্রামাণিক সংহিতা অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বসম্মত প্রামাণিক সংহিতার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা কোনও ক্রমেই বিচারসিদ্ধ ও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১০—পরাশরসংহিতা

কেবল কলিধর্ম্মনির্ণায়ক,

অন্যান্য যুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক নহে।

কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, পরাশরসংহিতাতে যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এমত নহে ; অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপিত আছে (৫৪)। এ আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহা স্থির হয়, পরাশরসংহিতাতে অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা হইলে পরাশর বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা কলিযুগের ধর্ম্ম না হইয়া অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম হইবেক ; তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহ কলিযুগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম হইল না। পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধ, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভক্ষণ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়নাদি কারণে ব্রাহ্মণাদির অশৌচসঙ্কোচ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের বিধি আছে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই সমস্ত সত্যাদি যুগত্রয়ের ধর্ম্ম, কলিযুগের ধর্ম্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে (৫৫) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। সুতরাং, পরাশরসংহিতাতে যে কলিভিন্ন অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইবেক, তাহা কোনও মতেই সম্ভব নহে। অতএব, সংহিতার অভিপ্রায় দ্বারা অশ্বমেধাদি যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। তবে

---

(৫৪) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।
শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ।
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত রামনিধি বিদ্যাবাগীশ।
বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত ঠাকুরদাস শর্ম্মা।
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন। শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।

(৫৫) ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে অশ্বমেধাদি কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহা দেখিয়াই প্রতিবাদী মহাশয়েরা অশ্বমেধাদিকে যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অশ্বমেধাদি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোনও কোনও শাস্ত্রে অশ্বমেধাদি কলিযুগে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং সে সমুদায় কলিযুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না। যখন পরাশরসংহিতাতে সেই অশ্বমেধাদি ধর্ম্মের বিধি আছে, তখন পরাশরসংহিতাতে কলিভিন্ন অন্যযুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে।

এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক, আদিপুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে যে সকল নিষেধ আছে, সে সমুদায় কলিযুগে নিষেধ বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে কি না। আমাদের দেশে আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস গ্রন্থ নাই, সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, যত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণের ঐ সমস্ত নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। ঐ তিন গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, কলিযুগে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যখন নিষেধ সত্ত্বেও সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে, তখন ঐ সকল নিষেধ প্রকৃত রূপে প্রতিপালিত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। বিবাহিতার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয়স্ত্রীবিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্ত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, অগ্নিপ্রবেশ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্ত্রপরিগ্রহ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসংকোচ, শূদ্রজাতিমধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভক্ষণ, ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদিপুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কলিযুগে অশ্বমেধ, অগ্নিপ্রবেশ, কমণ্ডলুধারণ অর্থাৎ যতিধর্ম্ম, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য,

সমুদ্রযাত্রা, মহাপ্রস্থানগমন ও বিবাহিতার বিবাহ এই কয়েক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা,

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৫৬)। কিন্তু তাঁহারা যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান গমন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। আর পূর্ব্বে (৫৭) দর্শিত হইয়াছে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥ (৫৮)

শূদ্রক ঋগ্বেদ, সামবেদ, গণিতশাস্ত্র, চতুঃষষ্টি কলা ও হস্তিশিক্ষা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, মহাদেবের প্রসাদে নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া, পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ু লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। (৫৯)

---

(৫৬) শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥
কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

(৫৭) ৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫৮) মৃচ্ছকটিক। প্রস্তাবনা।

(৫৯) স্কন্দপুরাণে ভবিষ্যবৃত্তান্তে এই শূদ্রকের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। যথা,
ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশ ন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি।
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি।

রাজা প্রবরসেন চারি বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি দেবশর্ম্মাচার্য্যনামক ব্রাহ্মণকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই দানের শাসনপত্রে তাঁহার চারি বার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (৬০)। যথা,

চতুরশ্বমেধযাজিনঃ বিষ্ণুবৃদ্ধসগোত্রস্য সম্রাজঃ কাটকানাং মহারাজশ্রীপ্রবরসেনস্য ইত্যাদি।

অশ্বমেধচতুষ্টয়কারী, বিষ্ণুবৃদ্ধরাজার বংশোদ্ভব, কাটকদেশের অধীশ্বর, মহারাজ শ্রীপ্রবরসেন ইত্যাদি।

প্রবরসেনের পূর্ব্ব পুরুষেরা দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ শাসনপত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,

দশাশ্বমেধাবভৃথস্নাতানাম্।

দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছেন।

কশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

---

চর্চ্চিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যৎ নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥

কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে, এই পৃথিবীতে শূদ্রক রাজা হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। তিনি পাপিষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ সমস্ত রাজাদিগের বধ করিবেন এবং চর্চ্চিতাতে আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দবংশ নিপাত করিবেন এবং শুক্লতীর্থে আরাধনা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তৎপরে ৬১০ বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

(৬০) এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৩৬ সালের নবেম্বর মাসের পুস্তকের ৭২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।
ভূরিরোগার্দ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জাতবেদসম্॥ ৩১৪ ॥ (৬১)

উগ্রস্বভাব রাজা মিহিরকুল, ৭০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া, নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

রাজা মিহিরকুল সসৈন্য সিংহলে গিয়া সিংহলেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। যথা,

স জাতু দেবীং সংবীতসিংহলাংশুককঞ্চুকাম্।
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা॥ ২৯৬॥
সিংহলেষু নরেন্দ্রাঙ্ঘ্রিমুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তে পটঃ।
ইতি কঞ্চুকিনা পৃষ্টেনোক্তো যাত্রাং ব্যধাত্ততঃ॥ ২৯৭ ॥
তৎসেনাকুম্ভিদানাম্ভোনিম্নগাকৃতসঙ্গমঃ।
যমুনালিঙ্গনপ্রীতিং প্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ॥ ২৯৮ ॥
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সংরম্ভাদুদপাটয়ৎ।
চিরেণ চরণস্পৃষ্টপ্রিয়ালোকনজাং রুষম্॥ ২৯৯ ॥ (৬২)

রাজমহিষী সিংহলদেশীয়বস্ত্রনির্ম্মিত কাঁচুলী পরিয়াছিলেন; তাঁহার স্তনোপরি স্বর্ণময় পদচিহ্ন দেখিয়া, রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, সিংহল দেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে। ইহা শুনিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাসংক্রান্ত হস্তিগণের গণ্ডস্থলনির্গত মদজল নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত পতিত হওয়াতে, দক্ষিণ সমুদ্র যমুনার আলিঙ্গনপ্রীতি প্রাপ্ত হইল। রাজা মিহিরকুল, সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মহিষীর স্তনমণ্ডলে তদীয় চরণস্পর্শ জন্য কোপ শান্তি করিলেন।

রাজা জয়াপীড়ের দূত লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং ইহাও সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকার অপর এক প্রমাণ হইতেছে। যথা,

---

(৬১) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।
(৬২) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোঽথ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোঽম্বুধৌ।
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসাত্তিমিমুৎপাট্য নির্গতঃ ॥ ৫০৩ ॥(৬৩)

সেই রাজদূত গমনকালে নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হন। এক তিমি তাঁহাকে গ্রাস করে; পরে তিনি, তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া, সমুদ্র পার হন।

কশ্মীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বং সন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্যতিঃ ॥ ৩২২ ॥ (৬৪)

অনন্তর পুণ্যবান্ মাতৃগুপ্ত সমুদায় সাংসারিক বিষয় ত্যাগ, বারাণসী গমন, ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। (৬৫)

রাজা সুবস্তু, ১০১৮ সংবতে, হর্ষদেবনামক শিবের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রশস্তিপত্রে রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা,

আজন্মব্রহ্মচারী দিগমলবসনঃ সংযতাত্মা তপস্বী
শ্রীহর্ষারাধনৈকব্যসনশুভমতিস্ত্যক্তসংসারমোহঃ।
আসীদ্যো লব্ধজন্মা নবতরবপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুবস্তু-
স্তেনেদং ধর্ম্মবিত্তৈঃ সুঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যম্ ॥ (৬৬)

যে সুবস্তু যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, দিগম্বর, সংযত, তপস্বী, হর্ষদেবের আরাধনে একান্তরত, সংসারমায়াশূন্য, সার্থজন্মা ও সুপুরুষ ছিলেন, তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষদেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

---

(৬৩) কহ্লণরাজতরঙ্গিনী। চতুর্থ তরঙ্গ।

(৬৪) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। তৃতীয় তরঙ্গ।

(৬৫) বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই যতিধর্ম্ম সচরাচর প্রচলিত আছে।

(৬৬) এসিয়াটিক সোসাটীর ১৮৩৫ সালের জুলাই মাসের পুস্তকের ৩৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

আসীন্নৈষ্ঠিকব্রহ্মপো যো দীপ্তপাশুপতব্রতঃ।

যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও পরম শৈব ছিলেন।

এইরূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, কলিযুগে অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, অগ্নিপ্রবেশ, যতিধর্ম্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহিতার বিবাহ এই কয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে। কলিযুগের ইদানীন্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্ব্বতন কালের লোকেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন ও অধিক শাস্ত্র মানিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা, আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া, অশ্বমেধ অগ্নিপ্রবেশাদি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালীন লোকেরা, পুরাণের নিষেধের অনুরোধে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে,

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

মহাত্মা পণ্ডিতেরা, লোকরক্ষার নিমিত্ত, কলির আদিতে, ব্যবস্থা করিয়া, অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে পরিশেষে লিখিত আছে,

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।

সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

এরূপ শাসন সত্ত্বেও, যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা, পুরাণের নিষেধে অনাদর করিয়া, অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ সকল নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না, তাহার কোনও সংশয় নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত, আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে। কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা অদ্যাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তেই নন্দপণ্ডিত দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন,

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ।

অর্থাৎ, যদিও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে কলিযুগে দত্তক

ও ঔরস এই দুইমাত্র পুত্রের বিধান থাকিতেছে ; কিন্তু যখন পরাশর কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন, তখন কলিযুগে কৃত্রিম পুত্রও বিধেয়।

অতিদূর তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি অতিদূরতীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নিষেধও নিষেধমাত্র লক্ষিত হইতেছে, কারণ যে সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য, বৌদ্ধদল পরাজয় পূর্ব্বক, বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। আর, অতি অল্প দিন হইল, বারাণসীধামে এক প্রধান ব্যক্তি (৬৭), পাপক্ষয় কামনায়, প্রায়োপবেশননামক অনাহারে প্রাণত্যাগরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

অতএব যখন পরাশর কলিযুগের পক্ষে অশ্বমেধের বিধি দিয়াছেন, এবং কলিযুগে সময়ে সময়ে রাজারা অশ্বমেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন অশ্বমেধ সত্যাদি তিন যুগের ন্যায় কলিযুগেরও ধর্ম্ম হইতেছে। সেইরূপ, অশৌচসঙ্কোচও যখন পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তখন তাহাও কলিযুগের ধর্ম্ম, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে এ কালে ব্রাহ্মণদিগকে অশৌচসঙ্কোচ করিতে দেখা যায় না, তাহার কারণ এই, যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও নিত্য বেদাধ্যয়ন করেন, পরাশর তাঁহার পক্ষেই অশৌচসঙ্কোচের বিধি দিয়াছেন। যথা,

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তিনি এক দিনে শুদ্ধ হয়েন, যিনি কেবল বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি তিন দিনে ; আর যিনি উভয়হীন তিনি দশ দিনে শুদ্ধ হয়েন।

ইদানীন্তন কালে যখন অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়নের প্রথা নাই, তখন সুতরাং তন্নিবন্ধন অশৌচসঙ্কোচের প্রথাও নাই। আর শূদ্রজাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভোজন যখন কলিধর্ম্ম বলিয়া পরাশর-

(৬৭) ৺ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংহিতাতে উল্লিখিত আছে, তখন তাহাও যে কলিযুগের ধর্ম্ম তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি বল, দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্নভোজন যদি পরাশরের মতানুসারে কলিযুগে বিধেয় হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণাদি তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণ কি ঐ সকল শূদ্রজাতির অন্নভক্ষণ করিতে পারিবেন। আমার বোধ হয়, অবশ্য পারিবেন এবং সচরাচর সকলে করিয়াও থাকেন; এবং পরাশরের দাস গোপালাদির অন্নগ্রহণবিধায়ক বচন এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই বচনের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রতিবাদী মহাশয়েরাও সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যথা,

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ॥

শুষ্ক অন্ন অর্থাৎ অপক্ব তণ্ডুলাদি, গোরস অর্থাৎ দুগ্ধাদি, এবং স্নেহ অর্থাৎ তৈলাদি, শূদ্রগৃহ হইতে আনীত হইয়া, ব্রাহ্মণগৃহে পক্ব হইলে পবিত্র হয়; মনু সেই অন্ন ভোজনীয় কহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের দত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদি গৃহে আনিয়া পাক করিয়া ভোজন করিতে পারেন, ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, সুতরাং, শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করিলে দোষ আছে, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥

আপৎকালে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তাহা হইলে, মনস্তাপ অথবা দ্রুপদ মন্ত্রের শত বার জপ দ্বারা শুদ্ধ হন।

আপৎকালে শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করা বিশেষ দোষাবহ নহে, ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং, আপদ্ ভিন্ন কালে শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করা দোষাবহ, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী ও শরণাগত ইহারা ভোজ্যান্ন, অর্থাৎ ইহাদের দত্ত তণ্ডুলাদি ইহাদের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিতে পারা যায়।

এই তিন বচন দ্বারা এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদি শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করিলে, শূদ্রান্ন ভোজন করা হয়; শূদ্রদত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আনিয়া পাক করিলে, তাহা শূদ্রান্ন হয় না। আপৎকালে কথঞ্চিৎ শূদ্রগৃহে শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে। কিন্তু কি আপদ্, কি অনাপদ্, সকল সময়েই দাস নাপিত গোপালাদির গৃহে তদ্দত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা দূষণাবহ নহে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলিযুগে এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণের বাধা কি। কেহই এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণে দোষ গ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাক করা অন্ন এই অর্থ বুঝিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলের শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাক করা অন্ন অভিপ্রেত নহে; তাহা হইলে, আদিত্যপুরাণে প্রথমতঃ দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষেধ করিয়া, কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের অন্ন পাকাদি নিষেধ করা হইত না (৬৮)। অব্যবহিত পরেই যখন শূদ্রের পক্ক অন্ন নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন পূর্ব্ব নিষেধ অগত্যা অপক্ক তণ্ডুলাদিরূপ অন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক, শাস্ত্রে শূদ্রের অপক্ক তণ্ডুলাদিকেই শূদ্রান্ন বলে। যথা,

আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে। (৬৯)

শূদ্রের অপক্ক অন্নকে পক্ক অন্ন ও পক্ক অন্নকে উচ্ছিষ্ট অন্ন বলে।

শূদ্রান্ন শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের শূদ্রান্নবিচার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা,

আমমন্নং দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহাবস্থিতং শূদ্রান্নম্।

তথাচাঙ্গিরাঃ

---

(৬৮) শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির শূদ্রজাতিমধ্যে দাস গোপাল কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরীর ভোজ্যান্নতা, অতিদূর তীর্থ যাত্রা, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের অন্ন পাকাদি ব্যবহার।

(৬৯) তিথিতত্ত্ব। দুর্গাপূজাতত্ত্ব।

শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্॥

নিবৃত্তেন শূদ্রান্নান্নিবৃত্তেন। অপি শব্দাৎ সাক্ষাৎ ঘৃততণ্ডুলাদি। স্বগৃহাগতে পুনরঙ্গিরাঃ

যথা যতস্ততো হ্যাপঃ শুদ্ধিং যান্তি নদীং গতাঃ।
শূদ্রাদ্বিপ্রগৃহেষন্নং প্রবিষ্টন্তু সদা শুচি॥

প্রবিষ্টেঽপি স্বীকারাপেক্ষামাহ পরাশরঃ

তাবদ্ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।
দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে॥

স্পৃশতি গৃহ্লাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সম্প্রোক্ষ্য গ্রাহ্যমাহ বিষ্ণুপুরাণম্

সম্প্রোক্ষয়িত্বা গৃহ্লীয়াৎ শূদ্রান্নং গৃহমাগতম্॥

তচ্চ পাত্রান্তরেণ গ্রাহ্যমাহাঙ্গিরাঃ

স্বপাত্রে যচ্চ বিন্যস্তং দুগ্ধং যচ্ছতি নিত্যশঃ।
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্যং দুগ্ধং স্বগৃহ আগতম্॥

এতেষু স্বগৃহ আগতস্যৈব শুদ্ধত্বং তদ্গৃহগতস্য শূদ্রান্নদোষভাগিত্বং প্রতীয়তে। (৭০)

শূদ্রদত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদিও, ভোজনকালে শূদ্রগৃহস্থিত হইলে, শূদ্রান্ন হয়; যেহেতু অঙ্গিরা কহিয়াছেন, শূদ্রান্ননিবৃত্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে দুগ্ধ দধি পর্য্যন্ত ভোজন করিবেন না, যেহেতু তাহাও শূদ্রান্ন। স্বগৃহাগত তণ্ডুলাদি বিষয়ে অঙ্গিরা কহিয়াছেন, যেমন জল যে সে স্থান হইতে আসিয়া নদীতে পড়িলেই শুদ্ধ হয়, সেইরূপ তণ্ডুলাদি শূদ্র-গৃহ হইতে ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেই শুদ্ধ হয়। পরাশর কহিয়া-ছেন, শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্বীকারের অপেক্ষা রাখে; যথা ব্রাহ্মণ যাবৎ না গ্রহণ করেন, তাবৎ শূদ্রান্নই থাকে, ব্রাহ্মণের হস্ত দ্বারা গৃহীত হইলে সমস্ত শুদ্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, শূদ্রান্ন প্রক্ষালন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়; যথা, শূদ্রান্ন স্বগৃহে আসিলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, শূদ্রান্ন পাত্রান্তর

(৭০) আহ্নিকতত্ত্ব।

করিয়া লইতে হইবেক; যথা, শূদ্র আপন পাত্রস্থ করিয়া যে দুগ্ধ দান করে, সেই দুগ্ধ স্বগৃহে আগত হইলে পাত্রান্তর করিয়া গ্রহণ করিবে। এই সকল বচনে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আসিলেই শুদ্ধ হয়, শূদ্রগৃহস্থিত হইলে শূদ্রান্ন দোষ হয়।

অতএব পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধাদির বিধি দেখিয়া, এবং ঐ সমস্ত অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম নহে, ইহা স্থির করিয়া, পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করেন নাই, কলিভিন্ন অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম্মনির্ণায়ক নহে; এরূপ মীমাংসা করা কোনও ক্রমেই বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

১১—পরাশরসংহিতার

আদ্যোপান্ত কলিধর্ম্মনির্ণায়ক,

কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্ম্মনির্ণায়ক নহে।

কেহ কেহ এই মীমাংসা করিয়াছেন, পরাশর, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া, তৃতীয় অবধি গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দশ অধ্যায়ে, সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা এই মীমাংসার হেতুস্বরূপ বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বারংবার কলিশব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত কোনও অধ্যায়েই কলিশব্দ নাই, বরং অশ্বমেধ প্রভৃতি কলিভিন্ন অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত দৃষ্ট হইতেছে; তৃতীয়তঃ, গ্রন্থ সমাপ্তিকালেও, আমি কলিধর্ম্ম কহিলাম বলিয়া, উপসংহার করেন নাই; বরং দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার করিয়াছেন। (৭১)

পূর্ব্বে (৭২) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে বলিয়া, কলিধর্ম্মনিরূপণ পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহা আংশিক স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তারা পরাশরসংহিতা বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ।

---

(৭১) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

(৭২) ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সকল কল্পেই কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য।

এ স্থলে পরাশরস্মৃতি কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া যেরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা আদ্যোপান্ত গ্রন্থই কলিধর্ম্মবিষয়ক ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নতুবা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় কলিযুগের পক্ষে, অবশিষ্ট দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগপক্ষে, এরূপ বোধ হয় না।

নন্দপণ্ডিত কহিয়াছেন,

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ।

কেবল দত্তক পদ আছে বটে, কিন্তু কৃত্রিম পুত্রও বুঝিতে হইবেক, যেহেতু পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধি দিয়াছেন।

পরাশরের এই পুত্রবিষয়ক বচন চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, সুতরাং নন্দপণ্ডিতের মতে চতুর্থ অধ্যায়ও কলিধর্ম্মনিরূপণপক্ষে হইতেছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত কহিয়াছেন,

নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্‌গ্রন্থপ্রণয়নাৎ।

নষ্টে মৃতে এই পরাশরের বচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কারণ, কেবল কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই নিরূপণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতা সঙ্কলন করা হইয়াছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত বিবাদাস্পদীভূত বিবাহবিষয়ক বচনের বিচারস্থলেই এরূপ লিখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার মতে আদ্যোপান্ত কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে।

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি॥

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর সংসর্গ করিয়া স্বয়ং পতিত হয়, মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ; যথা,

যে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে সংসর্গদোষক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর), কলিযুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্রায়ে, সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই।

কলিযুগে সংসর্গদোষ নাই, এই নিমিত্ত পরাশর সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই ; ভাষ্যকারের এই লিপি দ্বারা আদ্যোপান্ত কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। পরাশরসংহিতার শেষ নয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ আছে, সুতরাং কেবল প্রথম দুই অধ্যায়মাত্র কলিধর্ম্মবিষয়ক না হইয়া, সমুদায় গ্রন্থই কলিধর্ম্মনির্ণায়ক তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

এই রূপে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অতএব কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়মাত্র কলিধর্ম্মবিষয়ক, তদ্ভিন্ন দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ক, ইহা কেবল অপ্রামাণিক অকিঞ্চিৎকর কল্পনা মাত্র।

পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায় গ্রন্থের উপক্রমণিকাস্বরূপ, সুতরাং তাহাতে কলি ও কলিধর্ম্ম নিরূপণের কথা বারংবার আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভেও, অতঃপর কলিযুগের কর্ম্ম ও আচার বর্ণন করিব বলিয়া, একবার মাত্র কলিশব্দের প্রয়োগ আছে, তৎপরে আর কলিশব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, এই নিমিত্ত তদনন্তর আর কোনও স্থলেই কলিশব্দ প্রযুক্ত হয় নাই ; সুতরাং তৃতীয় অবধি নয় অধ্যায়ে, কলিশব্দ নাই বলিয়া, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে কলিধর্ম্মবিষয়ক ও তদ্ভিন্ন সমুদায় গ্রন্থ সর্ব্বযুগসাধারণবিষয় বলিয়া মীমাংসা করা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে যে অশৌচসঙ্কোচ ও অগ্নিপ্রবেশের বিধি আছে এবং একাদশ অধ্যায়ে যে দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্ন ভোজনের এবং দ্বাদশে যে অশ্বমেধের বিধি আছে, সে সমুদায় যুগান্তরীয় ধর্ম্ম, কলিযুগের ধর্ম্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত গ্রন্থ কলিধর্ম্ম বিষয়ে নহে, এই ব্যবস্থা যে সঙ্গত হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে(৭৩)

---

(৭৩) ১০৯ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর গ্রন্থসমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া উপসংহার নাই, যথার্থ বটে, কিন্তু যখন কলিধর্ম্ম বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন গ্রন্থসমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া নির্দ্দেশ না থাকিলে, কি ক্ষতি হইতেছে। উপক্রমে যখন কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা আছে, তখন উপসংহারে কলিধর্ম্মসমাপ্তির কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, কলিধর্ম্ম বলা হইল ব্যতিরিক্ত আর কি বুঝাইতে পারে। আর যেমন গ্রন্থসমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই, সেইরূপ সকল যুগের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াও উপসংহার নাই। যদি কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই বলিয়া সমুদায় গ্রন্থ কলিধর্ম্মনির্ণায়ক না বলা যায়, তবে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের উপসংহার না থাকিলে, সর্ব্বযুগধর্ম্মনির্ণায়ক বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, গ্রন্থের আরম্ভে যেরূপ কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব যখন উপক্রমে ও উপসংহারে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের কোনও উল্লেখ নাই, তখন শেষ দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগধর্ম্মনির্ণায়ক, এ কথা নিতান্ত অমূলক ও একান্ত অযৌক্তিক।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার যেরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতে পারে কি না। তাঁহাদের লিখন অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

এই উপক্রম অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকরণে কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায় সম্যক্ কথনানন্তর অধ্যায়সমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়াছেন। যথা

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ইতি পারাশরং ২ অং।

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক সকল অল্পায়ু হইবেক। এবং অবিরত পাপ কর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবে। অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে এই শ্লোক কলিধর্ম্ম কথনরূপ প্রকরণের উপসংহার কি না।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বচনের ঐ ব্যাখ্যা যথার্থ ব্যাখ্যা হইলে, কলিধর্ম্মের উপসংহার হইল বলিয়া বিবেচনা করিবার কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু উহা নিতান্ত বিপরীত ব্যাখ্যা, প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। তাঁহারা দুই বচনার্দ্ধকে এক বচন রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরবচনার্দ্ধের সহিত পূর্ব্ব বচনার্দ্ধের কোনও মতেই কোনও সংস্রব ঘটিতে পারে না। যে বচনের অর্দ্ধ লইয়া পরবচনের সহিত যোজনা করিয়া বিপরীত ব্যাখ্যা করত, প্রতিবাদী মহাশয়েরা কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার স্থির করিয়াছেন, সে বচন এই,

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ ॥ (৭৪)

শূদ্রেরা যদি দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি রূপ কর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারা অল্পায়ু হয় এবং নরকে পতিত হয়।

অবশিষ্ট অর্দ্ধ বচন ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

এই রূপে চারি বর্ণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম কহিয়া সমন্বয় করিতেছেন;

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

অতীতেষ্বপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

যত বার কলিযুগ অতীত হইয়াছে, সকল বারেই ব্রাহ্মণাদির কৃষি প্রভৃতি আছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত সনাতন এই শব্দ দিয়াছেন।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে পরাশর চারি বর্ণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কৃষি বাণিজ্য শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া,

---

(৭৪) পতন্তি নরকেষু চ এই স্থলে নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্ এই পাঠ ভাষ্যসম্মত। দুই পাঠেই অর্থ সমান।

চতুর্ণামপি বর্ণানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

চারিবর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বলিয়া জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণের প্রকরণ সমাপ্ত করিলেন; কলিধর্ম্ম নিরূপণ সমাপ্ত করিলেন, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না।

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ॥

যদি শূদ্রেরা দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি করে, তাহা হইলে তাহারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই বচনের উত্তরার্দ্ধকে পূর্ব্বলিখিত বচনার্দ্ধের সহিত যোজনা করিয়াছেন। যথা,

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।

চতুর্ণামপি বর্ণানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

তাহারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়। চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, চারি জনে যুক্তি করিয়া এই দুই বচনার্দ্ধকে এক বচন করিয়া লইয়াছেন, এবং আপনাদিগের মনোমত অর্থ লিখিয়াছেন। যথা,

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক সকল অল্পায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবেক। অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

তাঁহারা অনেক স্থলেই এইরূপ কল্পিত অর্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন করা অতি অন্যায়। পাঠকবর্গের অধিকাংশ মহাশয়ই সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের বোধার্থেই ভাষায় সংস্কৃত বচনের অর্থ লিখিতে হয়। তাঁহারা যখন ভাষা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন, তখন প্রত্যেক বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা লেখাই সর্ব্বাংশে উচিত কর্ম্ম। লোক ভুলাইবার নিমিত্ত কল্পিত ব্যাখ্যা লেখা সাধু লোকের উচিত নহে। যাহা হউক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত দুই বচনার্দ্ধের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার

প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যদি তাঁহারা ঐ ব্যাখ্যাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আর আর স্থলে যে সকল কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, সে সমুদায়কে প্রকৃত ব্যাখ্যা ও কলিযুগে বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে রূপ কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাহা যে কোনও ক্রমেই সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তাঁহারা কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে যায় এই যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে, পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল কলিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকল পাপকর্ম্ম, উহাদের অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে যায়; সুতরাং পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম আয়ুঃক্ষয়কর ও নরকসাধন বলিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুই বচনার্দ্ধের যেরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিলে, অনেকেরই এই ভ্রম জন্মিতে পারে, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত নিম্নে ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত উদ্ধৃত হইতেছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমুষ্মিকধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবৃত্তঃ অয়ন্তু ঐহিকজীবনহেতুধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবর্ত্ততে। তত্রাদাবধ্যায়প্রতিপাদ্যমর্থং প্রতিজানীতে

অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্ত্যা চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্॥
সম্প্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা।

অতঃপরম্ আমুষ্মিকপ্রধানধর্ম্মকথনাদনন্তরং ষট্‌কর্ম্মাভিরতঃ সন্ধ্যাস্নানমিত্যাদিনা হি আমুষ্মিকফলে ধর্ম্মেঽভিহিতে সতি ঐহিকফলস্য কৃষ্যাদিধর্ম্মস্য বুদ্ধিস্থত্বাৎ তদভিধানস্য যুক্তোঽবসরঃ। বক্ষ্যমাণস্য কৃষ্যাদিধর্ম্মস্য ব্রহ্মচারিবনস্থযতিষ্বসম্ভবমভিপ্রেত্য তদ্যোগ্যমাশ্রমিণং

দর্শয়তি গৃহস্থস্যেতি। কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু বৈশ্যস্যৈব কৃষ্যাদাবধিকারো নতু গৃহস্থমাত্রস্য বিপ্রাদেঃ অতো বিশিনষ্টি কলৌ যুগে ইতি। কর্ম্মশব্দো লোকে ব্যাপার-মাত্রে প্রযুজ্যতে আচারশব্দশ্চ ধর্ম্মরূপে শাস্ত্রীয়ব্যাপারে কৃষ্যাদেস্তু যুগান্তরেষু কর্ম্মত্বং কলাবাচারত্বমিত্যুভয়রূপত্ব-মস্তি। কৃষ্যাদেঃ সাধারণধর্ম্মত্বমুপপাদয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যা-শ্রমাগতমিতি। পরাশরশব্দেনাত্র অতীতকল্পোৎপন্নো বিবক্ষিতঃ এতদেবাভিব্যঞ্জয়িতুং পূর্ব্বমিত্যুক্তং পূর্ব্ব-কল্পসিদ্ধং পরাশরবাক্যং কলিধর্ম্মে কৃষ্যাদৌ যথা বৃত্তং তথৈবাহং সম্প্রবক্ষ্যামি। অতঃ সম্প্রদায়াগত-ত্বাৎ কৃষ্যাদেরাচারতায়াং ন বিবাদঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশয়ঃ। শিষ্টাচারং শিক্ষয়িতুং শক্ত্যা সম্প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং নতু কস্মিংশ্চিদ্ধর্ম্মে স্বস্যাশক্তিং দ্যোতয়িতুং কলিধর্ম্মপ্রবী-ণস্য পরাশরস্য তত্রাশক্ত্যসম্ভবাৎ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পারলৌকিক ধর্ম্ম প্রাধান্য রূপে নির্ণীত হইয়াছে, এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ঐহিক ধর্ম্ম প্রাধান্য রূপে নির্ণীত হই-তেছে। তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে যে বিষয় নির্ণয় করিবেন, তাহাই প্রথম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও আচার যথাশক্তি বলিব। যাহা বলিব তাহা চারি বর্ণের ও আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে পরাশর যেরূপ কলি-ধর্ম্ম কহিয়াছেন তদনুসারে। অতঃপর অর্থাৎ পারলৌকিক ষট্কর্ম্ম সন্ধ্যা স্নান প্রভৃতির প্রধান রূপে কথনানন্তর। বক্ষ্যমাণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও যতিতে সম্ভবে না এই নিমিত্ত গৃহস্থের বলিয়া কহিতেছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বৈশ্য জাতিরই কৃষি বাণিজ্যাদি ধর্ম্মে অধিকার, ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় গৃহস্থের নহে, এই নিমিত্ত কলিযুগে বলিয়া কহিতেছেন; অর্থাৎ কলিযুগে চারি বর্ণই কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারেন।

প্রতিজ্ঞাতং ধর্ম্মং দর্শয়তি

ষট্কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।

ষট্‌কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তানি যাজনাদীনি সন্ধ্যাদীনি চ তৈঃ সহিতো বিপ্রঃ শুশ্রূষকৈঃ শূদ্রৈঃ কৃষিং কারয়েৎ। নচ যাজনাদীনাং জীবনহেতুত্বাৎ কিমনয়া কৃষ্যেতি বাচ্যং কলৌ জীবনপর্য্যাপ্ততয়া যাজনাদীনাং দুর্লভত্বাৎ।

প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম কহিতেছেন,

ব্রাহ্মণ, যজন যাজন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া, সেবক শূদ্র দ্বারা কৃষি কর্ম্ম করাইবেন।

যদি বল ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিন উপায় আছে, কৃষি কর্ম্মে আবশ্যক কি; তাহার উত্তর এই, কলিযুগে যাজনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট, এই নিমিত্ত পরাশর কৃষিকর্ম্মের বিধান দিয়াছেন।

কৃষৌ বর্জ্জ্যান্ বলীবর্দ্দানাহ

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥

কৃষি কর্ম্মে যেরূপ বৃষকে নিযুক্ত করা উচিত নহে তাহা কহিতেছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত বৃষকে লাঙ্গলে যোজনা করিবেক না। আর অঙ্গহীন, রুগ্ন ও ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

কীদৃশস্তর্হি বলীবর্দ্দাঃ কৃষৌ যোজ্যা ইত্যাহ

স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সুনর্দ্দং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

তবে কি প্রকার বৃষ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে তাহা কহিতেছেন, স্থিরাঙ্গ অর্থাৎ পদবৈকল্যাদিরহিত, সুস্থ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি পীড়াশূন্য, শ্রমহীন, সমর্থ বৃষকে প্রথম দুই প্রহর লাঙ্গল বহাইবেক, পশ্চাৎ স্নান করাইবেক।

কৃষৌ ফলিতস্য ধান্যস্য বিনিয়োগমাহ

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পাকযজ্ঞাংশ্চ ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥

কৃষিকর্ম্মে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক, তাহার বিনিয়োগ কহিতেছেন, স্বয়ং কৃষ্ট ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক, সেই শস্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবেক।

কৃষীবলস্য তিলাদিধান্যসম্পন্নস্য ধনলোভেন প্রসক্ত-
স্তিলাদিবিক্রয়স্তং নিবারয়তি

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতৎসমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ॥

যদি ধান্যান্তররহিতস্য তিলবিক্রয়মন্তরেণ জীবনং ধর্ম্মো
বা ন সিধ্যেৎ তদা তিলা ধান্যান্তরৈর্বিনিমাতব্যা ইত্য-
ভিপ্রেত্য বিক্রেয়া ধান্যতৎসমা ইত্যুক্তং যাবদ্ভিঃ প্রস্থৈ-
স্তিলা দত্তাস্তাবদ্ভিরেব ধান্যান্তরমুপাদেয়ং নাধিকমিত্যর্থঃ।

তিল প্রভৃতি শস্যসম্পন্ন কৃষিজীবী ব্যক্তি ধনলোভে তিলাদি বিক্রয় করিলেও করিতে পারে এই নিমিত্ত নিষেধ করিতেছেন,
ব্রাহ্মণ তিল ও ঘৃত দধি মধু প্রভৃতি রস বিক্রয় করিবেক না। কিন্তু যদি অন্য শস্য না থাকে, তিল বিক্রয় ব্যতিরেকে জীবিকা নির্ব্বাহ অথবা ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন না হইয়া উঠে, তাহা হইলে তিলতুল্য পরিমাণে শস্যান্তর বিনিময়রূপ বিক্রয় করিবেক। এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিবেক।

ইদানীং কৃষাবানুষঙ্গিকস্য পাপ্মনঃ প্রতীকারং বক্তুং
প্রথমতস্তং পাপমানং দর্শয়তি

ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাৎ তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ।

কৃষৌ হিংসায়া অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ সাবধানস্যাপি কৃষীবলস্য
দোষোঽনুষজ্যত ইতি।

ইদানীং কৃষিকর্ম্মে আনুষঙ্গিক যে পাপ আছে তাহার প্রতীকার কহিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেই পাপ প্রদর্শন করিতেছেন,
ব্রাহ্মণ যদি কৃষি কর্ম্ম করে, তাহা হইলে মহাদোষ প্রাপ্ত হয়। কৃষক যত কেন সাবধান হউক না, কৃষিকর্ম্মে অবশ্যই জীবহিংসা ঘটে, সুতরাং দোষ আছে।

উক্তস্য দোষস্য মহত্ত্বং বিশদয়তি

সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

উক্ত দোষের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিতেছেন,

মৎস্যঘাতী ব্যক্তি সংবৎসরে যে পাপ প্রাপ্ত হয়, কৃষক লৌহমুখ কাষ্ঠ অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা এক দিনে সেই পাপ প্রাপ্ত হয়।

উক্তনীত্যা কর্ষকমাত্রস্য পাপপ্রসক্তৌ বারয়িতুং বিশিনষ্টি

পাশকো মৎস্যঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।

অদাতা কর্ষকশ্চৈব সর্ব্বে তে সমভাগিনঃ॥

যথা পাশকাদীনাং পাপং মহৎ এবমদাতুঃ কর্ষকস্যেত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বারা কৃষক মাত্রেরই পাপপ্রসক্তি হইয়াছিল, তাহা বারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া কহিতেছেন,

পাশক, মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক ও অদাতা কৃষক ইহারা সকলে সমান পাপভাগী।

যেমন পাশক প্রভৃতির মহৎ পাপ জন্মে, সেইরূপ অদাতা কৃষকের, অর্থাৎ কৃষক দানশীল হইলে তাদৃশ পাপগ্রস্ত হয় না।

যদর্থং কৃষীবলস্য পাপ্মা দর্শিতস্তমিদানীং প্রতীকারমাহ

বৃক্ষং ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা চ কৃমিকীটকান্।

কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ছেদনভেদনহননৈর্যাবন্তি পাপানি নিষ্পাদ্যন্তে তেষাং সর্ব্বেষাং খলে ধান্যদানং প্রতীকারঃ।

যে প্রতীকার কথনের নিমিত্ত পূর্ব্বে কৃষকের পাপ দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রতীকারের কথা কহিতেছেন,

কৃষক বৃক্ষচ্ছেদ, ভূমিভেদ ও কৃমিকীট বধ করিয়া যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়, খলযজ্ঞ দ্বারা সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ছেদ, ভেদ, বধ দ্বারা যে সমস্ত পাপ জন্মে, খলে অর্থাৎ খামারে ধান্য দান করিলে সেই সমস্ত পাপের প্রতীকার হয়। এই ধান্য দানের নাম খলযজ্ঞ।

খলযজ্ঞাকরণে প্রত্যবায়মাহ

যো ন দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।

স চৌরঃ স চ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥

খলযজ্ঞের অকরণে প্রত্যবায় কহিতেছেন,

যে কৃষক উপস্থিত থাকিয়া আগত দ্বিজদিগকে খলস্থিত ধান্যরাশির কিয়দংশ দান না করে, সে চোর, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন বলে।

দাতব্যস্য ধান্যস্য পরিমাণমাহ

রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকম্।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

দাতব্য শস্যের পরিমাণ কহিতেছেন,

রাজাকে ষষ্ঠ ভাগ, দেবতাদিগকে একবিংশ ভাগ, এবং ব্রাহ্মণদিগকে ত্রিংশ ভাগ, দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিপ্রস্য সেতিকর্ত্তব্যাং কৃষিমুক্ত্বা বর্ণান্তরাণামপি তামাহ
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্॥
কৃষিবদ্বাণিজ্যশিল্পয়োরপি কলৌ বর্ণচতুষ্টয়সাধারণধর্ম্মত্বং দর্শয়িতুং বাণিজ্যশিল্পকমিত্যুক্তম্।

ব্রাহ্মণের ইতিকর্ত্তব্যতাসহিত কৃষিকর্ম্ম কহিয়া, অন্যান্য বর্ণের কৃষিকর্ম্মের বিধান করিতেছেন,

ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্ম করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবেক। এবং বৈশ্য ও শূদ্র কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম করিবেক।

কৃষির ন্যায় বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্মও কলিযুগে চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম ইহা দেখাইবার নিমিত্ত, বচনে বাণিজ্যশিল্পকম্ কহিয়াছেন।

যদি শূদ্রস্যাপি কৃষ্যাদিকমভ্যুপগম্যতে তর্হি তেনৈব জীবনসিদ্ধেঃ কলৌ দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাজ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ
বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্॥
লাভাধিক্যেন বিশিষ্টজীবনহেতুত্বাৎ কৃষ্যাদিকং বিকর্ম্মেত্যুচ্যতে দ্বিজশুশ্রূষয়া তু জীর্ণবস্ত্রাদিকমেব লভ্যত ইতি ন লাভাধিক্যম্ অতোঽধিকলিপ্সয়া কৃষ্যাদিকমেব কুর্ব্বন্তো যদি দ্বিজশুশ্রূষাং পরিত্যজেয়ুস্তদা তেষামৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ হীয়েত।

যদি শূদ্রেরও কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত হয়, তবে তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ হইলে কলিতে শূদ্র কি দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবেক, এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, শূদ্রেরা দ্বিজসেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্ম করিলে অল্পায়ু হয় ও নিঃসন্দেহ নরকে যায়। দ্বিজসেবা দ্বারা কেবল উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বস্ত্রাদিমাত্র লাভ হয় অধিক

লাভের প্রত্যাশা নাই, এই নিমিত্ত শূদ্রজাতি যদি, অধিক লাভ-লোভে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, একবারেই দ্বিজসেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদের ঐহিক পারলৌকিক উভয় নষ্ট হয়।

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অতীতেষ্বপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

এই রূপে চারি বর্ণের সাধারণ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন,

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

অতীত কলিযুগ সকলেও ব্রাহ্মণাদির কৃষিপ্রভৃতি ধর্ম্ম ছিল, ইহা কহিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের সনাতন এই বিশেষণ দিয়াছেন; অর্থাৎ চারি বর্ণের এই সনাতন ধর্ম্ম বলাতে ব্যক্ত হইতেছে, সকল কলিযুগেই ব্রাহ্মণাদি জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই যে, আপনারা পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিলেন, এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, "কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবেক; অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন; অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে," প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ব্যাখ্যা ও এইরূপ কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার সংলগ্ন ও সঙ্গত হইতে পারে কি না; আর, পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি বর্ণের সাধারণ যে ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু ও নরকগামী হইবেক কি না; এবং

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বচনার্দ্ধের

অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ভাবব্যাখ্যাও সঙ্গত হইতে পারে কি না।

১২—পরাশর

কেবল কলিধর্ম্মবক্তা, অন্যযুগধর্ম্ম লিখেন নাই।

কেহ কহিয়াছেন,

হাঁ গো মহাশয় আপনি কি পরাশরসংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন না কেবল অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট চেষ্টা। শিষ্টসমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ। পরাশর কেবল কলিধর্ম্মবক্তা এমত স্থির করিবেন না অন্যযুগধর্ম্মও লিখিয়াছেন।

তজ্জানীহি

ত্যজদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥
কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে অর্থমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেব কলৌ যুগে॥

ইত্যাদি বচন দ্বারাই বোধ হইতেছে পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। (৭৫)

প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত এই তিন বচনে চারি যুগেরই কথা আছে, এই নিমিত্ত তাঁহার বোধ হইয়াছে, পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর কি অভিপ্রায়ে এই তিন বচনে ও অন্য কতিপয় বচনে অন্যান্য যুগের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাঁহার কদাচ, পরাশর অন্যযুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হইত না।

---

(৭৫) শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥

যুগরূপানুসারে মনুষ্যের সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

পরাশর এই রূপে, যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া, যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি-হ্রাসের ও প্রবৃত্তিভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, পরবর্ত্তী কতিপয় বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগের কথা লিখিয়াছেন। যথা,

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌ যুগে ॥

সত্যযুগে প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপরযুগে প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগে প্রধান ধর্ম্ম দান।

সত্যযুগের লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল, এই নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিককষ্টসাধ্য তপস্যা ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের অপেক্ষাকৃত শক্তি হ্রাস হওয়াতে, যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্পকষ্টসাধ্য জ্ঞান, যজ্ঞ, দান প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে।

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥

মনূক্ত ধর্ম্ম সকল সত্যযুগের ধর্ম্ম, গৌতমোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতোক্ত ধর্ম্ম সকল দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল কলিযুগের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ পর পর যুগে উত্তরোত্তর মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, মন্বাদিপ্রোক্ত অতি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান হইয়া উঠা দুষ্কর; এই নিমিত্ত, অপেক্ষাকৃত অল্পকষ্টসাধ্যধর্ম্মপ্রতিপাদক এক এক ধর্ম্মশাস্ত্র পর পর যুগের নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে ॥

> সত্যযুগে দেশত্যাগ করিবে, ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ করিবে, দ্বাপরযুগে কুলত্যাগ করিবে, কলিযুগে কর্ত্তাকে ত্যাগ করিবে।

অর্থাৎ যে দেশে পতিত বাস করে, সত্যযুগে সেই দেশ পরিত্যাগ করে; ত্রেতাযুগে যে গ্রামে পতিত থাকে, সেই গ্রাম পরিত্যাগ করে; দ্বাপর-যুগে যে কুলে পতিত থাকে, সেই কুল পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সেই কুলে আদান প্রদানাদি করে না; কলিযুগে কর্ত্তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহাকেই পরিত্যাগ করে। সত্যযুগের লোকেরা অনায়াসে পতিত-বাসযুক্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইত, কিন্তু ত্রেতাযুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না, কেবল পতিতবাসযুক্ত গ্রামমাত্র পরিত্যাগ করিত। দ্বাপরযুগে লোক-দিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না, কেবল যে পরিবারে পতিত থাকিত তাহাই পরিত্যাগ করিত; অর্থাৎ তাহাতে আদান প্রদানাদি করিত না। কিন্তু কলিযুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাহারা দেশ ত্যাগ, গ্রাম ত্যাগ, বা কুল ত্যাগ করিতে পারে না, কেবল যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

> কৃতে সম্ভাবণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
> দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

> সত্যযুগে সম্ভাষণমাত্রেই পতিত হয়, ত্রেতাযুগে স্পর্শন দ্বারা পতিত হয়, দ্বাপরযুগে অন্নগ্রহণ দ্বারা পতিত হয়, কলিযুগে কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

অর্থাৎ সত্যযুগের লোকেরা পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হইত, সুতরাং তৎকালীন লোকেরা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণও করিত না। ত্রেতাযুগের লোকেরা পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হইত না, পতিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে পতিত হইত। দ্বাপরযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণে অথবা স্পর্শনে পতিত হইত না, কিন্তু পতিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে পতিত হইত। কলিযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণে স্পর্শনে অথবা অন্নগ্রহণে পতিত হয় না, কিন্তু নিজে পাতিত্য-জনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ কলিযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারে এরূপ ক্ষমতা নাই, সুতরাং

সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হয় না, নিজে পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়।

কৃতে তাৎকালিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ সংবৎসরেণ তু ॥

সত্যযুগে শাপ দিবামাত্র ফলে, ত্রেতাযুগে দশ দিনে শাপ ফলে, দ্বাপর যুগে এক মাসে শাপ ফলে, কলিযুগে সংবৎসরে শাপ ফলে।

অর্থাৎ সত্যযুগের লোকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা শাপ দিবামাত্র ফলিত; কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হওয়াতে, যথাক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে দশ দিন, এক মাস ও সংবৎসরে ফলে।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥

সত্যযুগে পাত্রের নিকটে গিয়া দান করিয়া আইসে; ত্রেতাযুগে পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করে; দ্বাপরযুগে নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিলে দান করে; কলিযুগে আনুগত্য করিলে দান করে।

অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এমত প্রবল ছিল যে, দান করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রের নিকটে গিয়া দান করিয়া আসিত; ত্রেতাযুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তত প্রবল ছিল না; দান করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহারা পাত্রের নিকটে না গিয়া, তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া দান করিত; দ্বাপর যুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তদপেক্ষাও অল্প ছিল; দান করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহারা পাত্রের নিকটে গিয়া অথবা পাত্রকে ডাকাইয়া দান করিত না; পাত্র আসিয়া যাচ্ঞা করিলে দান করিত; আর কলিযুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত অল্প যে, পাত্র যাচ্ঞা করিলেই হয় না, আনুগত্য না থাকিলে যাচ্ঞা করিয়াও দান পায় না।

কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমাশ্রিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরঞ্চৈব কলৌ ত্বন্নাদিষু স্থিতাঃ ॥

সত্যযুগে মনুষ্যের প্রাণ অস্থিস্থিত, ত্রেতাযুগে মাংসস্থিত, দ্বাপরযুগে রুধিরস্থিত, কলিযুগে অন্নাদিস্থিত।

অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যাদি দ্বারা সর্ব্ব শরীর শুষ্ক হইয়া অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও, প্রাণত্যাগ হইত না; ত্রেতাযুগে প্রাণ মাংসস্থিত,

অর্থাৎ অনাহারাদি দ্বারা শরীরের মাংস শুষ্ক হইলেই প্রাণত্যাগ হইত; দ্বাপরযুগে প্রাণ রুধিরস্থিত, অর্থাৎ মাংস শোষণের আবশ্যকতা হইত না, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইলেই প্রাণত্যাগ হইত; আর কলিযুগে প্রাণ অন্নাদিস্থিত, অর্থাৎ শরীরের শোষণাদির আবশ্যকতা নাই, আহার বন্ধ হইলেই প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কি না যে, পরাশর, যুগানুসারে শক্তি-হ্রাসাদি কারণে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়া, সেই শক্তিহ্রাসাদির উদাহরণ প্রদর্শিত করিবার নিমিত্তই, উল্লিখিত কয়েক বচনে চারি যুগের কথা কহিয়াছেন, নতুবা ঐ সমস্ত বচনে সকল যুগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন, এরূপ নহে। প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের তিনটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ করি, কদাচ তাঁহার তাদৃশ বোধ জন্মিত না।

১৩—পরাশরসংহিতায়

চারি যুগের ধর্ম্মোপদেশপ্রদান সপ্রমাণ হয় না।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

পরাশরসংহিতায় যে চারি যুগের ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপক্রম ও উপসংহারে তাহা প্রতীয়মান হয়। যদিস্যাৎ কুতর্কবাদিদিগের ইহাতেও প্রবোধ না জন্মে এ কারণ ঐ সংহিতা হইতে কোন কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া চারি যুগের ধর্ম্মোপদেশপ্রদান সপ্রমাণ করি। প্রথম অধ্যায়ে লেখেন।

> কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
> দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপমাত্রে পাপ জন্মে, ত্রেতাযুগে পাপীকে দর্শন করিলে পাপ জন্মে, দ্বাপর যুগে পাপীর অন্ন ভোজনে পাপ জন্মে, কলিযুগে পাপ-জনক কর্ম্মাচরণ করিলেই পাপ হয়, অর্থাৎ সংসর্গাদি দোষে পাপ আশ্রয় করে না,

পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখেন।

> আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
> সংক্রামন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে, সমুদায় জল ব্যাপে, তদ্রূপ পাপীর সহ উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র গমন, আলাপ ও একত্র ভোজন করিলে, নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্রয় করে।

পরাশরসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়কে যদি কেবল কলিযুগের ধর্ম্মপ্রতিপাদক কহেন, তবে উল্লিখিত বচনানুসারে কলিযুগে পাপীর সংসর্গে পাপ জন্মে ইহা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রথমাধ্যায়ে কলিযুগে পাপীর সংসর্গে ও তদ্দর্শনাদিতে পাপ হয় না লিখিয়াছেন।

অতএব বচন দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, পরাশরসংহিতায় চারি যুগেরই ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয় অথবা পরাশর উন্মত্ত প্রলাপ করিয়াছেন বলিতে হয় (৭৬)।

প্রতীবাদী মহাশয়েরা যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়াই, প্রথমাধ্যায়ের বচনের সহিত দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের বিরোধ ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সত্যাদি যুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হইত, কলিযুগে পতিতসম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা পতিত হয় না; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মবধাদি পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ কলিযুগে সত্যাদি যুগের ন্যায় সংসর্গদোষে পতিত হয় না। দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে, কলিযুগে সংসর্গ দোষে পাতিত্য জন্মে না বটে, কিন্তু পতিতের সংসর্গ করিলে সামান্যতঃ কিছু পাপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং, এই দুই বচনের কিরূপে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে, তাহা প্রতিবাদী মহাশয়েরাই বলিতে পারেন। তাঁহারা প্রথম বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, উক্ত উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের ধৃত পাঠ ও কৃত ব্যাখ্যা অনুসারে, সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়, ত্রেতাযুগে পতিত দর্শন করিলে পতিত হয়, দ্বাপরযুগে পতিতের অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয়, কলিতে ব্রহ্মবধাদি করিলে পতিত হয়। এ স্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ত্রেতাযুগে পতিত দর্শনে পতিত হইবে কেন; আমার বোধ হয়, কোনও যুগেই পতিত দর্শনে পতিত হইতে পারে না। বচনের অভিপ্রায় দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে উত্তরোত্তর গুরুতর সংসর্গেরই পাতিত্যজনকতা আছে। কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ধৃত পাঠ অনুসারে সত্যযুগে পতিত সম্ভাষণে পতিত হয়, ত্রেতাযুগে পতিত দর্শনে পতিত হয়। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা পতিত দর্শনকে গুরুতর সংসর্গ বলা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি বলেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা

---

(৭৬) শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ।

পতিতদর্শন গুরুতর সংসর্গ নহে। সত্যযুগে যেরূপ সংসর্গে পাতিত্য জন্মে, ত্রেতাযুগে তদপেক্ষা গুরুতর সংসর্গ না করিলে, পাতিত্য জন্মিতে পারে না। যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এ স্থল অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয় নাই। চন্দ্রিকাযন্ত্রের মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া লইয়াছেন। ঐ বচনের প্রকৃত পাঠ এই

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥ (৭৭)

সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়, ত্রেতাযুগে পতিতকে স্পর্শ করিলে পতিত হয়, দ্বাপরযুগে পতিতের অন্নগ্রহণ করিলে পতিত হয়, কলিযুগে ব্রহ্মবধাদি কর্ম্ম করিলে পতিত হয়।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পর পর যুগে গুরুতর সংসর্গের পাতিত্যজনকতা থাকিতেছে কি না। পতিতের সহিত সম্ভাষণ অপেক্ষা পতিতকে স্পর্শ করা গুরুতর সংসর্গ হইতেছে; পতিতকে স্পর্শ করা অপেক্ষা পতিতের অন্নগ্রহণ গুরুতর সংসর্গ হইতেছে। অতএব সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের, সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, ঐ বচনের পাঠ ধরা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কি না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা কোনও কোনও স্থলে পরাশরভাষ্যের কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং উত্তর লিখনকালে পরাশরভাষ্য তাঁহাদের নিকটে ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া, ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ঐ দুই স্থলের ভাষ্যে দৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; তাহা হইলে বচনের প্রকৃত পাঠও জানিতে পারিতেন এবং অকারণে বিরোধ ঘটাইতেও উদ্যত হইতেন না। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ের বচনের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

---

(৭৭) এই পাঠ ভাষ্যসম্মত ও সর্ব্ব প্রকারে সংলগ্ন। শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন মহাশয়ও স্বীয় পুস্তকে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি, প্রতিবাদী মহাশয় দিগের ন্যায়, যথাদৃষ্ট পাঠ না লিখিয়া, ভাষ্যসম্মত প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃতাদিষ্বিব কলৌ পতিতসম্ভাষণাদিনা ন স্বয়ং পততি কিন্তু বধাদি-
কর্ম্মণা পতিতো ভবতি।

সত্যাদি যুগের ন্যায়, কলিযুগে পতিতসম্ভাষণাদি দ্বারা পতিত হয় না,
কিন্তু বধাদি কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

পরে দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের এই আভাস দিয়াছেন,

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা
স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ,

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি॥

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গ-
প্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ। সংসর্গদোষস্য পাতিত্যাপাদ-
কত্বাভাবেঽপি পাপমাত্রাপাদকত্বমস্তীত্যাহ,

আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর
সংসর্গ করিয়া স্বয়ং পতিত হয়, মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন,

যে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে
সংসর্গ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর), কলিযুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্রায়ে,
সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই। সংসর্গদোষের পাতিত্যজন-
কতা না থাকিলেও, সামান্যতঃ পাপজনকতা আছে ইহা কহিতেছেন,

পতিতের সহিত উপবেশন, শয়ন, গমন, সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে,
জলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, সংসর্গীতে পাপ সংক্রম হয়।

১৪—কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ

এই পরাশরবাক্য প্রশংসাপর নহে।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

পরাশর যে (কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ) কহিয়াছেন, সে প্রশংসাপর বাক্য। এমত প্রায়ই গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থের আধিক্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা,

কৃতে শ্রুত্যুদিতো মার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
ইত্যাগমবচনম্॥

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম, কলিযুগে আগমোক্ত ধর্ম্ম, এতৎ বাক্যকে প্রশংসাপর বোধ না করিলে, শিব উক্তি জন্য কলিকালে আগম ভিন্ন কোন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি কূটযুক্তি দ্বারা ঐ বচনকে কলিমাত্র ধর্ম্ম প্রমাণ কর তবে আগমবাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে, তৎপ্রতিপক্ষেরা কেন অশক্ত হইবেন, অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য কলিতে স্মৃতিবাক্যের গ্রাহ্যতা নাই। (৭৮)

প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্যকে আগমশাস্ত্রের প্রশংসাপর স্থির করিয়াছেন, এবং এই আগমবাক্য যেমন প্রশংসাপর, সেইরূপ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই পরাশরবাক্যকেও প্রশংসাপর বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আগমশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহার সবিশেষ

---

(৭৮) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।
মুরশিবাদনিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিও এই আপত্তি করিয়াছেন।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ঐ আগমবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না। আগমশাস্ত্র মোহশাস্ত্র, লোকমোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ (৭৯)

বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥ (৮০)

দেবি শ্রবণ কর, যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব; যে মোহশাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে, জ্ঞানীরাও পতিত হয়। শৈব, পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেব চ।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥ (৮১)

এই লোকে বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ের তামসী গতি, অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে অন্তে অধোগতি হয়। করালভৈরব, যামল, বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র সকল, ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত, আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

এই রূপে আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া, অধিকারিভেদে কোনও অংশ গ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা,

---

(৭৯) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণ।
(৮০) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ।
(৮১) মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥ (৮২)

তথাপি অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও, আগমোক্ত পথের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ না হয়, কোনও কোনও অধিকারীর পক্ষে সেই অংশ প্রমাণ।

আগমশাস্ত্রের অধিকারী কে, তাহাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা,

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥ (৮৩)

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ক্রমে বেদসিদ্ধির নিমিত্তে, তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু বেদভ্রষ্টদিগের নিমিত্তে পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৈখানসমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র কহিয়াছেন।

এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা,

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বৈস্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা। (৮৪)

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন,

তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্রসমূহ দ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর, এবং আমাকে গোপন কর, তাহা হইলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তরোত্তর চলিবেক।

অতএব দেখ, যখন বিষ্ণু ও শিব উভয়ে পরামর্শ করিয়া, লোকমোহনের নিমিত্ত, আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং লোকদিগের অনায়াসে মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্র স্থির করিয়া দিয়া, কলিযুগের লোকদিগকে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারে চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন, কলাবাগমসম্ভবঃ, এই আগমবাক্য কোনও মতেই প্রশংসাপর হইতে পারে না। কলিযুগে

(৮২) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত সূতসংহিতা।
(৮৩) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত শাম্বপুরাণ।
(৮৪) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত।

কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারেই চলিতে হইবেক, ইহাই ঐ মোহজনক আগমবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য। আর যখন আগমশাস্ত্র কেবল লোকমোহনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্য অবলম্বন করিয়া, কলিকালে স্মৃতিশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনাও নাই; আগম বেদবিরুদ্ধ মোহনশাস্ত্র, স্মৃতি বেদানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আগমবাক্যকে প্রশংসাপর স্থির ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য করিয়া, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই পরাশরবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া মীমাংসা করা কোনও মতেই বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

১৫—মনুসংহিতাতে

চারিযুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে তাহার নিরূপণ করিয়া, আমি কহিয়াছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক, এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৮৫ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসহেতু, সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলিযুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই। কোন যুগে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ আছে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছেন,

কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাহসপূর্ব্বক কহেন যে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাদি কলি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের ভিন্নত্ব প্রদর্শন করান নাই। অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা ইত্যাদি মনূক্তসংহিতার একটী বচনকে ধৃত করিয়াই কি বিমল যুগলায়তন নয়নদ্বয়কে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তৎপরে যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম মনু নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥
ইতি মনুঃ।

সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম। (৮৫)

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ মনু, অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাঃ, এই বচনে যে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী, তপঃ পরং কৃতযুগে, এই বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; সুতরাং মনুসংহিতাতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই, আমার এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠিল। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্ব বচনে যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা কোনও ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পরবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ নহে। অতএব ঐ দুই বচন অর্থ সহিত যথাক্রমে লিখিত হইতেছে, দৃষ্টি করিলে পাঠকবর্গ অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের অভিলষিত মীমাংসা সংলগ্ন হইতে পারে কি না।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৮৫ ॥"

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৬ ॥

সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপরযুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

---

(৮৫) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্ব বচনে সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্ মনু ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; পর বচনে সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইল কি না। পূর্ব্ব বচনে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন এই নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে কোন যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি তাহারই নিরূপণ আছে; সুতরাং, পূর্ব্ব বচনের সহিত পরবচনের কোনও সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে না; কোন যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণ করাতে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কিরূপে নিরূপণ করা হইল। বিশেষতঃ, পূর্ব্ব বচনে ধর্ম্ম সকল ভিন্ন এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ধর্ম্ম সকল বলাতে সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু পর বচনে কেবল এক এক যুগের এক একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করাতে, কি সেই সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা বলা হইল। অতএব পূর্ব্ব বচনে যখন ধর্ম্ম সকল বলিয়া সেই সেই যুগের সমুদায় ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, এবং পর বচনে যখন সেই সেই যুগের এক একটী মাত্র ধর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে, এবং তাহাও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে, তখন পূর্ব্ব বচনে যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই নির্দ্দেশ আছে, পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, এ কথা কোনও মতেই সঙ্গত হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, তপঃ পরং কৃতযুগে, এই বচনের সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের বেলায় ধর্ম্ম এই মাত্র কহিয়াছেন, প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই; আর কলিযুগের বেলায় কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলেও প্রধান শব্দ না দিয়া কেবল ধর্ম্ম দিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যাকে যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে, এই অর্থ প্রতিপন্ন হয় যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যথাক্রমে তপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞ ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ছিল না; আর কলিতে কেবল এক দান ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। তাঁহাদের মতে কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম, অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই সুতরাং ব্রত, উপবাস, জপ,

হোম, দেবার্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কলিযুগের ধর্ম্ম নহে। বস্তুতঃ, তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগের ধর্ম্ম; কেবল তপস্যা প্রভৃতি এক একটী সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের প্রধান ধর্ম্ম, ইহাই মনুবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ঐ বচনে পর ও এক শব্দ তপস্যা প্রভৃতির বিশেষণ আছে। পর ও এক শব্দে প্রধান এই অর্থও বুঝায়, কেবল এই অর্থও বুঝায়। বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়েরা ঐ দুই শব্দের কেবল এই অর্থ বুঝিয়া ঐরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বচনস্থ পর ও এক শব্দে যে কেবল এই অর্থ না বুঝাইয়া প্রধান এই অর্থ বুঝাইবেক, ইহা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা

যদ্যপি তপঃপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি সর্ব্বযুগেষ্বনুষ্ঠেয়ানি
তথাপি সত্যযুগে তপঃ প্রধানং মহাফলমিতি জ্ঞাপ্যতে
এবমাত্মজ্ঞানং ত্রেতাযুগে দ্বাপরে যজ্ঞঃ দানং কলৌ।

যদিও তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সত্যযুগে তপস্যা প্রধান অর্থাৎ তপস্যার মহৎ ফল, এইরূপ ত্রেতাযুগে আত্মজ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দান।

১৬—পরাশরসংহিতাতে

পতিতভার্য্যা ত্যাগ নিষেধ

ও পতিত পতি প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই।

কেহ কহিয়াছেন,

১। পরাশরসংহিতাতে পতিত ভার্য্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং, পতিত পতি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না।

২। পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠ্যাদি ব্যাধিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং পতিত পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি করা পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। (৮৬)

এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, পরাশরসংহিতার কোনও অংশেই পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় কোন বচন দেখিয়া এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয়,

> অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
> সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি অদুষ্টা অপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিবেক, সে সাত জন্ম স্ত্রী হইয়া জন্মিবেক এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হইবেক।

এই বচনে অপতিত ভার্য্যা ত্যাগের যে নিষেধ আছে, প্রতিবাদী মহাশয় তদ্দৃষ্টেই পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ বলিয়া বোধ করিয়া থাকিবেন।

---

(৮৬) ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্ন।

দ্বিতীয় আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে, গলৎকুষ্ঠী ও তৎসদৃশ অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পতিত। যদি তাদৃশ পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতেও নিষেধ রহিল, তাহা হইলে পতিত পতিকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক, ইহা পরাশরের অভিপ্রেত কহিলে, দুই কথা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, যদিই পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিবার নিষেধ থাকে, তাহা হইলেও পতিত পতি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি অসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বিবাহবিধায়ক বচনে পতিত পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি আছে; আর অপর বচনে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, পতিত শব্দের প্রয়োগ নাই; সুতরাং বিষয়ভেদ ব্যবস্থা করিলেই বিরোধ পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতি যদি পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর তিনি পতিত নহেন। আর যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পতিতই থাকেন; তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং উভয় বচনের আর বিরোধ থাকিতেছে না।

কিন্তু যে বচনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, ঐ বচনে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝায় এমন শব্দই নাই; সুতরাং ওরূপ আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। যথা,

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূর্খ স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করে, সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয় ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু যে যে স্থলে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই রোগী এই মাত্র অর্থ বুঝায়; পাতিত্যসূচকরোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝায় না। যথা,

হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ। (৮৭)

(৮৭) পরাশরসংহিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ হীনাঙ্গ, ব্যাধিত, ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

এ স্থলে ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ পীড়িত বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ।
অন্যথাশাস্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ॥ (৮৮)

ব্যাধিত, কুপিত, বিষয়াসক্ত এবং অন্যথাশাস্ত্রকারী পিতা ধনবিভাগে প্রভু নহেন।

অর্থাৎ, পিতা পীড়াবশতঃ বুদ্ধিবিচলিত, অথবা কোনও পুত্রের উপর কুপিত, বা একান্ত বিষয়াসক্ত, কিম্বা অন্যথাশাস্ত্রকারী অর্থাৎ যথাশাস্ত্র ভাগ করিয়া দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তিনি ধনবিভাগে প্রভু নহেন, অর্থাৎ তৎকৃত ধনবিভাগ অসিদ্ধ। এ স্থলেও ব্যাধিত শব্দে পীড়িত বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝাইতেছে না।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

হে কুন্তীনন্দন দরিদ্রের ভরণ কর, ধনবান্‌কে ধন দিও না; ব্যাধিত ব্যক্তির ঔষধ আবশ্যক, নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি।

এ স্থলেও ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না। এই রূপে যে যে স্থলে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে, কোনও স্থলেই পাতিত্যসূচক রোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠ্যাদি বুঝায় না। আর সাহচর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও, দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খম্, এই বচনে ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠ্যাদি-রূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না; কারণ, দরিদ্র ও মূর্খের সঙ্গে সামান্য রোগীর গণনা করাই সম্ভব; গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিতের গণনা করা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না। আর, অমরসিংহপ্রণীত অভিধানে ব্যাধিত শব্দের পর্য্যায় দৃষ্টি করিলে, ব্যাধিত শব্দে যে সামান্য রোগী বুঝায়, পতিত বুঝায় না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা,

আময়াবী বিকৃতো ব্যাধিতোঽপটুঃ।
আতুরোঽভ্যমিতোঽভ্যান্তঃ॥ (৮৯)

(৮৮) নারদসংহিতা। ত্রয়োদশ বিবাদপদ।

(৮৯) মনুষ্যবর্গ।

আর মনুসংহিতা দৃষ্টি করিলেও, এ স্থলে ব্যাধিত শব্দে যে গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইবেক না, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা,

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং যা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যাবিভূষণপরিচ্ছদা ॥৯॥ ৭৮ ॥
উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্ ॥ ৯ ॥ ৭৯ ॥

যে স্ত্রী প্রমত্ত, মত্ত অথবা রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহাকে বসন ভূষণ কাড়িয়া লইয়া তিন মাস পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৭৮ ॥ যদি স্ত্রী উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, পুত্রোৎপাদনশক্তিহীন অথবা কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবেক না ও তাহার ধন কাড়িয়া লইবেক না। ৭৯ ॥

এ স্থলে মনু পূর্ব্ব বচনে রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দণ্ড বিধান করিয়া, পর বচনে পতিত ও কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে দণ্ডাভাব লিখিয়াছেন।

অতএব, ব্যাধিত শব্দে যদি গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত এই অর্থ না বুঝাইল, তবে প্রতিবাদী মহাশয় সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত এই বচনের বিরোধ ঘটাইয়া, যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সে আপত্তি কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

১৭—স্মৃতিশাস্ত্রে

অর্থবাদের প্রামাণ্য আছে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন,

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যে যুক্তি দ্বারা বিধবা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা লিখিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চনের বিবেচনায় যে যে হেতুতে অযুক্ত তাহা অগ্রে লিখিয়া যে বচনে বিধবাবিবাহ হওয়া বৈধ থাকা তিনি কহেন, অকিঞ্চনের বিবেচনায় তাহার যাহা সদর্থ তাহা তৎ-পরে লেখা কর্ত্তব্য হইল। তিনি স্বকৃত পুস্তকে

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

মনুসংহিতার এই বচনটী লিখিয়া যুগ ভেদে ধর্ম্ম প্রভেদ থাকা বর্ণন করিয়া কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ এতৎ প্রসঙ্গে পরাশর-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

এই শ্লোকটীর উল্লেখে মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্ম কলিযুগের অননুষ্ঠেয়, কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মই কলিযুগের অনুষ্ঠেয়, ইহারি যে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ এই যে বেদার্থমীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি যেরূপ রীতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী বেদানুসারী স্মৃত্যাদির অর্থাবধারণও করিতে হইবেক, মীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান্ জৈমিনির এই উপদেশ। যথা

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরি অর্থাৎ যে

বাক্যে কোন বিধি আছে তাহারি প্রামাণ্য হয় ইহাতে অর্থবাদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মন্ত্রার্থবাদে পাছে দোষারোপ হয়, তন্নিবারণার্থে ভগবান্ জৈমিনি ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্থবাদ বিধি স্তাবকত্বে অন্বিত হয়, কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ ইত্যাদি বচনে লিঙ্ অথবা লিঙর্থক লোটাদি নাই, অর্থাৎ বিধিবোধক কোনও পদ নাই, সুতরাং তদ্বচন স্তাবকত্বে অন্বিত হওয়া ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

অতএব কলিযুগের ধর্ম্মবক্তা কেবল ভগবান্ পরাশর ইহা কৃতে তু ইত্যাদি বচনার্থে নহে, অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকা পূর্ব্বে লিখিয়াছি; পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। (৯০)

প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই যে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে বিধিবোধক পদ নাই, অতএব এ বচন অর্থবাদ, সুতরাং এ বচনের প্রামাণ্য নাই; যদি কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ এ বচনের প্রামাণ্য না রহিল, তাহা হইলে, কলিযুগে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম গ্রাহ্য এ কথারও প্রামাণ্য রহিল না।

ভগবান্ জৈমিনি প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে প্রণালীতে বেদার্থ মীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই প্রণালীতেই বেদানুযায়ী স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেরও মীমাংসা করিতে হইবেক; প্রতিবাদী মহাশয় ইহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই ঋষিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রত্যুত, ভগবান্ জৈমিনি উক্ত দুই সূত্রে বেদার্থ মীমাংসার যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসাস্থলে সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অথোচ্যেত স্মৃতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাত্তাসু ধর্ম্মমীমাংসানুসর্ত্তব্যা তস্মাৎ ন কস্যাপ্যর্থবাদস্য বাক্যার্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্যত ইতি তদেতদ্বচনং স্মৃতিভক্তম্মন্যস্য মীমাং-

(৯০) কাঠশালীনিবাসী শ্রীযুত বাবু শিবনাথ রায়।

সকম্মন্যস্য চানর্থায়ৈব স্যাৎ মূষকভয়াৎ স্বগৃহং দগ্ধমিতি ন্যায়াবতারাৎ কস্যচিদর্থবাদস্য স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি ভয়েনার্থবাদৈকপ্রসিদ্ধানাং স্মর্ত্তৄণাং মন্বাদীনাং মীমাংসাসূত্রকৃজ্জৈমিনেশ্চ সদ্ভাবস্যৈব পরিত্যক্তব্যত্বাদশেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ প্রমাণমেব ভূতার্থবাদঃ। (৯১)

যদি বল, স্মৃতিসকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং ভগবান্ জৈমিনি ধর্ম্মমীমাংসার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই স্মৃতির মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম্ম মীমাংসা প্রণালীতে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, অতএব স্মৃতির মীমাংসাস্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। এরূপ কহিলে স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসকাভিমানী উভয়েরই বিপদ্ উপস্থিত হয়। মূষিকের উৎপাত ভয়ে আপন গৃহ দগ্ধ করিয়াছিল, সেই কথা উপস্থিত হইল। কখনও কোনও অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য উপস্থিত হইবেক, এই ভয়ে অর্থবাদমাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তা ও মীমাংসাশাস্ত্রকর্ত্তা জৈমিনি কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করিতে হয়; কারণ, তাঁহাদের বিদ্যমানতা বিষয়ে অর্থবাদ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ নাই; এবং সমুদায় ইতিহাসশাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ হয়। অতএব অবশ্যই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, সুতরাং কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ, প্রতিবাদী মহাশয়ের এই মীমাংসা সম্যক্ বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয়, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে অর্থবাদের প্রামাণ্য লোপের চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু স্থলান্তরে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক কহিয়াছেন,

অপিচ ছান্দোগ্যে ব্রাহ্মণে মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়া ইতি। এই বেদ প্রমাণ এবং বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে অস্যার্থঃ বেদার্থ উপনিবন্ধন হেতুক সর্ব্বস্মৃত্যপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্যতা আছে মন্বর্থবিপরীতা স্মৃতি মান্য হয় না অর্থাৎ অন্য সংহিতার কোনও বচনের যথাশ্রুতার্থ যদি

(৯১) পরাশরভাষ্য।

মনুবচনের বিপরীত হয় তবে মনুবচনের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া অন্য সংহিতার ঐ বচনের সদর্থোদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকে তবে, প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, এ স্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে যেমন কোনও বিধিবোধক পদ নাই, অপর স্থলেও সেইরূপ কোনও বিধিবোধক পদ নাই। যদি প্রতিবাদী মহাশয়, প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, এই অর্থবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া, মনুস্মৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই অর্থবাদবাক্য অনুসারে কলিযুগে পরাশরস্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক, এ ব্যাখ্যা করিবার বাধা কি। এই দুই অর্থবাদবাক্যের কোনও অংশে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না।

১৮—বাগ্দানের পর

বর অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ নাই।

কেহ কেহ কহিয়াছেন,

যদি বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিম্বা অনুদ্দেশাদি হইলে, বাগ্দত্তা কন্যার আর বিবাহ হইতে না পারে, তবে বিবাহ হইয়া বিধবা হইলে, পুনর্ব্বার বিবাহ কি রূপে হইতে পারে (৯২)।

যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা আমি পূর্ব্ব পুস্তকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই ; কারণ, বাগ্দানের পর বর অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না, আমার লিখনের কোনও অংশ দ্বারা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। আমি এই মাত্র কহিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে, তাহাকেই কন্যা দান করিত, বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে বাগ্দান করিবেক, তাহাকেই কন্যা দান করিবেক, পরে পূর্ব্ব বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে, পূর্ব্ব বরকে না দিয়া, উৎকৃষ্ট বরকে দেওয়া উচিত নহে ; অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইবে, তাহাকেই কন্যা দান করিবে, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেক না। এই নিমিত্তই ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন,

> এতত্তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
> যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে॥ ৯॥ ৯৯।

> **কখনও কোনও সাধু, এক জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া, পুনরায় অন্যকে দান করেন নাই।**

আমার লিখন দ্বারা এই অভিপ্রায়ই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, কষ্ট কল্পনা করিলেও বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিম্বা অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না।

---

(৯২) ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্ন প্রভৃতি।

১৯—পরাশরের

বিবাহবিধি নীচজাতি বিষয়ে নহে।

কেহ, প্রথমতঃ পরাশরবচনকে বাগ্দত্তা বিষয়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন,

কিম্বা নীচ জাতির এইপ্রকার স্বামী হইলে অন্য পতি করিবে ইহা পরাশরভাষ্যকৃৎ মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন (৯৩)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যের কোনও স্থলেই বিবাহবিধায়ক বচনকে নীচজাতিবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, পরাশরভাষ্য না দেখিয়াই, ঐ কথা লিখিয়াছেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় এ দেশের এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত, পরাশরভাষ্য না দেখিয়া, কেবল অনুমান বলে, অনায়াসে পরাশরভাষ্যে এরূপ লেখা আছে বলা, তাঁহার মত বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষে অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। ফলতঃ, অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করা অতি আবশ্যক ছিল।

---

(৯৩) আগড়পাড়ানিবাসী শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।

২০—পিতা

বিধবা কন্যাকে পুনরায় দান করিতে পারেন

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, কন্যার দানাধিকারী কে হইবেক; পিতা যখন এক বার দান করিয়াছেন, তখন তাঁহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে; যদি কন্যাতে আর তাঁহার স্বত্ব না রহিল, তবে তিনি কি প্রকারে পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে সেই কন্যা দান করিতে পারেন।

ইদানীং আমাদের দেশে দুইপ্রকারমাত্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে, ব্রাহ্ম ও আসুর, অর্থাৎ কন্যাদান ও কন্যাবিক্রয়। এই দান ও বিক্রয় শব্দ অন্যান্য স্থলের দান ও বিক্রয় শব্দের সমানার্থক নহে। অন্যান্য দান ও বিক্রয় স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, যে ব্যক্তির যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে, সেই সে বস্তুর দান অথবা বিক্রয় করিতে পারে; এক বার দান অথবা বিক্রয় করিলে, সে ব্যক্তির সে বস্তুতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং আর সে ব্যক্তির সে বস্তু দান অথবা বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। ভূমি, গৃহ, উদ্যান, গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতির দানবিক্রয়স্থলে এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দান ও বিক্রয়ের সহিত কন্যাসংক্রান্ত দান ও বিক্রয়ের কোনও অংশে সাম্য নাই। ভূমি, ধেনু প্রভৃতিস্থলে যে ব্যক্তির স্বত্ব থাকে, সেই দান ও বিক্রয় করিতে পারে; যে ব্যক্তির স্বত্ব না থাকে, সে কদাচ দান ও বিক্রয় করিতে পারে না; যদি দৈবাৎ দানাদি করে, সেই দানাদি অস্বামিকৃত বলিয়া অসিদ্ধ হয়। কিন্তু কন্যাদানস্থলে সেরূপ নিয়ম নহে। বিবাহস্থলের দান বাচনিক দান। শাস্ত্রকারেরা দানকে বিবাহবিশেষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এই বিবাহাঙ্গ দান, যে কোনও ব্যক্তি করিলেও বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কন্যাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, সে ব্যক্তি দান করিলেও যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয়; যে

ব্যক্তির কন্যাতে স্বত্ব থাকিবার কোনও কালে কোনও সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি দান করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই, সে ব্যক্তি কখনও সে বস্তুর দানাধিকারী হয় না; কিন্তু, সজাতীয় ব্যক্তিমাত্রেই বিবাহাঙ্গ কন্যাদানে অধিকারী হইয়া থাকেন। যথা,

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥ (৯৪)

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতিক্রমে দান করিবেন; এবং মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বান্ধব কন্যা দান করিবেন। সকলের অভাবে মাতা কন্যা দান করিবেন, যদি তিনি প্রকৃতিস্থা হন; তিনি অপ্রকৃতিস্থা হইলে সজাতীয়েরা কন্যা দান করিবেন।

দেখ, শাস্ত্রকারদিগের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, ভূমিদান, ধেনুদান প্রভৃতির নিয়ম সকল কন্যাদান স্থলেও খাটিবেক; অর্থাৎ, যাহার স্বত্ব থাকে, সেই দান করিতে পারে; আর যাহার স্বত্ব না থাকে, সে দান করিতে পারে না, তাহা হইলে জ্ঞাতি, বান্ধব ও সজাতীয়েরা কিরূপে দানাধিকারী হইতে পারেন। কন্যাতে পিতা মাতারই স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা; মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বন্ধু ও সজাতীয়দিগের স্বত্ব থাকিবার কোনও মতে কোনও সম্ভাবনা নাই। যদি ভূমিদান, ধেনুদান প্রভৃতির ন্যায়, কন্যাদানস্থলে, যাহার স্বত্ব থাকিবেক, সেই দান করিতে পারিবেক, এইরূপ নিয়ম হইত, তাহা হইলে মাতামহাদিকে কন্যাদানে অধিকারী বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিতেন না; এবং মাতাই বা সর্ব্বশেষে দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন কেন; পিতার পরে মাতার দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ, ভূমি, ধেনু প্রভৃতিতে যেরূপ স্বত্ব থাকে, কন্যাতে সেরূপ স্বত্ব নাই। যদি কন্যাতেও সেইরূপ স্বত্ব থাকিত, তাহা হইলে, পিতার অসম্মতিতে অন্যকৃত কন্যাদান, অস্বামিকৃত বলিয়া, অসিদ্ধ হইতে পারিত। কখনও কখনও এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে পিতার অজ্ঞাতসারে ও সম্পূর্ণ অসম্মতিতে অন্য ব্যক্তিতে

(৯৪) উদ্বাহতত্ত্বধৃত নারদবচন।

কন্যার বিবাহ দেয়। কিন্তু সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কেন। পিতা স্বত্বাস্পদী- ভূত কন্যার অন্যকৃত দান অস্বামিকৃত বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, সেই দান অসিদ্ধ করিতে না পারেন কেন। অন্যের ভূমি ও ধেনু অন্য ব্যক্তি দান করিলে, সে দান কখনও সিদ্ধ হয় না। রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই, সেই দান অস্বামিকৃত বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া যায়। অতএব কন্যাদানস্থলের দান বাচনিক দানমাত্র; ভূমি, ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্বমূলক দান নহে। যদি কন্যাদান, স্বত্বমূলক দান না হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইল, তখন পিতা, এক বার এক ব্যক্তিকে দান করিয়া, সেই সম্প্রদানের মৃত্যু অথবা অন্যবিধ কোনও বৈগুণ্য ঘটিলে, সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিতে না পারিবেন কেন। কন্যার প্রথম বিবাহকালে, পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাম্, ইত্যাদি বচনে দানের যেরূপ বিধি আছে, অন্যান্য বচনে বিবাহিতা কন্যার বিষয়বিশেষে পাত্রান্তরে দান করিবার সেইরূপ স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,

> স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
> বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা।
> ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥ (৯৫)

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেষ্টাচারী, সগোত্র, দাস অথবা চিররোগী হয়; তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

দেখ, এ স্থলে বিবাহিতা কন্যাকেও যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধি আছে। যদি এক বার কন্যা দান করিলে, আর কোনও অবস্থায় সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পিতার অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে, মহর্ষি কাত্যায়ন পতি, পতিত, ক্লীব, চিররোগী প্রভৃতি হইলে, বিবাহিতা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবার এরূপ সুস্পষ্ট বিধি দিতেন না। আর এ বিষয়ে কেবল বিধিমাত্র পাওয়া যাইতেছে, এমন নহে; পিতা বিধবা কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করিয়াছেন, তাহারও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। যথা,

(৯৫) পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥ (৯৬)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্, বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণকর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন।

অতএব দেখ, যখন কন্যাদান স্বত্বমূলক দান না হইয়া বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইতেছে, যখন শাস্ত্রে বিবাহিতা কন্যার পুনরায় যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন বিধবা কন্যা পিতা কর্ত্তৃক পাত্রান্তরে দত্তা হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; তখন কন্যা দান করিলে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং, পিতা সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পারেন না, এ আপত্তি কোনও মতে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

---

(৯৬) ভীষ্ম পর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।

২১—বিধবার বিবাহকালে

পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে, সম্প্রদানকালে কোন গোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক। এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ গোত্র শব্দের অর্থ কি, তাহারই নিরূপণ করা আবশ্যক।

গোত্র শব্দের অর্থ এই,

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমঃ অত্রির্বশিষ্ঠঃ
কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং
যদপত্যং তদ্গোত্রমিত্যাচক্ষতে। (৯৭)

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য এই আট ঋষির যে সন্তানপরম্পরা, তাহাকে গোত্র বলে।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥ (৯৮)

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য এই কয় মুনি গোত্রকারক। ইহাদের সন্তানপরম্পরাকে গোত্র বলে। (৯৯)

---

(৯৭) পরাশরভাষ্যধৃত বৌধায়নবচন।

(৯৮) পরাশরভাষ্য ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতি।

(৯৯) এতেষাঞ্চ গোত্রাণামবান্তরভেদাঃ সহস্রসঙ্খ্যকাঃ।
পরাশরভাষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়।
এই সকল গোত্রের সহস্র অবান্তর ভেদ আছে।

এই উভয় শাস্ত্র অনুসারে, জমদগ্নি প্রভৃতি আট মুনির সন্তানপরম্পরার নাম গোত্র। সুতরাং, গোত্রশব্দের অর্থ বংশ। অমুক অমুকগোত্র বলিলে, অমুক অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুকের বংশের আদি পুরুষ, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, বিবাহকালে কিরূপে গোত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিয়াছেন,

বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি ॥ (১০০)

বরের প্রপিতামহপূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া, নাম উচ্চারণ করিবেক; কন্যারও এইরূপ।

অর্থাৎ বরের প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া, তাহার নাম উল্লেখ করিবেক। বরের ন্যায় কন্যারও প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিয়া, পরিশেষে তাহার গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিবেক; অর্থাৎ, কন্যা কাহার প্রপৌত্রী, কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী, এবং কন্যার গোত্র কি, এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া কন্যার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, তাহাকে দান করিবেক। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, কন্যা কাহার প্রপৌত্রী, কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী ও কোন বংশে জন্মিয়াছে; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, বিবাহকালে পরিচয় দেওয়া যায়। সুতরাং, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও বংশের আদি-পুরুষের পরিচয়প্রদান, বিবাহকালে প্রপিতামহাদির নামোচ্চারণ ও গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য। যখন বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান মাত্র বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য হইতেছে; তখন, দ্বিতীয় বার বিবাহকালেও, প্রথম বিবাহের ন্যায়, পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ করিতে হইবেক। অন্য গোত্রে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখের কোনও বাধা হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক, তাহার কোনও অবস্থাতেই, তাহার বংশের বা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। মনে কর, কাশ্যপ মুনির বংশোদ্ভবা এক কন্যার শাণ্ডিল্যবংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হইল; এই বিবাহ দ্বারা সেই কন্যার কাশ্যপগোত্রোদ্ভবত্ব লোপ কিরূপে

(১০০) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

হইতে পারে। যেমন বিবাহ হইলে পিতার পরিবর্ত্ত হয় না, পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না, ও প্রপিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না; সেইরূপ বংশের আদিপুরুষেরও পরিবর্ত্ত হইতে পারে না; যদি তাহা না হইতে পারিল, তবে বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখসময়ে পিতৃগোত্র উল্লেখ না হইবে কেন। বস্তুতঃ, অন্যগোত্রোদ্ভব পুরুষের সহিত বিবাহ হইল বলিয়া, স্ত্রীর যে গোত্র পরিবর্ত্ত হইবেক, ইহা কোনও মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

এই মীমাংসা কেবল যুক্তিমাত্রাবলম্বিনী নহে। মহর্ষি কাত্যায়ন কহিয়াছেন,

সংস্কৃতয়ান্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকম্॥ (১০১)

বিবাহসংস্কার হইলে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে; সপিণ্ডীকরণের পর শ্বশুরগোত্রভাগিনী হয়।

দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। যদি তৎকালপর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে রহিল, তাহা হইলে, জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে। সপিণ্ডীকরণের পর পতিগোত্রভাগিনী হয়, ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, সগোত্র না হইলে পিণ্ডসমন্বয় হয় না। স্ত্রী পতির সগোত্র নহে, সুতরাং পতির সহিত স্ত্রীর পিণ্ডসমন্বয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডসমন্বয়কালে স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। নতুবা সপিণ্ডীকরণ হইলেই স্ত্রীর বংশ অথবা বংশের আদিপুরুষরূপ গোত্রের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, ইহা কদাচ অভিপ্রেত নহে; কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে, কিংবা বিবাহের পর, স্ত্রীর যে বংশ ছিল, অথবা যিনি বংশের আদিপুরুষ ছিলেন, সপিণ্ডীকরণ দ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

যদি বল,

স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ (১০২)

---

(১০১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।
(১০২) উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীতবচন।

বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়।
তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এবং

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥ (১০৩)

পাণিগ্রহণসম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয়;
তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এই দুই বচনে যখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রীর পিতৃগোত্রভ্রংশ নির্দ্দেশ আছে; তখন দ্বিতীয় বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ কি প্রকারে হইতে পারে। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। কাত্যায়নবচনে যখন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, তখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রীর পিতৃগোত্র যায়; এ কথা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। তবে হারীত ও বৃহস্পতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সপ্তপদীগমন ও পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; অর্থাৎ পিতৃকুলের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া পতিকুলে আইসে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃকুলের সহিত অশৌচগ্রহণাদিরূপ যে সম্বন্ধ থাকে, বিবাহের পর পিতৃকুলের সহিত সে সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ইহাই বিবাহানন্তর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাৎপর্য্য। নতুবা বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত কোনও ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

হারীত ও বৃহস্পতিবচনের উত্তরার্দ্ধে পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখের যে বিধি আছে, তদ্দ্বারাও এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে; কারণ, যদি তাঁহাদের বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য হইত যে, স্ত্রী বিবাহের পরেই পতিগোত্রভাগিনী হয়, তাহা হইলে উত্তরার্দ্ধে পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখের স্বতন্ত্র বিধি দিবার কি আবশ্যকতা ছিল; কারণ, তদ্ব্যতিরেকেও পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখ, বিবাহের পর স্ত্রীর পতিগোত্রভাগিত্ব বিধান দ্বারাই, সিদ্ধ

(১০৩) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন।

হইয়াছিল; অতএব, যখন উভয়েই স্ব স্ব বচনের উত্তরার্দ্ধে, পিণ্ডোদক-দানকালে, পতিগোত্রোল্লেখের বিধি দিয়াছেন, এবং কাত্যায়নবচনে যখন সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পিতৃগোত্রে থাকে বলিয়া, স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে; তখন বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়, ঐ উভয় বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না। বস্তুতঃ, হারীত ও বৃহস্পতিবচনের উত্তরার্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, পিণ্ডোদক-দানকালেই স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়। আর, পূর্ব্বদর্শিত অনুসারে যখন স্ত্রীর আদিপুরুষরূপ গোত্র পরিবর্ত্ত অসম্ভব হইতেছে, এবং যখন পিণ্ডসম-ন্বয়ানুরোধে সপিণ্ডীকরণকালেই স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে, এবং সামান্য পিণ্ডোদকদানকালে স্ত্রীর পতিগোত্র-ভাগিত্বকল্পনার সেরূপ আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না; তখন, হারীত ও বৃহস্পতিবচনস্থ পিণ্ডোদকশব্দ সপিণ্ডীকরণবোধক, তাহার সন্দেহ নাই। এই পিণ্ডোদক শব্দক সপিণ্ডীকরণপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, কাত্যায়ন-বচনের সহিত একবাক্যতা লাভ হইতেছে, এবং যুক্তির সহিতও অবিরোধ সিদ্ধ হইতেছে। আর, বিবাহযোগ্য কন্যানির্বচনস্থলে মাতৃসগোত্রা ও পিতৃসগোত্রা বর্জ্জনের বিধি আছে। কিন্তু বিবাহ হইলে মাতার পতিগোত্র-প্রাপ্তি হয়; সুতরাং, পিতৃসগোত্রাবর্জন দ্বারাই মাতৃসগোত্রাবর্জন সিদ্ধ হওয়াতে, মাতৃসগোত্রার স্বতন্ত্র বর্জ্জন নিতান্ত নিষ্প্রোয়োজন হইয়া উঠে। এই আশঙ্কা করিয়া কোনও কোনও সংগ্রহকর্ত্তারা মাতৃসগোত্রাবর্জ্জন-স্থলীয় মাতৃ শব্দের অর্থ মাতামহ এই যে কষ্টকল্পনা করিয়া থাকেন; তাহারও পরিহার হইতেছে।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, যদি স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, তবে বিবাহিতা স্ত্রী জীবদ্দশায় ব্রতাদি করিলে পতিগোত্র উল্লেখ করা যায় কেন।

স্ত্রী ব্রতাদিকালে পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া থাকে যথার্থ বটে। কিন্তু ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের কোনও বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রাদ্ধাদিস্থলে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে (১০৪)। সুতরাং,

(১০৪) শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাদ্যুল্লেখদর্শনাৎ তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ। উদ্বাহতত্ত্ব।

ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ কেবল ব্যবহারমূলক। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। অতএব, ব্রতাদিস্থলে যদিই গোত্র উল্লেখ করিতে হয়, পিতৃগোত্র উল্লেখ করাই বিধেয়। কিন্তু বিবাহ দ্বারা স্ত্রী, পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, পতিগোত্র উল্লেখের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যদি বল, তবে এত কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা, পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া, যে সমস্ত ব্রতাদি করিয়াছে, তাহা কি নিষ্ফল হইবেক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; কারণ, যখন শাস্ত্রে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট নাই, সুতরাং গোত্রের উল্লেখ না করিলে ক্ষতি হইতে পারে না, তখন পতিগোত্র উল্লেখ করিলেও ব্রতাদির নিষ্ফলত্ব আশঙ্কা ঘটিবে কেন। যদি গোত্রোল্লেখ ব্রতের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে গোত্রোল্লেখ না হইলে ব্রতের নিষ্ফলত্ব সম্ভাবনা ঘটিতে পারিত।

যাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, সপিণ্ডীকরণকালে পিণ্ড-সমন্বয়ানুরোধে স্ত্রী পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং, দ্বিতীয় বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক। কিন্তু, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, দেশাচারানুরোধে কাত্যায়নের সুস্পষ্ট বচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, হারীত ও বৃহস্পতির অস্পষ্ট বচন অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, স্ত্রী বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই পতিগোত্রভাগিনী হয় (১০৫)। যদি এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর

শ্রাদ্ধাদিস্থলে ফলভাগীদিগের গোত্রাদি উল্লেখের বিধান দেখিয়া, তদ্ভিন্ন স্থলেও গোত্রাদি উল্লেখের ব্যবহার হইয়াছে।

(১০৫) তদানীং গোত্রাপহারমাহ লঘুহারীতঃ স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহারমাহ শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতিঃ পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপ-হারকাঃ। ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥ যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং সংস্কৃ-

করিয়া, বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই, স্ত্রীর পতিগোত্রপ্রাপ্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেও দ্বিতীয় বার বিবাহকালে যে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক, তাহার কোনও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, বিবাহকালে গোত্রোল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, তদ্দ্বারা স্ত্রী কোন বংশে জন্মিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করা যায়। বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয় বলিয়া, সম্প্রদানকালে পতিগোত্র উল্লেখ করিলে, সে অভিপ্রায় সম্পন্ন হয় না; সুতরাং, পিতৃগোত্র উল্লেখই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ হইতেছে। এই মীমাংসা কেবল আমার স্বকপোলকল্পিত নহে; শাস্ত্রেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,

অমুষ্য পৌত্রীঞ্চামুষ্য পুত্রীঞ্চামুষ্য গোত্রজাম্।
ইমাং কন্যাং বরায়াস্মৈ বয়ং তদ্বিবৃণীমহে।

তায়ান্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্। পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকমিতি কাত্যায়নীয়ং তৎশাখান্তরীয়ং শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। অতএবানুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণা-ভিবাদয়েতেতি গোভিলোক্তং যৎ সপ্তপদীগমনানন্তরং পত্যুরভিবাদনং তৎ পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যমিতি ভট্টনারায়ণৈ-রুক্তম্। এতেন পিতৃগোত্রেণেতি সরলাভবদেবভট্টাভ্যা-মুক্তং হেয়ম্। উদ্বাহতত্ত্ব।

লঘুহারীত কহিয়াছেন, বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে পর, নারী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার পিণ্ডোদকদান পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতি কহিয়াছেন, পাণিগ্রহণ-সম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃতা হয়, তাহার পিণ্ডোদকদান পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। এ স্থলে বৃহস্পতি পাণিগ্রহণ দ্বারাও গোত্রাপহার হয় কহিতেছেন। আর কাত্যায়ন স্ত্রীর বিবাহসংস্কার হইলে পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, পরে পতিগোত্রভাগিনী হয়, ইহা কহিয়া যে সপিণ্ডীকরণের গোত্রাপহারকারণতা কহিয়াছেন, তাহা অন্যশাখাবলম্বীদিগের পক্ষে, কারণ সেরূপ শিষ্টাচার নাই। অতএব গোভিলসূত্রে সপ্ত-পদীগমনের পর পতিপ্রণামকালে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে, ভট্টনারায়ণ ঐ গোত্র শব্দের পতিগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং সরলা ও ভবদেবভট্ট যে ঐ গোত্রশব্দের পিতৃগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহা অগ্রাহ্য।

শৃণুধ্বমিতি বৈ ব্রূয়াদসৌ কন্যাপ্রদায়কঃ ॥ (১০৬)

সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে কন্যাদাতা ইহা কহিবেক যে, আপনারা শ্রবণ করুন, অমুকের পৌত্রী, অমুকের পুত্রী ও অমুকের গোত্রোদ্ভবা এই কন্যাকে আমরা এই বরে দান করিতেছি।

দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, আমরা অমুকের গোত্রোদ্ভবা কন্যা দান করিতেছি; সুতরাং কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে, বিবাহকালে সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বিচারসিদ্ধ হইতেছে। অমুকের গোত্রোদ্ভবা না থাকিয়া, যদি অমুকগোত্রা এই মাত্র অস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও, স্ত্রী বিবাহের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্রভাগিনী হয়, সুতরাং দ্বিতীয় বার বিবাহকালে পতিগোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক, ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বশিষ্ঠ-বচনে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে যে, যে গোত্রে জন্মিয়াছে, সেই গোত্র উল্লেখ করিয়া সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে পরিচয় দিয়া কন্যা দান করিবেক, তখন সম্প্রদানকালে পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া, পতিগোত্র উল্লেখ কোনও মতেই কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

---

(১০৬) বৃহদ্বশিষ্ঠসংহিতা। চতুর্থ অধ্যায়।

২২—প্রথম বিবাহের

মন্ত্রই দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র নাই। এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক; কারণ, বিবাহসম্পাদক মন্ত্রগণের মধ্যে কোনও মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বিতীয় বার বিবাহকালে খাটিতে পারে না; সুতরাং, যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বারের বিবাহও সেই সমুদায় মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবেক।

ইহা পূর্ব্বে নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, নারদ ও কাত্যায়ন বিষয়বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ঋষি যেমন পুনরায় বিবাহের বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। এক্ষণে, প্রথম বিবাহের মন্ত্র যদি এই বিবাহে না খাটে, তাহা হইলে ঋষিদিগের তাদৃশ বিবাহের অনুমতি উন্মত্ত প্রলাপবৎ হইয়া উঠে; কারণ, স্ত্রীপুরুষের সহযোগ যথাবিধানে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সমাহিত না হইলে, তাহাকে বিবাহশব্দে উল্লেখ করা যায় না। স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অবৈধ সংসর্গকে বিবাহসংস্কার বলে না। যদি স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত সংসর্গমাত্র হইত, তাহা হইলে ঋষিরা উহাকে সংস্কার শব্দে উল্লেখ করিতেন না।

মনু কহিয়াছেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ৯। ১৭৫॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ৯। ১৭৬॥

যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি অথবা গতপ্রত্যাগতা হয়, অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, পরে পুনরায় পতিগৃহে আইসে, তাহার বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন,

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১৭ অ ॥

পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন,

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। ১৫ অ।

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

অক্ষতা চ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। ১। ৬৭।

কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

অতএব, যখন মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন, যখন তাঁহারা ঐ বিবাহকে, প্রথম বিবাহের ন্যায়, সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যখম মন্ত্রহীন অবৈধ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গকে সংস্কার বলা যায় না, যখন ঋষিরা দ্বিতীয় বিবাহের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, এবং যখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রে এমন কোনও কথাই নাই যে দ্বিতীয় বিবাহে খাটিতে পারে না, তখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রই যে দ্বিতীয় বিবাহের মন্ত্র, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় ঘটিতে পারে না।

কেহ কেহ

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥ ৮। ২৬ ॥

বিবাহমন্ত্র কন্যাদিগের বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্যাদিগের বিষয়ে নহে; যেহেতু, তাহাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়াছে।

এই মনু বচন অবলম্বন করিয়া কহেন, কুমারীবিবাহের মন্ত্র বিধবা-বিবাহে খাটিতে পারে না। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, মনুবচনে যে অকন্যা শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিধবা নহে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষের সহিত যাহার সংসর্গ হয়, তাহাকে অকন্যা বলে। এই অকন্যার বিষয়ে বিবাহের মন্ত্র প্রয়োগ করিবেক না; কারণ, অবৈধ পুরুষ সংসর্গ দ্বারা তাহার ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়। যদি অকন্যা শব্দের অর্থ বিধবা হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়, এ কথা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে; কারণ, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, বিধবা হইলে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়। অতএব, যখন মনুবচনে লিখিত আছে যে, যেহেতু ধর্ম্ম ক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়, এজন্য অকন্যাদের বিষয়ে বিবাহের মন্ত্র প্রযুক্ত হয় না, তখন মনুবচনস্থ অকন্যা শব্দ বিধবাবাচক নহে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। বিধবাদের ধর্ম্মক্রিয়ায় অধিকার লোপের কথা দূরে থাকুক, বরং যে সকল বিধবা, বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কেবল ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারাই জীবনকাল যাপন করিবার বিধান আছে।

২৩—বিবাহিতস্ত্রীবিবাহ

বিবাহিতপুরুষবিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত কল্প।

এ স্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক,

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২।(১০৭)

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সুলক্ষণা অবিবাহিতা মনোহারিণী অসপিণ্ডা বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

ইত্যাদি বচনে অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে বিধান আছে। এই বিধান দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে, বিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না; সুতরাং, ব্যতিরেকমুখে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইতেছে; যদি নিষিদ্ধ হইল, তবে তাহা প্রচলিত করা কি প্রকারে উচিত হইতে পারে।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক, বিবাহযোগ্য কন্যা নির্ণয় স্থলে কন্যার অবিবাহিতা বিশেষণ আছে কেন। বিবাহিতা কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবেক না, ঐ বিশেষণের এরূপ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারা স্ব স্ব সংহিতাতে বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অবিবাহিতা বিশেষণের উল্লিখিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকে বলবতী করিয়া, বিবাহিতার বিবাহ একবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, সংহিতাকর্ত্তাদিগের বিবাহিতাবিবাহের অনুজ্ঞাপ্রদান নিতান্ত অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ, বিবাহযোগ্যা কন্যার স্বরূপ-

(১০৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

নির্ণয়স্থলীয় অবিবাহিতা বিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত কল্প; আর বিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা অপ্রশস্ত কল্প; যেমন, অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প; আর কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প। উপরি নির্দ্দিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যেমন অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। (১০৮)

অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক।

এই বৌধায়নবচনে অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবার বিধি আছে; তদনুসারে, কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা একবারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে না; কারণ, স্ত্রী মরিলে অথবা বন্ধ্যাত্বাদিদোষগ্রস্ত হইলে, শাস্ত্রে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের বিধি আছে। এ স্থলে যেমন, দুই বিধির অবিরোধানুরোধে, প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক; সেইরূপ অবিবাহিতা বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহ পক্ষেও প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক। বস্তুতঃ, বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করা যেমন অপ্রশস্ত কল্প, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প; এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

অকৃতদারকে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প ও কৃতদারকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

বৌধায়নঃ শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণেঽর্থিনে দেয়া। ব্রহ্মচারিণে অজাতস্ত্রীসম্পর্কায়েতি কল্পতরুযাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকে। জাতস্ত্রীসম্পর্কস্য দ্বিতীয়বিবাহে বিবাহাষ্টকবহির্ভাবাপত্তেস্তদুপাদানং প্রাশস্ত্যার্থমিতি তত্ত্বম্। (১০৯)

---

(১০৮) যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৌধায়নবচন।
(১০৯) উদ্বাহতত্ত্ব।

বৌধায়ন কহিয়াছেন, অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্, অকৃতদার, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক। এই বচন অনুসারে কেবল অকৃতদার ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিতে হয়; আর কৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অতএব বৌধায়ন অকৃতদার বিশেষণ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অকৃতদারকে কন্যা দান করা প্রশস্ত কল্প।

ফলতঃ, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্রকারেরা এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, একবিধ নিয়মই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দেখ, প্রথমতঃ, বৈবাহিক সম্বন্ধের উপক্রমকালে, শাস্ত্রে কন্যার যেরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে, বরেরও সেইরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে (১১০)। বিবাহের পর, পতিকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে যেমন আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাও পুরুষের পক্ষে সেইরূপ

---

(১১০) অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ১।৫৩॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥ ১।৫৪॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥১॥৫৫॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সুলক্ষণা, অবিবাহিতা, মনোহারিণী, অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা, অচিকিৎসনীয়রোগশূন্যা, ভ্রাতৃমতী, অসমানপ্রবরোদ্ভবা, অসমানগোত্রোদ্ভবা, মাতৃপক্ষে পঞ্চমীবহির্ভূতা ও পিতৃপক্ষে সপ্তমীবহির্ভূতা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে প্রধান বংশ, দশ পুরুষ অবধি বিখ্যাত, নিত্যবেদাধ্যায়ী ও ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইয়াও, সংক্রামকরোগগ্রস্ত ও দোষযুক্ত হয়, সে বংশের কন্যা বিবাহ করিবেক না। বরও এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট, সজাতীয়, নিত্যবেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, বর পুরুষত্ববিশিষ্ট কি না, যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করা আবশ্যক; এবং বর যুবা, বুদ্ধিমান্ ও লোকপ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে (১১১)। স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, তাহার পক্ষে যে বিষম পাতক স্মরণ আছে, পুরুষ অন্য নারীতে উপগত হইলে, তাহার পক্ষেও সেই বিষম পাতক স্মরণ আছে (১১২)। স্ত্রী মরিলে অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পক্ষে যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে, পুরুষ মরিলে অথবা ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। কৃতদার ব্যক্তিকে বিবাহ করা, স্ত্রীর পক্ষে যেমন অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলতঃ, শাস্ত্রকারেরা এ সকল বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধান দোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতিকে সমাদরে ও সুখে রাখার প্রথা প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকানেক বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্ত্রীজাতিকে সুখে

---

(১১১) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৩। ৬০ ॥
মনুসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী সতত পতিকে সন্তুষ্ট রাখে এবং পতি সতত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখে, সেই কুলেরই স্থির মঙ্গল।

যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে।১।৭৪॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে সন্তুষ্ট রাখে ও পরস্পর সদ্ব্যবহার করে, সেই কুলের ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগ বৃদ্ধি হয়।

(১১২) ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্ ॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি ॥ মহাভারত ॥

অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক।

ও সচ্ছন্দে রাখা মূঢ়তার লক্ষণ বিবেচনা করেন। সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইদানীং স্ত্রীজাতির অবস্থা সামান্য দাস দাসীর অবস্থা অপেক্ষা হেয় হইয়া উঠিয়াছে।

মনু কহিয়াছেন,

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৩। ৫৫ ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩। ৫৬ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩। ৫৭ ॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩। ৫৮ ॥

যে সমস্ত পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি মঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেন ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেন॥৫৫॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায়, সেই পরিবার ত্বরায় উচ্ছন্ন যায়। আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায়, সেই পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার অভিচারগ্রস্তের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে উচ্ছিন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এ স্থলে, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার আদেশ আছে, ইদানীং পুরুষেরা প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এবং সেরূপ ব্যবহার না করিলে, যে বিষময় ফল ভোগের নির্দ্দেশ আছে, সেই ফলভোগ প্রায় সচরাচর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

২৪—দেশাচার

শাস্ত্র অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ নহে

প্রতিবাদী মহাশয়েরা, যে সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাশক্তি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করণ বিষয়ে তাঁহাদের আর যে এক আপত্তি আছে, সেই আপত্তিরও যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কহিয়াছেন যে, যদিও বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়, তথাপি দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত স্থির হইলেও, দেশাচারবিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিবেক, এই আশঙ্কা করিয়া, আমি প্রথম পুস্তকে প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম (১১৩) যে, শাস্ত্রের বিধি না থাকিলেই, দেশাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবেক।

প্রথম পুস্তকে আমি, একমাত্র বচন দেখাইয়া, দেশাচারকে শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল কহিয়াছিলাম, বোধ করি, সেই নিমিত্তই প্রতিবাদী মহাশয়েরা, সন্তুষ্ট হয়েন নাই; অতএব, তদ্বিষয়ের প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।

(১১৩) ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ ॥ (১১৪)

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

এ স্থলে দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ও স্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ; সুতরাং, দেশাচার অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা, বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ॥ (১১৫)

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

দেখ, এ স্থলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে যে, যে বিষয়ে শাস্ত্রে বিধি নিষেধ নাই, সেই বিষয়েই দেশাচার প্রমাণ। সুতরাং, দেশাচার দেখিয়া, শাস্ত্রের বিধিতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে।

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥(১১৬)

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে, যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে, দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

এ স্থলে স্পষ্টই বিধি আছে যে, স্মৃতির ও দেশাচারের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, দেশাচার অগ্রাহ্য হইবেক।

অতএব যখন স্মৃতি শাস্ত্রে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি আছে, তখন দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া, তাহার অকর্ত্তব্যত্ব ব্যবস্থাপন

---

(১১৪) মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব।

(১১৫) স্কন্দপুরাণ।

(১১৬) প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি।

করিতে উদ্যত হওয়া, শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতের নিতান্ত বিপরীত হইতেছে। (১১৭)

---

(১১৭) আমার প্রত্যুত্তর রচনা সমাপ্ত হইলে পর, শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের উত্তর পুস্তক প্রাপ্ত হই। নিবিষ্ট চিত্তে পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে, যে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে তাহার অতিরিক্ত কথা নাই; সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত আমাকে আর অতিরিক্ত প্রয়াস পাইতে হয় নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি দুই, প্রথম পরাশর-সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র নহে, দ্বিতীয়

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

এই মনুবচন অনুসারে বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ। আমার বোধ হয়, এই দুই কথারই যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে প্রচারিত অন্যান্য উত্তর পুস্তকের অতিরিক্ত কথা নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি আপন পুস্তকে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার বুদ্ধি-শক্তির বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। বোধ হয়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষ মহাশয়েরা, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া, পরম পুলকিত হইয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত মনুবচনানুসারে বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ, এই কথাই তাঁহার সকল কৌশলের অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু ঐ মনুবচন দ্বারা বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। সুতরাং তাঁহার সমুদায় কৌশল নিতান্ত নিরবলম্বন হইয়া পড়িতেছে। যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়, যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত, বলিতে পারা যায় না।

২৫—উপসংহার

দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশা-চারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া, আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর, আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার একবারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল অবধি আমাদের দেশে আচার পরিবর্ত্ত হয় নাই; এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসি-য়াছে। পূর্ব্ব কালে এ দেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক-দিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ, ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক,

পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের আচারের কত পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব কালে, শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে, শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না; এক্ষণে সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণেরা, সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্ন দেশে উপবেশন করেন (১১৮)। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, অতি অল্প কালের মধ্যেও দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে; দেখুন, রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না, এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচার-পরিত্যাগী সদাচারপরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তকচন্দ্রিকা গ্রন্থ (১১৯) প্রচার হইবার পর অবধি, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনয়ন-

(১১৮) এই আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্র ও ব্রাহ্মণেরাই এই আচার অবলম্বন করিয়াছেন এমন নহে, যে সকল শূদ্র ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও অক্ষুব্ধ চিত্তে ও অবিকৃত শরীরে এই আচার অনুসারে চলিয়া থাকেন।

মনু কহিয়াছেন,

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥ ৮। ২৮১।

যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করে, তাহা হইলে, তাহার কটিতে (তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা) চিহ্ন করিয়া দিয়া, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেক, অথবা কটিচ্ছেদন করিয়া দিবেক।

(১১৯) পাঠকবর্গের অবগতি জন্য ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই দত্তকচন্দ্রিকাগ্রন্থ কুবেরনামক প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার রচিত বলিয়া প্রচলিত। স্মৃতিচন্দ্রিকা নামে যে এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, তাহা এই কুবেরের সঙ্কলিত। দত্তকচন্দ্রিকা বাস্তবিক কুবেরের রচিত হইলে, অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে

যোগ্য কাল মধ্যে ও শূদ্রের বিবাহযোগ্য কাল মধ্যে গ্রহণ করিলেই, দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সকল বর্ণেরই, পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, চূড়াকরণ সংস্কার না করিলে, দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইত না। এই সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, যে নূতন নূতন আচার

হয়। কিন্তু, ফলতঃ তাহা নহে। দত্তকচন্দ্রিকার বয়ঃক্রম অদ্যাপি একশত বৎসর হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, এই গ্রন্থ রচনা করিয়া, কুবেরের নাম দিয়া, প্রচার করিয়া গিয়াছেন। স্বনামে প্রচার না করিয়া, কুবেররচিত বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, স্বনামে প্রচার করিলে, দত্তকচন্দ্রিকা নূতন গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র আদরণীয় হইত না; সুতরাং কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাও সফল হইত না। দত্তকচন্দ্রিকার আরম্ভে লিখিত আছে,

মন্বাদিবাক্যবিবৃতেষু বিবাদমার্গে-
ষষ্টাদশস্বপি ময়া স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।
কল্যুক্তদত্তকবিধির্ন বিবেচিতো যঃ
সর্ব্বঃ স চাত্র বিততো বিবৃতো বিশেষাৎ॥

আমি, মনুপ্রভৃতির বচন প্রমাণে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে অষ্টাদশ বিবাদ পদেরই নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু কলিযুগোক্ত দত্তকবিধি বিবেচিত হয় নাই; এই গ্রন্থে সে সমুদয় সবিশেষ নিরূপিত হইল।

এবং সর্ব্বশেষে নির্দ্দেশ আছে,

ইতি শ্রীকুবেরকৃতা দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্তা।
কুবেররচিত দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্ত হইল।

এই রূপে, গ্রন্থের আদি ও অন্ত দেখিলে, দত্তকচন্দ্রিকা কুবেররচিত বলিয়া, সুতরাং প্রতীতি জন্মে। কিন্তু বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, গ্রন্থসমাপ্তিকালে, কৌশল করিয়া, এক শ্লোকমধ্যে আপন নাম সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

রৈ ম্যৈষা চন্দ্রিকা দত্তপক্ষতের্দ্দর্শিকা ন ঘু।
ম নোরমা সন্নিবেশৈরজ্ঞিনাং ধর্ম্মতোর ণিঃ॥

প্রচলিত হইয়াছে, আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন ; তবে, হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রস্তাবিত বিষয় পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন, যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন, এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে লোকসমাজের কোনও কালে কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে, যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা, ইতিপূর্ব্বে, কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই, পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে, অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়, স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন, ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ, দেশাচারের দোহাই দিয়া, আর আপনাদের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে দেশাচারশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন; এবং অনেকে, মনে মনে সম্মত হইয়াও, কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না।

এই মনোহারিণী চন্দ্রিকা দত্তকপথের দর্শয়িত্রী, সুচারু রূপে রচিতা, এবং ধর্ম্মনদীর তরণি স্বরূপ।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের আদি ও অন্ত্য অক্ষর লইয়া রঘু, এবং উত্তরার্দ্ধের আদি ও অন্ত্য অক্ষর লইয়া মণি সংগ্রহ হইতেছে। এই রূপে গ্রন্থকর্ত্তা দুই অভীষ্টই লাভ করিয়াছেন; প্রথম গ্রন্থ প্রচলিত হওয়া, দ্বিতীয় আপনি গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া। কুবেরের নাম দিয়া প্রচার করাতে, দত্তকচন্দ্রিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে প্রচলিত হইয়া গেল, আর শেষ শ্লোকে যে কৌশল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে গ্রন্থকর্ত্তা, তাহাও অপ্রকাশ রহিল না।

হায় কি আক্ষেপের বিষয়, দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান!

হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া, ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর, তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক,

তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব-শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! এক বার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর, নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য-পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপুবশী-

ভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!

কলিকাতা। সংস্কৃত বিদ্যালয়।
৪ কার্ত্তিক। সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।